Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2|202
LIBRARY
No.
1·3

শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত

চতুর্থ খণ্ড

PRESENTED
8|96

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ
গ্রন্থিত

নবম সংস্করণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No. 8/96
Shri Shri ... A... ...amayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Sri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

PRESENTED

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা।

চতুর্থ খণ্ড

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত

নবম সংস্করণ

কলিকাতা

সন ১৩৫৯

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৪নং আনন্দ চাটার্জ্জী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

তারকনাথ প্রেস
৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা, হইতে
শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 8/96
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সূচীপত্র

ভূমিকা ও শ্রীমঙ্গলাচরণ . ... ।/০

প্রথম অধ্যায়

নদেবাসীর ভাব, ঘোরবিয়োগে আনন্দ, শ্রীগদাধর শ্রীনরহরি ও শ্রীভগবান্ নীলাচলে, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে মহোৎসব, গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল মুখো, প্রভুর আলালনাথে প্রস্থান, প্রভুর দর্শন-সুখ, প্রভুর দর্শন বর্ণনা, প্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

১—১৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তগণের নৃত্যারম্ভ, নীলাচলে আনন্দের তরঙ্গ, সার্ব্বভৌমের শ্লোক, রাজা ও সার্ব্বভৌম, বিধি ও প্রেম, রাজা ও গোপীনাথ, প্রভু ও ভক্তে মিলন, শিবানন্দের শ্লোক, প্রভু ও মুরারি, প্রভু ও হরিদাস, হরিদাসের দৈন্য, প্রভুর অতিথি-ভোজন, সন্ধ্যাকীর্ত্তন, নীলাচলে প্রথম কীর্ত্তন, প্রভুর নৃত্য, হরিমন্দির মার্জ্জন, প্রভু ও অদ্বৈত, বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ, জলক্রীড়া, প্রসাদ ভোজন, জীবের কর্ম্ম-বোঝা কে বহিবে, ভোজনে ভজন, প্রেমের কোন্দল, জগদানন্দ কি সত্যভামা? সার্ব্বভৌমের পুনর্জন্ম, ভক্তগণের প্রসাদ গ্রহণ, নেত্রোৎসব, প্রভুর দর্শন-ভঙ্গী। ১৩—৪৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভুর সুন্দরাচলে গমন, প্রতাপরুদ্রের নীচসেবা, সাত সম্প্রদায়, রাজার ঐশ্বর্য্য দর্শন, প্রভুর শ্রীজগন্নাথকে স্তব, প্রভুর নয়ন-জল, প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দণ্ড-নৃত্য, প্রভুর মূর্চ্ছা, প্রভুর বুকের উপর রথ, হরিচন্দন ও শ্রীবাস, প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, প্রভুর করকম্পন ও গদগদ বচন, রাজার প্রভুকে ধারণ, প্রভু কর্ত্তৃক রাজার অপমান, রাজাকে সান্ত্বনা, স্বরূপ ও প্রভু, প্রভুর রাধাভাব, রাধা ও সখীগণ, প্রভু ও ভক্তের নৃত্য, লোকের আনন্দ-কোলাহল, প্রভু ও রাজা এক সময়ে দেহে রাধা ও কৃষ্ণভাব, রাজার প্রভুর নিকট আগমন, রাজা ও প্রভু, গোপী গীতা, রাজার জয়, মহারাজের প্রেমানন্দ, মহারাজের প্রদত্ত ভোগ, শ্রীভগবানের অতিথি, মহোৎসব, রথ চলে না, প্রতাপরুদ্রের গৌর-বিরহ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের উৎপত্তি, প্রত্যহ মহোৎসব, জলকেলী, উপবনে নৃত্য, নৃত্যকারী ও সুন্দর পুরুষ, বক্রেশ্বরের নৃত্য, নানা কথা, হরি হর, বিদায়ের পালা, মুকুন্দ সরকার, নরহরি ও রঘুনন্দন, কুলীনগ্রামের বসু, শিবানন্দ সেন, বাসুদেবের অদ্ভুত প্রার্থনা, ভক্ত কত উন্নত, মায়ামুগ্ধ নিমাই, নিমাই ও তাঁহার মা, নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তগণের বিদায়। ৪৯—১০১ পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

হরিনাম প্রচার, লক্ষনাম জপ, প্রভুর দুঃখ, প্রভু ও নিমাই, প্রভুর পাপীর প্রতি অধিক দয়া, প্রভুর আজ্ঞা, নিতাই গৌড়ের পথে, গৌড়ে তরঙ্গ, নিতাই ও শচী, নিতাই ও নদীয়ার ভক্ত। ১০১—১১০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভুর মালা-জপ, প্রভু ও গদাধর, প্রভুকে নিমন্ত্রণ, সার্ব্বভৌমের বাড়ী, আহারের আয়োজন, উপবেশন, অমোঘের উদয়, ভোজন সমাপ্তি, অমোঘের বিসূচিকা, অমোঘকে প্রাণদান, অমোঘের নৃত্য, অমোঘ গৌর-ভক্ত, প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি, পুরীর কূপের জল, সাড়ে তিনজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED ৪|৭৮

রসজ্ঞ-ভক্ত, শিখি মাহাতি ও মুরারি মাহাতি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ, শিখি মাহাতির প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা, শিখিকে আলিঙ্গন দান। ১১০—১২৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নীলাচলের যাত্রী, আবার ঘট্টপাল, শিবানন্দের কারাবাস, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, ঘট্টপালের স্বপ্নদর্শন, ভক্তের মাহাত্ম্য, নৌকা-বিহার, "বাবা! প্রভু কৈ?" জলকেলি, প্রভু ও তাঁহার মাসী, সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শন মধুর, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমাইয়ের কথা শ্রবণ, নীলাচলে নন্দোৎসব, কে কি সাজিলেন, লাঠিখেলায় ভজন, শ্রীপ্রিয়াজীর শাটি, নিত্যানন্দকে বধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, বৈষ্ণব হইলে নির্জ্জীব হয় না, নিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা, নিত্যানন্দের শক্তি, গৌড়ে তোলপাড়, ভক্তির তরঙ্গ, প্রভুর কূপে পতন, ভক্তগণের বিদায়, কৃষ্ণ-বিরহে ভক্ত-বিরহ দমন, গম্ভীরায় লীলারম্ভ, দিব্যোন্মাদ, কৃষ্ণ-বিরহে প্রাণ যায়, কৃষ্ণ-নিন্দা করিও না। ১২৭—১৬৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর জন্মভূমি ও বৃন্দাবন দর্শনের অভিলাষ, রামরায় কি স্বার্থপর? শ্রীনিতাইয়ের সমাজে কলঙ্ক, নিতাইয়ের রোদন, নিতাই ও প্রভু, নিতাই ও গদাধর, দামোদরের ক্রোধ, প্রভু জনপ্রিয়, নব অবতারের কীর্ত্তন, গৌর কি প্রকাণ্ড বস্তু, নিজ কীর্ত্তনে প্রভুর লজ্জা, চারিদিকে গৌর-কীর্ত্তন, শ্রীবাসের গৌরগুণ বর্ণনা, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সরস্বতীর প্রভুর উপর ক্রোধ, সার্ব্বভৌমের কাশী গমন, গমনের অভিপ্রায়, প্রকাশানন্দের উদ্ধার। ১৬৮—১৭৪ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

স্বরূপকে প্রসাদ, প্রভু বৃন্দাবন-ভাবে বিভাবিত, সমগ্র নীলাচল প্রভুর পশ্চাৎ, প্রভুর নিষেধ, বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলন, শ্রীকৃষ্ণের বৃক্ষে-বৃক্ষে বিচরণ, প্রভুর দিব্যোন্মাদ, চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুর বাহু, ভক্তগণের বৃন্দাবন-ভাব, শরৎ-রজনী, রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথা, রাজার অবস্থা, সকলে গোপীনাথের মন্দিরে, প্রভুর সহিত রাজার মিলন, রাজার প্রভুকে সেবা, রাণীগণের প্রেমোদয়, গৌর-গদাধর, গৌর-সার্ব্বভৌম, প্রভুর তিন-ভাব, ভাবোদয়ের অবস্থা, পুরীর সহিত প্রভুর খেলা, রামানন্দ মূর্চ্ছিত, প্রভুর দর্শনে মুসলমানের উদ্ধার, মুসলমান গুপ্তচর, প্রভু ও মুসলমান অধিকারী, মুসলমান পরম ভাগবত। ১৭৪—২০১ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়

পানিহাটী ত্যাগ, কুমারহট্টে আগমন, শ্রীবাসের বাড়ী, শিবানন্দ, ভক্তের শাক গ্রহণ, জগদানন্দ শিবানন্দের বাড়ী, বাসুদেবের বাড়ী, বাচস্পতির গৃহে, নিন্দুকের অনুতাপ, বিদ্যানগরে লোকারণ্য, প্রভুর ফুলিয়া গমন, বাচস্পতির বিপদ, জীবকে আকর্ষণ, লোকের ভিড় বর্ণন, ভক্তি আছেন অতএব ভগবান আছেন, ভক্তের দীনতা, শ্রীভগবানের দীনবেশ, গৌর-লীলা শ্রীভগবান স্বয়ং পাতাইয়াছেন, শ্রীভগবানের লীলার উদ্দেশ্য, জীবের উপায়হীন অবস্থা, অবতার কি শিক্ষা দিলেন, "তিনি" স্বয়ং আসিয়াছেন, বিয়োগই জ্ঞানের সোপান, মনে মনে মনে অপরাধ জ্ঞান, অপরাধ ভঞ্জন, রঘুনাথ ও প্রভু, ফুলিয়া না প্রভাস, প্রভুর বিদায়। ২০২—২২৯ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়

ভাবোল্লাস, প্রিয়াজীর উল্লাস, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রভুর চরণে পতন, মিলন। ২২৯—২৩৫ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

ভুমিকা

আমাকে অনেক সময় একটী ভাবে অভিভূত করে; সেটী এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে আর হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগবানই সব, তাঁহার ন্যায় বৃহৎ বস্তু আর কিছুই নাই। সেই বৃহৎ বস্তুটি, কি কেবলমাত্র সেই বস্তুটি, গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহার ন্যায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর হইতে পারে না। কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক বিপ্লব ঘটিতেছে, এমন কি, ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত লয় হইতেছে। এ সমুদায় বৃহৎ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি শ্রীভগবান্ আমাদের গতি হইলেন, অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পরেও জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? আর এ জগতে সাম্রাজ্য পাইলেই বা লাভ কি? কারণ এই জড়-জগতের সহিত আমদের সম্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়। কাজেই শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের একমাত্র সম্পত্তি। এই সংসারের অনিত্যতা যাঁহাদের সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কোথা যাব কি করিব দিবানিশি ইহাই ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন। এইরূপে চেতন-জীব মাত্রেই যে কেন অস্থির না হয়েন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। কারণ সংসার যে অনিত্য, ইহা জীবমাত্রেই সর্ব্বদা অনুভব করিতেছেন। তাই হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মায়া বলিয়া একটি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই 'মায়া' না থাকিলে জীব ক্ষণমাত্রও নিশ্চিন্ত থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিত না। দেখুন, প্রীতির বিচ্ছেদ হইবে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইতেছে; নিজে অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে; মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

এরূপ অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও পণ্ডিত লোক আছেন, যাঁহারা সব বুঝেন, কেবল নিজের প্রকৃত স্বার্থের বেলা অন্ধ হন। প্রকৃত কথা, পরমপণ্ডিত, যিনি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন; অতি বিদ্বান, যিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন; অতি চতুর, যিনি বুদ্ধিবলে জগৎ করতলে আনিতেছেন;—অথচ আপনি যে মরিবেন তাহা একেবারে ভুলিয়া, সেই মহাপ্রস্থানের কোন সম্বল করিতেছেন না। কাজেই তিনি পণ্ডিত কি বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমানও নয়,—তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ও অভাগ্য।

জীবমাত্রই প্রায় এইরূপ। পথে ঘাটে, বাজারে, সভা সমিতিতে, যেখানে যাও দেখিবে জীব কেবল বাজে-কথা ও বাজে-কাজ লইয়া ব্যস্ত। শ্রীগৌরাঙ্গের একটি উপদেশ এই—"গ্রাম্য-কথা কহিও না, গ্রাম্য-কথা শুনিও না।" কিন্তু সকলেই কেবল গ্রাম্য-কথা লইয়া বিভোর, আপনার আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সব লোকের সময় কাটাইবার উপায়। কিসে স্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শত্রু-দমন করিবে, ইহা লইয়া জীব-মাত্রেই ব্যস্ত।

যাঁহারা মায়ারূপ কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা আর সব কাজ ফেলিয়া,—আমি কে, আমি কাহার, আমার গতি কি হইবে, ইত্যাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরিশেষে জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের কিছু প্রাপ্তি হয় তাঁহারা সরস-শাস্ত্র, আর যাঁহাদের তাহা না হয় তাঁহারা নীরস-শাস্ত্র প্রচার করেন। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে; সুতরাং এখানে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল পরিমানে কর্ষিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি বলি। ইঁহারা সাধন-বলে ধর্ম্মশাস্ত্র আবিষ্কার ও বিকশিত করেন। জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন-ভিন্ন। সুতরাং শাস্ত্র মধ্যে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা ও ভক্তির বিরোধী-কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি, কি শিক্ষা, কি অধিকার অনুসারে ইহা হইতে আপনার ধর্ম্ম বাছিয়া লয়। এইরূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

জীব আর এক উপায়ে ধর্ম্মকথা শিখিয়া থাকে,—সে অবতার দ্বারা। কোন ব্যক্তি বনে না যাইয়া, তপস্যা না করিয়া এমনি কোন শক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, জীবকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বহুতর শিষ্য হইল; শেষে তিনি অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অবতার অর্থ শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক, কি নিজজন, কি তিনি স্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ ও তাঁহার প্রকৃতি এবং জীবগণের কর্ত্তব্য কি, তাহা তাহাদিগকে অবগত করিয়া থাকেন। গীতা-গ্রন্থখানি এখন সর্ব্বত্র-গ্রাহ্য। স্বদেশ কি বিদেশ সর্ব্বত্রই হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই শ্রীগীতার কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। গীতা বলিতেছেন, যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে। এ কালের তিনটি অবতারের কথা বলিব;—যীশু মহম্মদ ও গৌরাঙ্গ। যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু কি দুত; আর গৌরাঙ্গের গণ বলেন তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারের নাম শুনিয়া কেহ কেহ অবজ্ঞা করেন। কিন্তু এই জগতে সকলেই অবতারের অনুগত। রুষিয়ার সম্রাট ও গ্লাডষ্টোন অবতার মানিতেন, জাপানের সম্রাট ও তুর্কীর স্থলতানও মানেন, আর যাঁহারা গীতা-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, সেই হিন্দুরা অবশ্যই ইহা মানেন। অতএব জগতের সকল জাতি যখন অবতার মানেন, তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কাহারও নাই। যে বিষয় সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহা অবশ্য সত্য, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের) সংবাদ একই স্থানে (এই জগতে) প্রচার করেন। স্থতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে অবতারগণ যে সমুদয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহা একরূপই হওয়া উচিত। মনে ভাবুন, যীশু শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও আনিয়াছেন। যদি তাঁহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে হয় উভয়েই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথায় অমিল নাই। শ্রীভগবান্ আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়,—ইহা অবতার মাত্রেরই শিক্ষা।

ভগবান্ মানে ঈশ্বর নহেন,—ভক্তের উপাস্য ধন, অর্থাৎ পরিমিত কি সাকার পুরুষ। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্রীভগবান্‌কে অপরিমিত নিরাকার বলিয়া বর্ণন করেন; কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। কারণ যখন তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে সিংহাসনে বসাইয়া পাত্র মিত্র সহ তাঁহার সদালাপ বর্ণনা করেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অবতার-প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাঁহাদের শিক্ষা এক জাতীয়। আর এই শিক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

অনেক অননুভবনীয় নূতন সামগ্রী পূর্ব্বে জগতে ছিল না। মুনিগণ ও অবতার কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে। মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতে আর কোথাও নাই। পৃথিবার অন্যান্য স্থানে যে সমুদয় ধর্ম্ম প্রচলিত, ইহা অবতার কর্ত্তৃক। কিন্তু ভারতে মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপে প্রচলিত আছে। যথা—বৈদান্তিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি। তবে একটু ভাবিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদয়ের সহিত অবতার-প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য নাই। কারণ অবতার-প্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি 'ভগবান্ ও ভক্তি', আর অন্যান্য ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি 'শক্তি ও প্রক্রিয়া।" এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্ব প্রধান বলি ; কারণ—১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের যেরূপ উন্নত অবস্থা, এরূপ অন্য কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই। সেখানে তখন সকলেই কেবল বিদ্যা,—শুধু বিদ্যা নয়,—অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্ম-চর্চ্চা লইয়া উন্মত্ত। তখন যে সমুদয় অতি দুর্ব্বোধ্য ও অতি সূক্ষ্ম চর্চ্চা সাধারণের খেলার সামগ্রা ছিল,—বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করিত, এখন মহাপণ্ডিতগণও উহা বুঝিতে পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত হন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

২। তখনকার প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যথা, শ্রীহরিদাস,—ইনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতেছেন, তখনও আপনার বেদনা ভুলিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার হত্যাকারিগণের মোচন-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত,—ইনি জগতের সমস্ত জীবের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া, তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ব্বভৌম,—ইনি তখনকার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী—ইনি তখন ভারতবর্ষের শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য,—ইনি গৌড়ের, এবং শ্রীবল্লভাচার্য্য,—ইনি পশ্চিমের বৈষ্ণবদের সর্ব্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা হিন্দু হইয়া গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

৩। তিনি শক্তি, তর্ক, কি বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কি তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া, কি তাঁহা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিত। প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া বিরাজ করিতেন ও ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পূজিত হইতেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রেমধন পাইয়া বলেন—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্। ১।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যর্থ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥ ২॥

অর্থাৎ "যে জনকে কখন ধর্ম্ম স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা উৎকট পাপাশক্ত, এবং যে কোন সাধুজন-দৃষ্টপথের সজ্জনরচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসুধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হইয়া নৃত্য গীত ও ভূমিতে বিলুঠন করে, সেই অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে) আমি স্তুতি করি॥ ২॥

তাঁহার আর একটি শ্লোক শ্রবণ করুন—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা, দূরস্থৈপ্যানতো বা দৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতোমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম॥ ৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ "যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীর্ত্তিত হইলেই অথবা দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন, সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥"

৪। তিনি প্রকট থাকিতে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে খুঁজিয়া পূজা করিতেন। অপর কোন অবতার জীবকে এরূপ মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

৫। অবতারগণ আপনাপন পরিচয় দিয়াছেন। যীশু বলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মহম্মদ বলেন, তিনি ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া, চিন্ময় রত্ন-সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া, বারম্বার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, আদি ও অন্ত, তিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য-সমাজে আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা অপর কোন অবতার সম্বন্ধে শুনা যায় না।

৬। অবতারদিগের কাহিনী জনশ্রুতি হইতে সঙ্কলিত। উহার প্রত্যক্ষ কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং উহা বিস্তাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ, প্রভুর অবতারের চিহ্ন নবদ্বীপের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে; নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বংশধরগণও অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। এদেশে নানাস্থানে প্রভুর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান কি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে সার্ব্বভৌমের অঙ্কিত প্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি রহিয়াছে।

৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। ইহা অপেক্ষা ভগবৎসঙ্গ আরও উপকারী। কিন্তু ভগবৎসঙ্গ সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবে না, তাই জীব লীলাদ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার লীলাখেলা অতি অল্প। ঈশ্বরের সখা মহম্মদেরও ঐরূপ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং 'তিনি' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন; জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অসংখ্য লীলা রহিয়াছে, ইহা চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট। ইহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হন এমন জীব কোথা ?

৮। অন্যান্য ধর্ম্মের যেখানে শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম তথা হইতে আরম্ভ। শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্য কোন ধর্ম্মে পূজিত হয়েন না। আমরা যীশুকে অবতার বলি ও তাঁহার উপদেশ মান্য করি। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ ব্রজের নিগূঢ় রস জানেন না ও মাধুর্য্যময় নন্দসুতকে উপাসনা করেন না, ঐশ্বর্য্য-সম্বলিত ঈশ্বর তাঁহাদের উপাস্য। আমরা খ্রীষ্টিয়ান-মন্দিরে যাইয়া মনের সাধে ভজনা করিতে পারি, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন না। অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা আছে উহা সবই বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে যাহা আছে, তাহার সমস্ত অন্য কোন ধর্ম্মে নাই।

আর এক কথা। যেখানে যে রোগ, তাহার ঔষধ সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। আমরা ভারতবাসী, আমাদের যদি অবতার মানিতে হয়, তবে অন্য কোন দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই, অবতার আমরা এখানেই পাইব। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুরা আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত।

গৌরাঙ্গ-অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে আর নাই বলিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। যদি আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে কিসে বা কে আমাদের কি করিতে পারে ? যদি না পাই, তবে সাম্রাজ্যে বা ঐশ্বর্য্যে কি লাভ ? অতএব যিনি গৌর-অবতার সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভাবেন, তাঁহার ইহার ন্যায় বৃহৎ ঘটনা আর অনুভূত হইবে না। এই গৌর-অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার আমার উপর পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়া এ ভার লই নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে সক্ষম, তাঁহারা যখন ইহা গ্রহণ করিলেন না, তখন ভাবিলাম, এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থাকিবে? অতএব প্রভুর কৃপায় যাহা পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার হইতে দেবাচারে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, জগতে কেবল কাটাকাটি মারামারি; এবং আধিপত্যের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া জীব আপনার পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইরূপে শ্রীভগবান্ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় সেইরূপ ঘটিয়াছে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আস্বাদন ও নিয়ত চিন্তা কর, তাহা হইলে পবিত্র ও শান্ত হইবে। দুঃখী তাপী এই মধুরলীলারূপ সুধাসমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন।

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইয়া দক্ষিণদেশে গমন এবং তথা হইতে দুই বৎসর পরে ফিরিয়া শ্রীনবদ্বীপ দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমঙ্গলাচরণ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর।
পরমাণু মাঝে বিরাজ যাঁহার॥
নিরাশ্রয়ে ভাসে যত জীবগণ।
জীব-দুঃখে যাঁর দ্রবীভূত মন॥
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে।
উদিলেন ভবে মানুষ-আকারে॥
রূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়া।
লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয়া॥
এ হেন ঠাকুর সুন্দর সুজন।
বলরাম দাস করয়ে ভজন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
৪।৭৮

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

প্রথম অধ্যায়

"মুখ-খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে। বিম্ব-বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; তাঁহার শুভ আগমন-বার্ত্তা লোক দ্বারা নবদ্বীপে পাঠান হইল। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি; এবং এই সময়, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের মিলন-কাহিনীর কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। এই খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ-ভক্তগণের অবস্থা ও নীলাচলে তাঁহাদের আগমন-উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে দুই চরণ কবিতা দিয়াছি, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দ কৃত শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"। সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া, নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন; দেখিতেছেন, মুখ-খানি এমন সুন্দর যে উহার তুলনা একমাত্র চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, পূর্ণিমার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে, প্রভুর ঠোঁট দুটি যেন হিঙ্গুলে রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপ করিতেছেন? না, কাহারও নিমিত্ত উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ফলকথা, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, এবং তিনি সেইরূপ সরল নম্র ও লাজুক। তাঁহার অন্তরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইতেছে,—তরঙ্গের বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এত বাড়িতেছে যে, তাঁহার মুখে ও অঙ্গভঙ্গিতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর ঠোঁট-কম্পন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। উদ্ধৃত চরণদ্বয় দ্বারা বুঝা যাইবে নবদ্বীপবাসীরা প্রভুর প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন। বাসুঘোষ তাঁহার এক পদে বলিতেছেন, "গোরা গোরা, পরাণের পরাণি"। প্রকৃতই তিনি নবদ্বীবাসীর "পরাণের পরাণি" ছিলেন। যখন শুকদেব বলিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, তাঁহাতে ও জীবে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কাজেই ব্রজবাসীদিগের নিজ সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিক প্রীতি ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও নদেবাসীর ঠিক ঐরূপ ভাব ছিল। তিনি তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় যেরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, সেরূপ কেহ কখনো করিতে পারেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ তখনকার সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে বলিতেছেন—

"পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ ॥৬৪॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

"যদি দুর্লভ সিদ্ধি-সকল (অনিমা লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা) আপনা আপনি আমার করতলগত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি আমার বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইয়া পড়ি ; যদি সুরনারীরা আপনারা আসিয়া আমার কিঙ্করী হন ; অধিক আর কি বলিব, আমার এই বপু যদি চতুর্ভুজ হয়, অর্থাৎ আমি সশরীরে যদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি,—তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।"

যাঁহাকে "দণ্ডে দণ্ডে, তিলে তিলে" না দেখিলে ভক্তগণ বাঁচিতেন না, সেই "প্রাণের প্রাণ" নবদ্বীপ হইতে একেবারেই অদর্শন হইয়াছেন ; শুধু তাহা নহে, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন এই ভরসায় ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভু যদি এরূপ প্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসীরা শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া গিয়াছেন ; শুধু তাহা নহে, কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই, এবং তাঁহার সঙ্গেও কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রভুকে নবদ্বীপে শতলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি একটি মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া কৌপীন-করঙ্গ সম্বল করিয়া, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে ? তিনি প্রেম-বিহ্বলতায় উপবাস করিলে, কে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইতেছে ? ঝড়বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিতেছেন ? এই সকল ভাবিয়া প্রভুর ভক্তেরা শ্রীনবদ্বীপে একপ্রকার উন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে তাঁহারা প্রেমভক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোর বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রীও জগতে আর নাই। যেমন সুবর্ণ উত্তাপে পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ঘোর বিয়োগানলে ক্রমে নির্ম্মল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। উহা মলিন হইলে, সেই আনন্দ-লহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহা দ্বারা আনন্দ খেলিতে পারে না। বিয়োগানল, যোগ-প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বারা আত্মার মলিনতা দূরীকৃত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি আনন্দের উদয় হয়। সুতরাং ঘোর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আসিয়া থাকে। এই গেল শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য রঙ্গ। তাই লোকে বলে, 'যতটুকু কাঁদিবে, ততটুকু হাসিবে'। অতএব যাঁহারা কথঞ্চিত নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই। এই যে শ্রীনবদ্বপবাসীরা ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহারা আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন।

তবুও কেহ কেহ গৌরশূন্য নদীয়ায় আর বাস করিতে পারিলেন না। প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন। গদাধর গৌর-মুখ না দেখিলে একদণ্ড বাঁচেন না। কিন্তু তিনি অতি নবীন, কোন সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, গদাধর বিরহ-জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে সেই মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরির দশাও ঠিক সেইরূপ। তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখ না দেখিলে এক তিল বাঁচেন না। এই কারণে উভয়ে পরম সম্প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে ঈর্ষা-ভাব নাই; তাই নরহরি ও গদাধর একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী-ভক্ত প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইতেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই। এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যিনি গৃহী, তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তাঁহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন, কোন আপত্তি নাই। আবার যিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কঠোররূপে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের সর্ব্বপ্রধান পুরুষার্থ। এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রীগদাধর, শ্রীভগবান প্রভৃতি জনকয়েক নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীভগবান আচার্য্যকে পাঠক চিনেন না। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে, যথা—

"ন্যায় আচার্য্য একজন ভগবান নামে। যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে॥
প্রভু সঙ্গে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে। গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে॥"

সেখানে যাইয়া তাঁহারা শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন; আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন সেখানে প্রতীক্ষা করেন। কাজেই তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে প্রভুর প্রতিক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারা অবশ্য কতকটা শান্ত হইলেন; কিন্তু যাঁহারা নদীয়ায় রহিলেন, তাঁহারা নিরাশ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। "আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহার নদীয়া মনে আছে?"—এইরূপ দুর্ভাবনায় মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন। কিন্তু দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রবল আশাও ছিল যে, প্রভুকে আবার দেখিবেন; তাই জীবিত রহিলেন। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন। যথা—"কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর।"ধ্রু। আর ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা বাসুঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির বলিবার আর কিছু তিনি রাখিয়া যান নাই। যথা পদ—

"গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব। সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুঘোষ বলিতেছেন, "একে তিনি অদর্শন হইয়া ভক্তগণকে 'ধনে প্রাণে' মারিয়া গিয়াছেন। আমার তিনি ভিন্ন আমাদের ন্যায় পতিতগণকে কে আর দয়া করিবে? কে আর চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিবে? এইরূপ যখন নদীয়াবাসীর অবস্থা, তখনই সংবাদ আসিল প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন। তখন সকলে তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, এবং সকলে এক-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—তাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে যাইবেন। রথযাত্রাও নিকটে। যদিও নবদ্বীপ হইতে নীলাচল বহুদূরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্য পথ বন্ধ ছিল, এখন তাহাও নাই। যখন সকলেই নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন প্রধান উদ্যোগিগণ ভাবিলেন যে, এ সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন ভক্তগণকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ ব্যস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের মনের ভাব ঐ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া, আনন্দে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তথনই নৃত্য আরম্ভ হইল। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির সীমা ছিল না। তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। তিন দিবস পরে সকলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, তাঁহারা শ্রীশচীমাতার পদধূলি লইয়া নীলাচলে যাইবেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভক্তগণকে লইয়া প্রভুর আলয়ে আসিলেন, এবং সেখানেও আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। যদিও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পত্তিহীন, তবুও তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। প্রভু যাইবার সময় শচীমাতাকে বলিয়া গিয়াছিলেন,—"তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদায় ভার আমার উপর রহিল।" প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার অসংখ্য ভক্ত তাঁহার আলয়ে ভারে-ভারে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু যে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অভাব দূর হইল তাহা নহে, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যে বহুতর লোক প্রভুর-স্থান দর্শন করিতে আসিতেন তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন। প্রভুর বাড়ীতে মহোৎসব আরম্ভ হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ ভক্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া প্রভুর বাড়ীতে জুটিতে লাগিলেন। কাচনাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন; কুলীনগ্রাম হইতে গুণরাজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরির জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ, সুলোচনা প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপে কেবল যে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন তাহা নহে; যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে চলিলেন। যথা, বাসুদেব দত্ত (মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ও শঙ্কর (দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। দামোদর পণ্ডিতেরা পঞ্চভ্রাতা,—সকলেই উদাসীন, পরম পণ্ডিত ও শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা প্রভুর নিকট চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া চলিলেন। আর যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চবিংশতি দিনের পথে যাওয়া-আসার ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। হরিদাস মুসলমান। নীলাচলে মুসলমানদিগের যাইবার অধিকার ছিল না, এবং সেইজন্য প্রভুর সহিত তিনি নীলাচলে যাইতে পারেন নাই। এখন শুনিলেন যে, মহারাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে চলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন শ্রীপ্রভুর নিমিত্ত কে কি লইবেন, তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। প্রভুর জন্য এমন প্রিয়দ্রব্য লওয়া চাই, যাহা এক মাসেও নষ্ট না হয়। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াও মহানন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি শ্রীবাসের হস্তে ন্যস্ত হইল। শচী তাঁহার নিমাইকে বলিবার যে কথা,—সে এক কথা বই নয়,—তাহা শ্রীবাসকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই—"একবার যেন তিনি দেখা দিয়া যান।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারও ঐ এক কথা, সুতরাং প্রভুকে তাঁহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেমন সুবিধা ছিল না, সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না।

নীলাচলে রথ উপলক্ষ্যে পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি দুর্গম, এবং হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হওয়ায় উহা কখন-কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ নীলাচলের রথযাত্রা প্রভু কর্ত্তৃক অধিক খ্যাতাপন্ন হয়। তাহার পূর্ব্বে উহার এত গৌরব ছিল না, বেশী লোকও যাইত না।—এই প্রথমে গৌড়দেশ হইতে প্রায় দুইশত প্রভুর ভক্ত নীলাচলে রথ অধিকার করিতে চলিলেন। তাঁহাদের সুবিধা এই ছিল যে, উপবাসে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। কোন কোন দেবস্থানে সকলেই অন্ন পাইতেন। বাড়ী হইতে চিপিটক, জলপাত্র, কম্বল কিছু স্বর্ণ ও এক বোঝা কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে দিয়া তখনকার যাত্রীরা গমন করিতেন। গৌর-ভক্তগণের আর একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খোল করতাল মাদল ও মন্দিরা—অবশ্য সঙ্গে চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা-বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আমাদের প্রভুর কাণ্ড শুনুন। স্নান-যাত্রার তিন দিন থাকিতে মহারাজা প্রতাপরুদ্র পুরীধামে আসিলেন। এই সমস্ত উৎসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

বড় জাঁকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত আয়োজন আরো অধিক হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেব অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন ও নূতন বস্ত্র পরিলেন। স্নান যাত্রার পর ১৫ দিন তিনি জীবকে দর্শন দেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিত্যনিয়মানুসারে ঠাকুর-দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন,—শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ! তিনি অমনি বসিয়া পড়িলেন, এবং অতি দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। তিনি কেন কান্দিতেছেন, ভক্তগণ তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। শুধু প্রভুর রোদন দেখিয়া, সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচলে বাস অসহনীয় হইল। তিনি জগন্নাথশূন্য-পুরীতে থাকিতে না পারিয়া, মন্দির-দ্বার হইতে অমনি আলালনাথের দিকে ছুটিলেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ পুরা-গোঁসাই তাঁহাকে অগ্রে দিয়াছেন। প্রভু তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও প্রভুর প্রাণ; দুই বৎসর পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিবেন। তাঁহার তনুখানি প্রেমে গড়া। তিনি যে এখন তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থান করেন, এ তাঁহার কি ভঙ্গী? যান কেন, তাহা বিচার করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথা। শ্রীজগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে,—ভাল। কিন্তু জগন্নাথ ত ভিতরেই আছেন, না হয় ১৫ দিন শ্রীমুখ নাই দেখা হইল? শাস্ত্রে বলে, স্ত্রী-পুরুষে যে মধুর-প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর নাই। পতি যদি বহির্ব্বাটিতে থাকেন, তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, দুই চারি দিন তাঁহাকে না দেখিয়া, কবে, কোন সতী-নারী, কোথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অতএব প্রভুর যে কৃষ্ণ-প্রেম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা স্ত্রী-পুরুষের প্রেম হইতেও গাঢ়। অর্থাৎ ইহা রাধার-প্রেম, ইহা এ জগতে সম্ভবে না,—ইহা কেবল স্বয়ং রাধা, কি স্বয়ং কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন।

প্রভুর অদ্ভুত দর্শনভঙ্গী এখানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবশ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিতরূপ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গীর দ্বারা জানা যাইবে যে, তিনি কিরূপ প্রকাণ্ড বস্তু, এবং কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। যদি শুধু অলৌকিক কার্য্যের দ্বারা,—যেমন আম্র-বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া,—প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন, তবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা, কি ভাল লোকেরা, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ, তিনি তাঁহার গুণে লোককে মোহিত করিতেন। লোকে বুঝিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে গুণ, তাহা জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু অলৌকিক দেখাইয়া লোককে স্তম্ভিত করিতেন না,—গুণ দেখাইয়া লোকের মন-প্রাণ হরণ করিতেন।

প্রভু প্রত্যুষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নাথ- দর্শনে গেলেন ; ভিতরে যাইবেন না, বাহির হইতে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন করিয়া, দর্শন করিতেছেন। দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে সুখকর কিছু দেখিতে পাইবেন না, বরং হাস্য-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকে যদি কোন ঠাকুরের মূর্ত্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রভু,—শ্রীজগন্নাথের সাধারণের নিকট সেই হাস্য-উদ্দীপক মুখ দর্শনমাত্র,—আনন্দে বিহ্বল হইলেন। প্রভু নিমিষহারা হইয়া শ্রীবদন দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে নয়নতারা ফুটিয়া জল আসিল, ও ধারার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশংকর সরকার

সৃষ্টি হইল। সে ধারার বিরাম নাই। এ ধারা অঙ্গ বহিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত আসিল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর নয়ন-জল জমিতে লাগিল, ক্রমে স্রোতের সৃষ্টি হইল এবং সেই স্রোত যাইয়া সন্নিকটস্থ গর্ত্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রভুর চতুর্দ্দিকে বহু লোক আছেন কিন্তু প্রভুর নয়ন-ভৃঙ্গ নিমিশহারা হইয়া জগন্নাথের মুখ-পদ্মের উপরই অর্পিত আছে। মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, আর কবাট বন্ধ হইতেছে। তখন প্রভু দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষণ্ণ মনে সেখানে বসিয়া পড়িতেছেন; এবং নখ দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি আঁকিয়া, তাহাই দর্শন করিতেছেন। কিন্তু নয়ন-জলে সেই নখাঙ্কিত মূর্ত্তি ধুইয়া যাইতেছে, প্রভু আবার আঁকিতেছেন। এমন সময় কপাট খোলা হইল। অমনি প্রভু উঠিয়া আবার আনন্দে দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দুই প্রহর গেল। প্রভু এই দুই-প্রহর কি দেখিলেন,—না, জগন্নাথের মুখখানি, সে কিরূপ, তাহা আপনারা জানেন। কিন্তু তখন প্রভুর বদন পানে চাহিলে, দেখিবে আনন্দে উহা টলমল করিতেছে, যেন কেহ বিদ্যুৎ বাটিয়া তাঁহার বদনে মাখাইয়াছেন। প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম নাই, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা সুশোভিত হইতেছে। প্রভু এইরূপে প্রত্যহ জগন্নাথের আপাত-দৃষ্টি-কুৎসিৎ মুখ দেখিতে যান, আর প্রত্যহ দুই-প্রহর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করেন। হে কৃপাময় পাঠক! আপনি কি ইহা পারেন? কিন্তু প্রভু আমার অষ্টাদশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিয়াছিলেন! তবু তাঁহার দর্শন-লালসা মিটে নাই। প্রভুর দর্শন-সুখ কত তাহা পরিমান করিবার যন্ত্র আমাদের নাই। তবে তাঁহার শ্রীমুখের দুই একটী কথায় উহা কতক বুঝা যাইবে। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, প্রভুকে বাড়ী আনিতে হইবে; কিন্তু প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিষহারা হইয়া দর্শন করিতেছেন, তিনি আসিবেন কেন? স্বরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "প্রভু বাড়ী চল," "প্রভু বেলা গেল," "প্রভু আমাদের ক্ষুধা হইতেছে।" কিন্তু যেমন গো-বৎস মাতৃ-স্তন মুখে করিয়া দুগ্ধ পান করিবার সময় উহা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, প্রভুও সেইরূপ দর্শন-সুখ ফেলিয়া আসিবেন না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে, বলিলেন, "স্বরূপ! আর একটু দর্শন করি," "স্বরূপ! আজ ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারি নাই," "স্বরূপ! আমি ত এই মাত্র আসিলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও," "স্বরূপ! আমি যাইব না, আমি স্নানাহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়া যাও," "স্বরূপ! তোমাকে মিনতি করি," "স্বরূপ! আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও।" প্রভু এইরূপ নানা ছল করিতে লাগিলেন। দুই প্রহর দেখিতেছেন, প্রত্যহ দেখিতেছেন, তবুও প্রভুকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বনাশ! প্রভু যখন দেখিলেন যে, স্বরূপ আর ছাড়েন না, তখন স্বরূপের দুটি হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন।

প্রভু দর্শন করিতেছেন, স্বরূপ কাছে দাঁড়াইয়া। প্রভু মৃদুস্বরে কি বলিতেছেন। স্বরূপ বুঝিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন! ব্যাপার এই যে, তখন প্রভু দেখিতেছেন কাহাকে? না,—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,—স্বয়ং তাঁহাকে; আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, আর সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন। প্রভু মৃদুস্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু! আমি তোমাকে ফেলিয়া অন্য গৃহে যাইব না। বন্ধু আমার ভয় কি? তোমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব?" যিনি এইরূপ কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তিনি স্বরূপের কথায় বাসায় যাইবেন কেন? প্রভু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪।৭৮

ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর সেই শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চদশ দিবস সে সুখে বঞ্চিত হইয়া কেন অধীর না হইবেন?

প্রভুর দর্শন-সুখ কত, তাহার পরিমাণ, ভক্তগণকে ফেলিয়া আলালনাথের প্রস্থানরূপ অদ্ভুত ঘটনার দ্বারা জানা যাইবে। নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত ও ব্যথিত হইলেন। সার্ব্বভৌম স্বয়ং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রভুকে আনিতে আলালনাথে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভুকে সচেতন করা হইল; কিন্তু তবু পুরীতে দর্শন-সুখ নাই বলিয়া, প্রভু সেখানে আসিতে চাহিলেন না। তখন সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসীদিগের কথা উঠাইলেন; বলিলেন "অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া যদি দেখেন যে তুমি সেখানে নাই, তবে তদ্দণ্ডে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন।" পরিশেষে প্রভু সম্পূর্ণরূপে চেতন পাইয়া পুরীতে আসিলেন, এবং ভক্তগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"কত দিনে হেরব গোরাচান্দের মুখ। কবে মোর মনের মিটিবে সব দুখ॥
কত দিনে গোরা-পঁহু করবহি কোর। কতদিনে সদয় হইবে বিধি মোর॥
কত দিনে শ্রবণের হইবে শুভদিন। চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশিদিন॥
বাসু ঘোষ কহে গোরা-গুণ সোঙরিয়া। ঝরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া॥"

ভবানন্দের পুত্র ও রামানন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন আপনাকে, আপনার পঞ্চপুত্রকে ও আপনার সমুদায় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন; আর বলেন যে, "বাণীনাথ তোমার নিকট থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।" কিন্তু প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির কি প্রয়োজন? সুতরাং রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য্য কিম্বা বাণীনাথের সেবা, প্রভুর বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর নিকট আসিতেছেন। এই দুইশত ভক্ত একপ্রকার প্রভুর অতিথি। তাঁহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে হইবে। বাণীনাথ এই সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু আজ্ঞা করেন না। কিন্তু স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন জানেন, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় বাণীনাথ তাঁহাদের নিকট জানিতে পারেন। ভক্তগণের জন্য বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের মালা প্রভৃতি এবং বাসার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ আসিতেছেন, একথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে প্রভুর ভক্তের মিলন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আগতপ্রায় শুনিয়া পুরীবাসীরা অনেকে ধাইলেন। এদিকে সার্ব্বভৌম দ্রুতগতিতে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ঠাকুর-দর্শন করিতে পারেন, ও বাসা পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।" রাজা এই কথা শুনিয়া, সহর্ষে কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্র কে ডাকাইয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহারাও সেই আদেশ পালন করিতে চলিলেন। এদিকে মহারাজা সার্ব্বভৌমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন স্বচ্ছন্দে দেখিবার জন্য একটি অট্টালিকা বাছিয়া লইলেন। তখন রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, প্রভুর সকল ভক্তকে আমায় চিনাইয়া দিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে ডাকিয়া সে বন্দোবস্ত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে ভক্তগণ ক্ষুৎপিপাসা অনিদ্রা রৌদ্রতাপ প্রভৃতি ক্লেশ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবার আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। যতই তাঁহারা প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই আনন্দে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। ক্রমশ নগরের প্রান্তভাগে, নরেন্দ্রসরোবরের তীরে আসিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যহারা হইলেন, এবং "প্রভু, প্রভু" বলিয়া আনন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গে খোল ও মাদল যেন আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণও আবিষ্ট চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই দুই শত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত গাহিতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে বলি, "এটি বিদেশ, এখানে তোমরা কখনও এস নাই, এবং কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত, তোমাদের ভজন-পদ্ধতি নূতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমাদের ভজন কিরূপ, না মাতাল বা পাগলের মত নৃত্য গীত করা। যেমন সুরাভিভূত ব্যক্তির কাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোক হাস্য করে, তোমাদের কাণ্ড দেখিলেও সেইরূপ বহিরঙ্গ লোক হাস্য করিতে পারে। ভদ্রলোকে, শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন বলিতে বুঝেন যে, চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু পায়ে নূপুর পরিয়া, হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া ও চীৎকার করিয়া গীত গাইয়া ভজন করিতে থাকিলে, ভব্যলোক কিরূপে সহিবে? তোমরা সেই জন্য অপরিচিত স্থানে, পায়ে নূপুর পরিয়া, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে যে গমন কর, তোমাদের সাহস কি?" কিন্তু আমার প্রভুর ভক্তগণের আবার ভয় কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বাহ্যাপেক্ষা নাই। যাহারা সামান্য মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা থাকে না। যাঁহারা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের লজ্জা কেন থাকিবে? তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীত বাদ্য হুঙ্কার বিশালগর্জ্জন ও হরিধ্বনি শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা। কীর্ত্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, তখন নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। প্রথমে, প্রভুর নীলাচলের ভক্তগণ নদীয়ার ভক্তদিগের আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন; শেষে বাল বৃদ্ধ যুবা —কি ভক্ত কি অভক্ত—সকলেই এই কীর্ত্তন দেখিতে ছুটিলেন। নীলাচলে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই মহারোল রাজার কর্ণে পৌঁছিল। তিনি সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্বনির্ণীত ছাদের উপর উঠিলেন। তখন নীলাচলবাসী দেখিলেন যে, প্রায় দুইশত লোক নৃত্য গীত ও বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ভদ্রলোক। বৃদ্ধ ও যুবা একত্র হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন। ইহা দেখিলে হাসি পাইবার কথা। বিশেষতঃ এরূপ কাণ্ড দেখিলে, ইতর লোকে হাস্য করে, ঢিল মারে, নানা উৎপাৎ করে। কিন্তু এখানে সেরূপ কিছু হইল না। ভক্তগণ পরম-ধন হারাইয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে পাইবার জন্য আসিতেছেন; কাজেই তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহাদের আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। বাষ্পীয় যান হওয়াতে তীর্থ-দর্শন-সুখ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাঁহারা কায়িক-শ্রম করিয়া, অনাহারে, নানা বিপদ আপদ লইয়া, তীর্থ-দর্শন করিতে যান, তাঁহারা—যতই শ্রীমুখ-সন্নিকট হয়েন,—ততই চঞ্চল হন, ও আনন্দ প্রকাশ ও রঙ্গ করেন। ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাঁটিয়া, প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া, আহ্লাদে পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। ইহাদের আগমন দর্শন করিয়া রাজা ও সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন। সার্ব্বভৌম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মনের ভাব শ্লোকরূপে ব্যক্ত করিলেন। সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠক ব্যাপার কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা,—

আনন্দহুঙ্কারগম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিতাশ্রুবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধুশ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি॥"

ভক্তগণ আসিতেছেন; মহারাজা, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া, প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া, ইহা দর্শন করিতেছেন। রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, পরে সঙ্গীতের স্বর শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত বিস্তর শুনিয়াছি। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! কথা একটিও বুঝিতেছি না, কেবল স্বর শুনিয়া মন প্রাণ এলাইয়া যাইতেছে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্বর শুনিয়াই এই; ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না জানি কি হয়!" রাজা বলিলেন, "শুধু স্বরেই আমার প্রাণ অস্থির হইল। ভট্টাচার্য্য! ইহা কোথা হইতে আসিল?" গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ইহা শ্রীভগবান্, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি। পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগূঢ়-রস প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই কীর্ত্তন-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন!" রাজা বলিলেন, "এরূপ কীর্ত্তন, নৃত্য ও প্রেমভাব আর কখনও দেখি নাই। আর হরিধ্বনিতে যে এত মাধুর্য্য আছে, ইহাও পূর্ব্বে জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য! এই যে বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন, ইঁহাদের তেজ যেন কোটী সূর্য্যের ন্যায়। বৈষ্ণবের এত তেজ হইতে পারে, ইহা কখন জানিতাম না। ইঁহারা সকলেই কি প্রভুর গণ?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "হাঁ! ইঁহারা আর কিছুই জানেন না; ইঁহাদের ধ্যান জ্ঞান প্রান, প্রাণের প্রাণ, আমাদের প্রভু।" রাজা তখন ভাবিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ হইবার ভাগ্য তাঁহার কি কখন হইবে?

শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা বিবেচনা করুন। এই ভক্তগণ, যিনি যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস করিয়াছেন, সেই স্থান অদ্যাপিও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। খড়দহ শান্তিপুর শ্রীখণ্ড ইত্যাদি অনেক স্থানেই সম্পন্নশালী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে ইহাও জানিবেন যে, এই সকল স্থানে সেই সকল ভক্তের শক্তির পরিচয় এখনও রহিয়াছে। ইঁহাদের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইঁহারা সকলেই পতিতপাবন ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন। সেরূপ শক্তিশালী লোক এখন আর একটিও জন্মে না। ইঁহারা সকলেই আমাদের প্রভুর সৃষ্ট, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রভূত বস্তু, তাহা অনুভূত হইবে।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কলিযুগে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কেবল ধর্ম্ম, ইহা-শাস্ত্রের বচন। আমার শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

রাজা বলিলেন, "প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা আমি মনে প্রাণে জানিয়াছি। শাস্ত্রেও প্রভুর ভগবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, বহুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করেন?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "শ্রীভগবান্ না জানাইলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাকে কখনই জানিতে পারিবেন না। এমন কি, ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ, আমি প্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই, বলিয়া তাঁহাকে অবহেলা করি। শেষে যখন কৃপা করিলেন, তখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীস্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আসিলেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতেছেন, ওদিকে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন, আর রাজা পার্ষদগণসহ ছাদের উপর হইতে দর্শন করিতেছেন। স্বরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজা অমনি ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইনি স্বরূপ দামোদর; প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত।" ক্রমে স্বরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি হইল, ও সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের গলে মালা পরাইলেন, আর শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর আদর পাইয়া বিবশীকৃত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মালা পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন কাহারও আর কথা কহিবার অবকাশ নাই, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত। স্বরূপ তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

রাজা ভাবিয়াছিলেন, ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির প্রণাম ও দর্শন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা পঁচিশ দিনের পথ হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, শ্রীমন্দিরকে প্রণাম এবং শ্রীমূর্ত্তি লক্ষ্য না করিয়া, অন্যপথে চলিলেন দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! এ কিরূপ কার্য্য হইল? শ্রীজগন্নাথ যদিও এখন গুপ্তভাবে আছেন, তবুও তাঁহার মন্দির কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ যে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন, ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রেমের তরঙ্গ বিধির বাঁধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শনে তাঁহারা সুখ পাইবেন কেন? আর এরূপ অবস্থায় দর্শনে অপরাধও হইতে পারে। তাই আগে প্রভুকে দর্শন করিয়া, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, সকলে মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন।"

এমন সময় রাজা দেখিলেন যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ, বহুতর ভৃত্যের দ্বারা মহাপ্রসাদ বহাইয়া, দ্রুতগতিতে প্রভুর আলয়ের দিকে যাইতেছেন। রাজা ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত মহাপ্রসাদ কোথা যাইতেছে?" তিনি বলিলেন, "ইহা যে ক্ষুধিত ও পথশ্রান্ত প্রভুর ভক্তগণের নিমিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। বাণীনাথ, ভবানন্দের ও রামানন্দের আজ্ঞাক্রমে, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।" রাজা ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সত্যই কি মহাপ্রসাদ ভক্তগণের নিমিত্ত যাইতেছে? লোক তীর্থস্থানে আগমন করিয়া ক্ষৌর করেও উপবাস করে। আর ইঁহারা তীর্থে আগমন মাত্রেই মহাপ্রসাদ-সেবা করিতে বসিবেন! ভট্টাচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রেমের ধর্ম্মে বিধি নাই। অবশ্য শাস্ত্রের আজ্ঞা উপবাস। কিন্তু ভক্তগণ শাস্ত্রে যে পরোক্ষ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করিবার জন্য, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিবেন? বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ ভুঞ্জাইবেন; তিনি সম্মুখে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন। এতটী শুভ পরিত্যাগ করিয়া কোন ছার শাস্ত্রের বিধি পালন করিবে? তাহার পরে যেখানে মহাপ্রসাদ সেখানে উপবাস হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No..........
Shri Shri ... mayee Ashram

পায়ে না। প্রভু যখন আমাকে কৃপা করেন, তাহার পূর্ব্বে আমার মনের জড়তা ভঙ্গ করেন। অতি প্রত্যুষে আমি নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় প্রভু আসিয়া আমার হস্তে মহাপ্রসাদ দিয়া আহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখনই আমি বুঝিলাম যে, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাস বিধির বাধ্য নহে।” রাজা যাহা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, সমুদায় তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইতেছে। এই সমুদায় শাস্ত্রকথা একটু ভাবিয়া পরে তিনি বলিলেন “ভট্টাচার্য্য! এই যে মহাপ্রভুর তেজস্বী ভক্তগণ যাইতেছেন, আমাকে ইঁহাদের পরিচয় করিয়া দাও।” তখন সার্ব্বভৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভাই! আমি ইঁহাদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজকে আমার প্রভুর ভক্তগণকে চিনাইয়া দাও,—আমাকেও বটে।” রাজা তখন গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাঁহাকে মালা দেওয়া হইল, সেই বড় তেজস্বী মহাজনটি কে? গোপীনাথ বলিলেন, “ইঁনি বৈষ্ণবগণের রাজা; উঁহার খ্যাতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। ইঁনি মহাপ্রভুর একস্কন্ধ। আর এক স্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি এখানে পূর্ব্ব হইতেই আছেন।” তারপর গোপীনাথ বলিতেছেন, “শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পশ্চাৎ যিনি যাইতেছেন, তিনি শ্রীবাস। তাঁহার পার্শ্বে আচার্য্যরত্ন।” গোপীনাথ এইরূপে বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ মাধব এবং বাসু তিনভাই, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, কুলিনগ্রামের সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, চিরঞ্জীব, সুলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় ক্রমে দিলেন। রাজা যদিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই তবু তাঁহার প্রত্যেক লোম-কূপে প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন। তখন তাঁহার প্রভুর কথা ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাঁহার নিজ গণ। সুতরাং তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁহার কাছে বড় মিষ্ট লাগিতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ রাজার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তিনি অট্টালিকা হইতে নামিয়া; কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটি কয়েক আজ্ঞা করিলেন। ইঁহারা শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা, এক প্রকার পুরীনগরের কর্ত্তাও বটে। রাজা বলিলেন, "গৌড় দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাসা করিয়া দিতে হইবে। আর দেখিও যেন তাঁহার দর্শনের কোন ক্লেশ না হয়।" রাজা ভাবিলেন, প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন নাই; কিন্তু এখন তাঁহার দুইশত নিজ-জন আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন এক প্রকার ভারী-সংসারী। ইহাই ভাবিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা যাইয়া সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে। তিনি শ্রীমুখে কিছু বলিবেন না, কিন্তু তাঁহার মন বুঝিয়া সমুদায় কার্য্য করিবে।" তাঁহারা এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর নিকটে চলিলেন। তখন রাজা, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া প্রভু ও ভক্তে মিলন দেখ। আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পারিব না।" তখন সার্ব্বভৌম ও আচার্য্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায় চলিলেন।

এদিকে, ভক্তগণ যখন স্বরূপ ও গোবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্দির দক্ষিণে রাখিয়া প্রভুর বাসাপথে চলিলেন, প্রভুও তখন গণসহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নদীয়াবাসী প্রিয়ভক্তগণকে আদর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। প্রভু ও ভক্তগণে নয়নে নয়নে মিলন হইল। তখন ভক্তগণ ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই; কিন্তু তিনিও তখন তাহা ভুলিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভুর বদন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে, পদ্মলোচনে জল আসিতেছে, কিন্তু তিনি সময় বুঝিয়া অতি কষ্টে উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবারণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের পশ্চাতে তাঁহার খেলার সাথী ও গুরুজন, সতৃষ্ণ সজল ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। প্রভু তখন ব্যগ্র হইয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না; কারণ প্রভু তখন প্রত্যেক ভক্তকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যাঁহাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার পথ শ্রান্তি ও মনের দুঃখ দূর এবং অঙ্গ সুশীতল হইতেছে। তাহার পর, প্রভু অতি সমাদরে ভক্তগণকে তাঁহার আলয়ে লইয়া চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে বসাইয়া আপনিও বসিলেন। তখন সকলের হৃদয়বেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল পলক-হারা হইয়া প্রভুর সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রবদনখানি দেখিতে লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কাশীমিশ্রের আলয়ের স্থান অতি অল্প, সেখানে এত ভক্তের স্থান কখনও হইত না। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তির দ্বারা সেই আলয়ে সমস্ত ভক্তের স্থান দিয়াছিলেন। ভক্তগণ বসিলে, প্রভু স্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। না করিবেন কেন? ভক্তগণ যে তখন শ্রীভগবানের অতিথি। তিনি তখন অতি দীনভাবে আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। তৎপরে, প্রভু বিনয়নম্রভাবে, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের দর্শনে পূর্ণ হইলাম।" শ্রীঅদ্বৈতও সেইভাবে বিভোর হইয়া উত্তর করিলেন, "শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অতএব তিনি চিরদিনই পূর্ণ। তত্রাচ ভক্তসঙ্গে যে তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

তৎপরে প্রভু বাসুদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাদা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু বাসুদেব যে কি বস্তু তাহা জানেন। এই যে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অনেকে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন। এমন কি, প্রভুর সহিত অনেকের আলাপ পরিচয়ও নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতে প্রভুর কোন বাধা হইতেছে না। তিনি এই সব নূতন ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন ও যে যেরূপ প্রকৃতির লোক তাহার সহিত সেইভাবে আলাপ করিতেছেন। যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

"যারে যারে পূর্ব্বে নাহি দেখে গৌরহরি। আপনে সম্ভাসে প্রভু তার নাম ধরি॥
এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্রবদনে। নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যাঁরে নাহি চিনে॥"

মুকুন্দের দাদা বাসুদেবকে প্রভু পূর্ব্বে দেখেন নাই কিন্তু তবু তাঁহার সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে অধিক সুখকর হইতেছ।" তখন সর্ব্ব-জীবে-দয়াল বাসুদেব অতি দীনভাবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে গদগদ হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "তোমার চরণ-প্রাপ্তিকে বলে পুনর্জন্ম। মুকুন্দ শ্রীপাদপদ্ম পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, আমি অদ্য পাইলাম। অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ মুকুন্দ তোমার কৃপাপাত্র, সুতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের পূজ্য" তৎপরে প্রভু বাসুদেবকে বলিলেন, "দক্ষিণ হইতে আমি দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ, "কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা" আনিয়াছি; উহা লেখাইয়া লইও।" এই দুই খানি পুস্তক এখন গৌড়-মণ্ডলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানি লীলা-শুক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সৃষ্টি। এই গ্রন্থখানি প্রেমোন্মাদ অবস্থায় লেখা। যিনি গৌর-লীলার মধুপান করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থখানি জগতে গুপ্ত ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

জীবন-প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া, করুণস্বরে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাদের চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রীত আছি।" এই যে প্রভু শ্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক বা অত্যুক্তি নহে। প্রভু যত লীলা নিজ বাটিতে করেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী শ্রীবাসের বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর এই উক্তিতে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এরূপ আজ্ঞা কখন করিবেন না। আমরা চারি ভাই আপনার চরণে বিক্রীত · শ্রীবাসের একথাও ঠিক, কারণ এ জগতে কে না শুনিয়াছে, 'শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরারায়।' প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি বেশ জানি, আমার উপর তোমার চিরদিন বড় টান।" প্রভু এ কথাও শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিলাম, তুই আবার সেই গৌরকে কাল করিলি?" প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ কেবল যে সকলের পাথেয় দিতেন তাহা নহে, যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। এ কথা বলিলেই হইত যে, "আমি প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব"; অমনি শিবানন্দ তাহার পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, "শিবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান" তাহা ঠিক। প্রভু এই কথা বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদগদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া, এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথা—

"নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবানন্তশ্চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দায়ায়াঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর, দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভাই। ইহাঁরা সর্ব্বসমেত পঞ্চভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি মর্ম্মী-ভক্ত। দামোদর বরাবরই প্রভুর সঙ্গে আছেন; সর্ব্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আসিলেন। শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু স্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দামোদরের প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু শঙ্করের উপর আমার"—ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদরের পানে চাহিয়া, তাঁহার ভয়ে বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "প্রভু চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ শঙ্করের গুণানুবাদ আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং বড় সুখের বিষয়ই হইবে।" তখন প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, শঙ্করের উপর আমার যে বিশুদ্ধ প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধও নাই। তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও।" দামোদর বলিলেন, "আমরা সকল ভ্রাতাই আপনার নিকট চির-বিক্রীত। তবে শঙ্কর অদ্য আমার বড় ভাই হইলেন।" প্রভু তখন স্বরূপকে আবার বলিলেন, "শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম।" আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ন করিয়া পালন করিও, যেন কোন দুঃখ না পায়।"

তৎপরে প্রভু ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। পরে বলিলেন, "মুরারি! মুরারি কোথায়?" এখন মুরারির কাহিনী শুনুন। মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, আর উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভক্তগণ! আমি পামর ও দুঃখী, আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এতদূর যে আসিয়াছি, ইহা কেবল আপনাদের কৃপায়।" প্রভু যখন মুরারিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজিতে লাগিলেন, তখন কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে আনিতে গেলেন। তাঁহারা মুরারির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তখন মুরারি কষ্টে শ্রষ্টে উঠিয়া দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া, আর দুই গুচ্ছ দুই হাতে লইয়া, দীনাতিদীন হইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দেখিবামাত্র সহর্ষে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইলে, মুরারি করজোড়ে অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু অবশ্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বলপূর্ব্বক মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের কাছে বসাইলেন; এবং তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মুরারি! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য আমি সহিতে পারি না।"* যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যে—

"প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রোদনং চ মহত্তরং।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ॥"

পানিহাটিতে অদ্যাপি যে রাঘবের স্থানে মহোৎসব হইয়া থাকে, সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তুমি অতি ভাগ্যবান্।" রাঘব এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! হরিদাস কোথায়?" তখন আবার জন কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। যাইয়া দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যায় প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া

---

*'গোবিন্দের কড়চা' নামক গ্রন্থ অনুসারে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, মুরারি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বোধহয় তিনি যান নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীগণ অতি কাতর হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবতঃ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গোপীগণ তখন ভগবৎবিরহে বিভোর। তাঁহারা যাহা দেখিতেতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ভাবিতেছেন। এই বৃক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, "ইহারা নিতান্তই প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকে।" আবার তর্ক করিতেছেন, "যদি তাই হয়, তবে মস্তক উঠাইতেছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন?" তাহাতে গোপীগণ আপনা-আপনিই সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "এই বৃক্ষ-শাখাগুলি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, আশীর্ব্বাদ পায় নাই, তাই মস্তক উঠায় নাই, এবং আশীর্ব্বাদের আশায় ঐরূপ পড়িয়া আছে।" গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস তাহাই সফল করিলেন। মুরারি প্রভুর বাড়ীর নিকট পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হরিদাস দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীপ্রভুর ভক্তদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। হরিদাস ছিলেন দৈন্যের আদর্শ। তখন হরিদাসকে লইতে কয়েকজন ভক্ত আসিলেন; কিন্তু তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, "প্রভু তাঁহার নিজ কার্য্যে ঔদাস্য দেখান, তাহা তিনি করিয়াছেন। কিন্তু আমার ন্যায় অতি নীচ জাতির শ্রীমন্দিরের নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।" তাই—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার। মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ। তাহা পড়ি রহি একা এ কাল গোঙাঞ ॥"

প্রভু এই সংবাদ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন; দৈন্য দেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়া থাকেন; তাই নিজ মুখে শ্লোক বলিয়াছেন যে,—যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপযুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময় কাশী মিশ্র ও তুলসী পড়িছা আসিলেন, এবং প্রভুকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবগণের সৌন্দর্য্য ও প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন ; তাহার পর করজোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণবদিগের বাসস্থান ঠিক করিয়াছি ; এখন আদেশ পাইলে তাঁহাদিগকে লইয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিই।" এ বাসস্থান নির্ণয় প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে বাণীনাথ পূর্ব্বে করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাজা স্বয়ং এর ভার লওয়াতে, তাঁহার এই কার্য্য আর করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাও।" তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা যাইয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া ও মন্দিরের চুড়া দর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিবা।"

ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "আমার বাসার নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ওখানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "ঘর কি ছার বস্তু, আমরা আপনার, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন।" প্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। বাসা হইতে বহুদূর গমন করিয়া তাঁহাকে পাইলেন। দেখিলেন, হরিদাস রাজপথে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুকে দেখিয়া হরিদাস উঠিয়া চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। পরে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে পারিয়া, করজোড়ে পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, আমাকে ছুঁইবেন না, আমি অস্পৃশ্য পামর, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।" প্রভু, তখন গদগদ ভাবে বলিতেছেন, "আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করি।" যথা, চরিতামৃতে—

"প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব-তীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম-পাবন॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িলেন, যথা—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"*

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে ধরিয়া, ভক্তগণসহ আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে হরিদাসের জন্য যে বাসা স্থির করা হইয়াছে, তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস করিবে ও নাম-কীর্ত্তন করিবে। আমি প্রত্যহ আসিয়া তোমার সহিত মিলিব, আর তোমার নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসাদ আসিবে। মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও;" হরিদাসের মন্দিরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রভুও পোষকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, হরিদাস মুসলমান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় তাহার যাওয়া বহিরঙ্গ লোকের বিরক্তি হইতে পারে। প্রভু বলপূর্ব্বক কোন মত চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আসিলে, নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি—যাঁহারা নীলাচলে ছিলেন—আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহু প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইয়া, যাঁহার যে সম্পত্তি তাহা সেখানে রাখিয়া, সমুদ্র-স্নানে গমন করিলেন। পরে চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রভুর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার নদীয়ার সমুদায় খেলার সাথী উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আপনি পাতা পাতিতেছেন, আপনি সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হস্তে জল দিতে

* "যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান সে শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, যোগ করেন, তীর্থ-স্নান করেন. তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী) এবং বেদ অধ্যয়ন করেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যোগী হইলেন; শেষে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই বড় মহাশয়-লোক, বিশেষতঃ অতিথি-সৎকার করিতে খুব মজবুৎ। সে সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি খাইবেন তাহাও মনে থাকে না। তাই প্রত্যেক পাতে ২।৩ জনের অন্ন দিতে লাগিলেন। প্রভু এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্দে পাতে পাতে নানাবিধ সামগ্রী দিতেছেন। এমন সময় স্বরূপ বলিলেন, "প্রভু, দেখিতেছেন না, আপনি না বসিলে কেহ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। আপনি বসুন; আমরা পরিবেশন করিতেছি। আপনার সঙ্গী সমস্ত সন্ন্যাসীকে গোপীনাথ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও প্রসাদান্ন আনিয়াছেন। তাঁহারা আপনার ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিতেছেন।" তখন মহাপ্রভু, হরিদাসের জন্য গোবিন্দের দ্বারা মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া, আপনি শ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়া ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ ও দামোদর পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মহা প্রসাদ কখন অপবিত্র হইতে পারে না, প্রভু অগ্রে সার্ব্বভৌমকে এই শিক্ষা দেন। যিনি এই মহাপ্রসাদ আনিয়াছেন, ইনি কায়স্থ, রামানন্দের ভাই বাণীনাথ। আবার আনাইয়াছেন সেবকগণের দ্বারা। এখন যে নীলাচলের বাহির হইলে কেহ কেহ মহাপ্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র ভাবেন, সে কথা প্রভুর সম্মত নয়। যাহা শ্রীভগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে, উহা পরম পবিত্র বস্তু।

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া কিরূপে ভোজন করিতেন, তাহার কতক নিদর্শন, এখন বৈষ্ণবগণ যে মহোৎসব করেন, তাহাতে জানা যায়। এই 'ভোজনে ভজন' পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ফল কথা, যিনি প্রকৃত মহাপ্রভুর গণ, তিনি সকল কার্য্য ভক্তিরসে ডুবাইয়া লয়েন। প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন, সকলের গলায় ফুলের মালা পরাইলেন। তখন ভক্তগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় গমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ভক্তগণ খোল করতাল মাদল মৃদঙ্গ লইয়া প্রভুর বাসায় আসিলেন। রামানন্দ রায় বৈষ্ণবগণের অপরিচিত বলিয়া পূর্ব্বে আসেন নাই, এখন প্রভুর ন'দেবাসী নিজ-জনদিগের দর্শন করিতে আগমন করিলেন। রামানন্দ কায়স্থ, ধনী লোক, পরম বিষয়ীর ন্যায় আকার। তাঁহার সহিত প্রভুর গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। প্রভু তখন সকলকে লইয়া মন্দিরে গেলেন এবং ধূপ-আরতী দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন। প্রভু তখন ভক্তগণ লইয়া চারিটি সম্প্রদায় করিলেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুখানি খোল চারি জোড়া করতাল, ও একজন মূল-গায়ক দিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ে কর্ত্তা হইলেন নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অদ্বৈত, তৃতীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবাস, আর চতুর্থ সম্প্রদায়ের বক্রেশ্বর। এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিয়া সকলকে শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-স্বরূপ চন্দন ও মালা দিলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায় মন্দিরের চারিদিকে ভাগ করিয়া দিলেন এবং কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রভু খঞ্জনা-কৃতি ধরিয়া চারি সম্প্রদায়ের নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন এ-সম্প্রদায়ে, কখন ও-সম্প্রদায়ে, কখন-বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া,—রাসের রজনীতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ একবারে চারি সম্প্রদায়ে নাচিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, তিনি কি করিলেন তাহা তিনি জানেন; তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা দেখিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনন্দে ভক্তগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪|৭৮

উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ্য করিয়া, অদ্য আবার তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছেন—এই আনন্দ আর তাঁহাদের ধরিতেছে না। প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্ত্তনশক্তি দান করিতেছেন। প্রভু যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকেই গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙ্গন দ্বারা প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, "তুমি বেশ কীর্ত্তন করিতেছ, তোমাকে বলিহারি যাই, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে।" প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম-মঙ্গল কীর্ত্তনে নীলাচল টলমল করিয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্ত্তে নীলাচল অধিকার করিয়া লইলেন।

শ্রীকীর্ত্তন-মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পুরুষোত্তমের লোকেরা উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী নহেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন সেখানকার প্রায় সকলেরই এই অটল বিশ্বাস। কাজেই তিনি তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পান। যদি কেহ কখন পান, তবে দেখেন তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সেই প্রভু অদ্য নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা হয়? তাই পুরুষ ও নারীগণ বালকগণসহ চলিলেন। এমন কি স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র জ্ঞানহারা হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় কীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন। রাজা চলিলেন, কাজেই পাত্র মিত্র ভৃত্য প্রভৃতি সঙ্গে চলিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্ত্তনস্থান আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন-সুলভ করিয়া দিলেন।

সকলে দেখেন যে, প্রভু তিলার্দ্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন; আর প্রভু সোণার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবলিত দেহ, গলিত-বিমল-হেমোজ্জ্বল-তেজ দ্বারা মণ্ডিত হইয়া, নানা ভাবে তরঙ্গায়মান হইতেছে। প্রভুর নৃত্য অনেক ভক্তই বর্ণনা করিয়াছেন। এই নৃত্য দর্শনে সকলেই চঞ্চল হইতেন, আবার বহুতর লোক সংসার জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এই নৃত্য দেখিয়া সন্ন্যাসীগণের রাজা, প্রকাশনন্দ সরস্বতী, কুলশীল হারাইয়া প্রভুর চরণতলে আসিয়াছেন। পুরীবাসীরা ও স্বয়ং রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচকারীর ন্যায় জল নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকের লোকসমূহের স্নান করাইতেছে। প্রভু মন্দির ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কাজেই সকলে তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তনে মন নাই। প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যান, এই ভয়ে তিনি বাহু পসারিয়া, তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। নিমাই যখন সন্নাসী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন শচীমাতা নিমাইয়ের হাত দুখানি ধরিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাছা-আমার সন্ন্যাসী হইয়া চলিল। সে বালক, তাহার আর অভিভাবক কেহ নাই। তুমি ছোট ভাই ভাবিয়া তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। বিশেষতঃ নিমাই যখন মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, তখন তাহাকে ধরিও, যেন মাটিতে না পড়ে। নিতাই যতদূর সাধ্য তাহা পালন করিয়াছেন। প্রভুকে পড়-পড় দেখিলেই নিতাই দুই বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। কখন প্রভুকে পড়-পড় দেখিয়া আনন্দে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া "সামাল সামাল" বলিতেছেন। কখন বা "সামাল" বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া যাইতেছেন। যথা পদ—"নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।"

মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিয়া ও শুনিয়া আরও সংজ্ঞাহারা হইলেন। যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সংকীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার। প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীবক্রেশ্বর,—এই চারিজনকে প্রভু চারি সম্প্রদায়ে নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। এইরূপ কিছুকাল নৃত্যের পর সকলে ক্লান্ত হইলে, কীর্ত্তন বন্ধ হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ভক্তগণ সহ প্রভু বাসায় ফিরিলেন। যাইয়া দেখেন যে, মহারাজের আজ্ঞাক্রমে তুলসী পড়িছা ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তখন সকলে ভোজনে বসিলেন; ভোজনানন্দের পর সকলে নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন।

প্রত্যহই যে প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে ভক্তগণও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। প্রভু যাহা ভালবাসেন তাহাই তাঁহারা গৌড় হইতে আনিয়াছেন। প্রভু ভক্তগণ সহ এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব করিতে লাগিলেন। ক্রমে রথযাত্রার দিন সন্নিকট হইল। তখন প্রভু, তুলসী পড়িছা, কাশী মিশ্র ও সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া বলিলেন, রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্দির পরিস্কৃত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে। তাঁহারা এই সেবাটি তাঁহাকে দিউন। ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, এরূপ নীচ-সেবা প্রভুরপক্ষে শোভা পায় না। তবে যদি নিতান্তই তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তা'হলে তাঁহারা কাজেই সে আজ্ঞা পালন করিবেন। ইহাই বলিয়া বহুতর ঘটও সম্মার্জ্জনী মন্দিরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে প্রভু মহানন্দে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে করিতে তিন চারি শত ভক্তসহ মন্দিরে চলিলেন। প্রভু পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে হরি-মন্দির-মার্জ্জনরূপ লীলা একবার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে ভক্তিতে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রভু প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন, আর ভক্তগণ শ্রীকরস্পর্শে ভক্তগণ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া। ভক্ত সবে পরাইলা অতি প্রীত হইয়া॥
ঈশ্বর প্রসাদ-মাল্য দিলেন গলায়। আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য-কৃপায়॥
করতে শোধনী ভক্তগণ চারিদিকে। মত্তগজ-গতি প্রভু চলিলেন আগে॥"

ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সম্মার্জ্জনী ও বহুতর ঘট রাখিয়াছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া সকলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে প্রভু ব্রজের অতি নিগূঢ়-রস জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মন্দির-মার্জ্জন সেবার ন্যায় অতি স্থূল সাধন-প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন? ফল কথা, যাহাতে ভক্তির উদ্রেক করে, সেই কার্য্যই প্রভুর সম্মত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এই সেবা ছিল যে, যখন শ্রীজগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া সুন্দরাচল গমন করিতেন, তখন তিনি স্বর্ণ মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া ও চন্দনজলের ছিটা দিয়া উহা পবিত্র করিতেন। এই সেবা দেখিয়া প্রতাপরুদ্রের উপর প্রভুর কৃপা হইল। মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান, তাহার মার্জ্জন করিতেছি, যাঁহার মনে এইভাব জাজ্জ্বল্যমানরূপে খেলিতে থাকে তাঁহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তিকার্য্যে ছোট বড় নাই—মোটা সূক্ষ্ম নাই।

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে ভক্তিতে বিগলিত হইলেন। সকলে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি সহিত দিক নিনাদিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক এবং তিনি অধিক কার্য্য করিতেছেন। যিনি ভাল করিয়া কার্য্য করিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে সাধুবাদ করিতেছেন; আর সাধুবাদ পাইবার নিমিত্ত সকলেই প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু তবু কেহ প্রভুর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন ও মাঝে মাঝে একটু নৃত্যও হইতেছে। মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউপেন্দ্র সরকার

একটু বেগ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি ভক্তগণ সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া কীর্ত্তন সুরু করিলেন। কাজেই মন্দির-মার্জ্জন কার্য্য তত শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে না। সম্মার্জ্জনীর দ্বারা উপর ও তলদেশ পরিষ্কার করিয়া, শেষে হস্ত দ্বারা আবর্জ্জনা কুড়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "যিনি যত কুড়াইবেন সব একস্থানে জড় কর। পরে বিচার করিয়া যাহার অধিক হইবে তিনি পুরস্কার ও যাহার কম হইবে তিনি দণ্ড পাইবেন।"

শ্রীঅদ্বৈত উপবাসে বয়সে পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে দুর্ব্বল,— অধিক কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে প্রভুর কঙ্করের কাঁড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ও শ্রীঅদ্বৈতের সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল। তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে যে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ। শ্রীঅদ্বৈতের উত্তর নাই। তখন স্বরূপ তাঁহার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি গোয়ালা, পেট ভরিয়া দুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত তাপস-ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈত পারিবেন কেন?" স্বরূপ যেরূপ প্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাব্যস্ত করিয়া কথা কহিলেন, প্রভুও সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, তাহা নয়, তাহা নয়। যিনি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার জয় কখন দেন না। স্বরূপ, ধর্ম্মের বল বড় জানিবা।" স্বরূপ বলিলেন, "গোয়ালা বুঝি বড় সাধু পুরুষ? পুতনা দিলে স্তন্যদুগ্ধ, আর সেই হতভাগিনী সেই অপরাধে মারা গেল। প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, কথা কাটাকাটি করায় কি ফল? শ্রীজগন্নাদেব এখানে স্বয়ং সাক্ষী। যদি শ্রীঅদ্বৈতসংহারী ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে পরাজয় ও আমাকে জয় দিবেন কেন? আমার কঙ্করের কাঁড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে, শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন।" শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটিল; তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী। ইহাতেই প্রমাণ তোমরা কিরূপ সুজন।" সুতরাং নৃত্য গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত হাস্যকৌতুকও হইতেছে। মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, জল আনিবার আজ্ঞা হইল। যথা, চৈতন্য চরিতামৃতে—

"শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লৈয়া আইসে শত ভক্তগণ। শূন্য ঘট লৈয়া যায় আর শত জন॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল॥
জল ভরে ঘট ধোয়ে করে হর্ষধ্বনি। কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণ-নাম। কৃষ্ণ-নাম হৈল তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকাম॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম॥"

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

"এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল। আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর॥"

অর্থাৎ "প্রভুর অন্তরে যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দিরও সেইরূপ পরিষ্কার ও ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।"

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ করিয়া কেহ বা প্রভুর শ্রীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পান করিতেছেন। প্রভুর আমার সরল চিত্ত, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সময় এক সরল-বুদ্ধি বাঙ্গাল-ব্রাহ্মণ এক ঘট জল প্রভুর পায়ে ঢালিয়া দিয়া সেই জল অঞ্জলি করিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রভু ব্রাহ্মণের কার্য্য দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিতেছেন, "স্বরূপ, আমার দুর্গতি দেখ। এই জগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ব্রাহ্মণ আমার পদ ধৌত করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন বল আমার কি গতি হইবে? ঐ ব্রাহ্মণ নির্ব্বোধ, ভাল মন্দ বুঝে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শ্রীজগন্নাথের নিকট আমার অপরাধ কিসে মোচন হইবে?" শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীপ্রভুকে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহা ভক্তগণ মনে ঠিক জানেন। সুতরাং সেই ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। তবু প্রভু ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন, কাজেই প্রভুর কথায় তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই স্বরূপ সেই ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়া মহা খুসী। ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহির করিয়া দিলে, ভক্তগণের পরামর্শানুসারে সেই ব্রাহ্মণ আবার ভিতরে আসিল, এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ, আমি ভাল-মন্দ কি বুঝি? আমাকে ক্ষমা করুন।" প্রভু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত হইলে, ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন সকলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। অল্প বিশ্রাম করিয়া প্রভুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি, আনন্দেতে গৌরহরি, স্বরূপাদি ভক্তগণ লৈয়া।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন, আনন্দিত ত্রিভুবন, ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
স্বরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি।

তাহার পর প্রভু উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—

"মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥"

প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয় পাইতেন, উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুকাইয়া যাইত। স্বরূপ বেগতিক দেখিয়া কীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই প্রভুও ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণ সহ প্রভু সরোবরে ঝম্প দিলেন, এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলা-ভাবে বিভাবিত হইয়া মহানন্দে সকলে জলকেলি আরম্ভ করিলেন। তখন কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই; কি বৃদ্ধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি যুবা, সকলেই নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিলেন। যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় ডুব দিয়া যাঁহাকে সম্মুখে পান তাঁহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দে জল-যুদ্ধ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জলযুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইতেছেন। ছেলে-বেলা "কয়া কয়া" খেলায় প্রভু বড় আমোদ পাইতেন; পরেও সেই রহস্য আস্বাদন করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে। হে কৃপাময় পাঠক! বনে গমন করিয়া ও উপবাস করিয়া যোগদ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-খেলা,—এই দুই তুলনা কর।

জলক্রীড়া শেষ করিয়া নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিলেন, শেষে সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মহারাজের আজ্ঞাক্রমে, কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা, পাঁচশত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও তাঁহার উপযোগী। এই তিন চারি শত ভক্তসহ প্রভু ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু, তাঁহার দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাঁহার পার্শ্বে পুরী ও ভারতী, তাঁহার পরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। ইঁহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া ভক্তগণ যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিলেন। আজ সার্ব্বভৌমের সমন্বয় হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য "ছত্রিশ বর্ণ" একত্র হইয়া মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শূদ্রপৃষ্ট অন্ন, শূদ্রের হস্তে, ছত্রিশ বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্ব্বভৌমকে প্রভু আপনি ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়াছেন।

তখন প্রভু "হরিদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস মুসলমান; তিনি যদি সেই মহাকুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক পংক্তিতে বসেন, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুর হিন্দুত্বের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ জগতের পিতা, আর সকলেই তাঁহার সন্তান; সুতরাং হরিদাস তখন ভোজনে বসিলে, সে যে কোন অন্যায় কার্য্য হইবে, ইহা কেহ ভাবিতেও পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বধ করিবেন না। আমি এ সমাজে বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" প্রভু আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাতজন নিযুক্ত হইলেন; যথা—স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর। ইঁহাদের মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ।

যখন ভক্তেরা উপবনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন সকলের মনে একেবারে স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার নয়ন-জলে ভোজন-কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই করেন না, তাই কষ্টেশ্রেষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পূর্ব্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথা বলিয়াছি। যদি নাচিয়া গাইয়া ভজন হয়, তবে জলক্রীড়ায় কি বন-ভোজনে ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। এই মহাবাক্য আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধগণের নিকট হিন্দুগণ শিখিয়াছিলেন। কথাটি এই যে, জীবের কর্ম্মের বোঝা বহিবে কে? কর্ম্ম করিলে তাহার ফল জীবের গ্রহণ করিতেই হইবে। কাজেই তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতেই হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সে সকল বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাঁহার জীবকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান্ জীবের সুহৃদ, কাজেই তাঁহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কোন দুঃখ হইতেই পারে না এমন কি, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যে প্রকৃত দুঃখ আছে, সে তাঁহার ভজনই নয়। তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ দুঃখ বোধ হইতে পারে; কিন্তু সে দুঃখ প্রথমে,—প্রকৃত-ভজনের চরম কেবল আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম-জপ আপাততঃ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সেই সুহৃদের নাম "জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি"।

অতএব, হরিমন্দির মার্জ্জন যদিও নীচ-কার্য্য, কিন্তু উহাও ভজন আবার জলক্রীড়া ও বন-ভোজন। উহাও ভজন। তবে কি না, কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া করিলে সমুদায় কার্য্যেই ভজন হয়; কাজেই ইহার ফল-স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। যাঁহারা ভজনে বসিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলেন যে, ভোজনের সময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও পরিপাকের সহায়তা করে। তাই যখন পাঁচজনে বসিয়া ভোজন করেন, তখন কেহ পরের কুৎসা করেন, কেহ বা বাজে গল্প করেন কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ভোজনে যে সুখ তাহা তাঁহারা জানেন না।

সকলে ভোজনে বসিলে হরিধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রথম গ্রাস বদনে দিবার সময় ভাবিতেছেন যে, শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। আর প্রকৃতই প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্ব্বচনীয় উপাদেয় আস্বাদ দিতেছে। আবার কৃষ্ণের সুখকে ভক্তেরা আপনার সুখ বলিয়া মনে করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ইহা আস্বাদ করিয়া সুখানুভ করিয়াছেন ভাবিয়া, তাহারা আরও আনন্দ পাইতেছেন। এইরূপ মনের ভাবে কোন ভক্ত সময়োপযোগী একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, আর সেই সঙ্গে সকলে সেই শ্লোকটির আস্বাদন করিলেন। সেই শ্লোকটিতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে, আর একজন ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি শ্লোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন।

এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের সুখ। এই গেল 'ভোজনে ভজন'। ইহার মধ্যে কেহ বা হাস্য-কৌতুক করিতেছেন, আর, সকলে আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "এতদিনে আমার জাতিটি গেল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হইল কি?" অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভুর কি? উনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর অন্নে দোষ নাই। কিন্তু আমি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমি অবধূতের (নিত্যানন্দকে দেখাইয়া) সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ-কার্য্য করিলাম। আমার যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কি ব্রাহ্মণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে, আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে।" অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বল, তাহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু তোমার উৎপত্তির ঠিকানা—আমারা তো কেহই জানি না। তা না হয় তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, কিন্তু কুড়ি বৎসর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার অন্ন না খাইয়াছ?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাম লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ মনে ভাব. শ্রীভগবান্ আর তুমি এক। আমরা শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্ত্তব্যে নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন?" শান্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত। কিন্তু নীলাচলে পুরীবাসী বহুতর ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দল থামিয়া গেল।

পরিবেশকগণ প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আসিলেই প্রভু অমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন, উহা ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।” কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া পংক্তির মধ্যপথ দিয়া দ্রুতগতিতে যাইতেছেন। হঠাৎ—যেন না জানিয়া, কি অন্যমনস্ক হইয়া,—প্রভুর পাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না, পাতের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন জগদানন্দ আবার আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া, আড়-চোখে দেখিতেছেন যে তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা দেখিয়া প্রভুর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি উহা গ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন না বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন; তাই জগদানন্দের সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভু অব্যাহতি পাইলেন, তাহা নহে। এই যে পাঁচশত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সামগ্রী প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দত্ত একটী উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করিলেন দেখিয়া জগদানন্দ আর একটি উত্তম দ্রব্য আনিতে দৌড়িলেন, আর উহা আনিয়া ঐরূপে না বলিয়া কি কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন।

জগদানন্দের এই ভাব দেখিয়া, সার্ব্বভৌম ও আর যাঁহারা প্রভুর নিকটে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা হাসিতেছেন। কিন্তু জগদানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই! এদিকে প্রভুর আর এক শত্রু জুটিয়া গেলেন। তিনি স্বরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, ও অতি মর্ম্মী-ভক্ত, এবং তঁহার শেষকালের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখ ও দুঃখের সাথি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তিনিও প্রভুর জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী রাখিয়াছেন। তিনি জগদানন্দের পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া, হাতে উত্তম সামগ্রী লইয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি। শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত-কেলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন।" প্রভু স্বরূপের মুখ পানে চাহিলেন; দেখিলেন, উহা গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড় বেদনা পাইবেন; তাই হাসিয়া বলিলেন, "দাও, তবে আর না।" কিন্তু স্বরূপ আবার একটী দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদানন্দ ও স্বরূপের এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ন দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অতিশয় মুগ্ধ হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভু ও ভট্টাচার্য্যের অগ্রে দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, ব্যাপার কি? তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এ কি অকাজ করিতেছ?" আবার বলিতেছেন, "কি ছিলে কি হয়েছে, একবার বিচার কর; এ আনন্দের কি উপমা আছে?" সার্ব্বভৌম গদ গদ হইয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে)—

"সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়। কাকের গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণহরি॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ। কাঁহা এই সখ্য সুধা-সমুদ্রতরঙ্গ॥"

এই কথা শুনিয়া প্রভু অতি গম্ভীর হইয়া সরল ভাবে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তাহা নয়, পূর্ব্বে তোমার সাধনা ছিল; সেই বলে তোমার বদনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরাও তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি হইয়াছে।" প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। তখন প্রভু পরিবেশকদিগের দ্বারা ভাল ভাল প্রসাদ আনাইয়া অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহের সহিত সার্ব্বভৌমকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন ভক্ত কি ভালবাসেন, অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন। যথা চরিতামৃতে—

"তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা। প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃতসিঞ্চিয়া॥"

মহাপ্রভু বলিতেছেন, 'খাও'। খাইতে বলিতেছেন কি না—মহাপ্রসাদ; দ্রব্য কিনা—অতি উপাদেয় বস্তু, সুতরাং—"আকণ্ঠ পূরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।"

তাহার পর স্বর্গমর্ত্ত্যভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রভু ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসাই আরাম করিতে চলিলেন। সকলের ভোজন শেষ হইলে, সাতজন পরিবেশক ভোজন করিলেন। গোবিন্দ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন।

পর দিবস শ্রীজগন্নাথের নেত্রোৎসব পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত যাপন করেন। তাঁহার পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়া সুন্দরাচল গমন করেন। সেখানে উপবনে সপ্তদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন।

নেত্রোৎসব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু কিরূপ করিয়া দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী, অগ্রে স্বরূপ ও নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে, এবং পশ্চাতে ভক্তগণ ও গোবিন্দ; আর কাশীশ্বর মহাশক্তিধর বলিয়া, ভিড়ের মধ্য দিয়া মহাপ্রভুর পথ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এক-পক্ষ পরে শ্রীজগন্নাথদেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, তৎসম্বন্ধে প্রভু দর্শন করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর নরহরি,—যিনি তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন,—একটি গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গীতটি দ্বারা প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ পাইবে, যথা—

"হেরি গোরা নিলাচল-নাথ। নিজ পরিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইয়া গোপী-ভাবে। কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥
'আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পালটি না চাহ তুমি ফিরি?'
ছলছল অরুণ নয়ন। বিরস আজ সরস বদন॥
বিভাবিত গোরা-ভাব হেরি। কহে কিছু দাস নরহরি॥

প্রভু, শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামসুন্দর। প্রভু যে বিগ্রহ দেখিতেছেন, তাঁহার সে জ্ঞান নাই। তাঁহার বোধ হইতেছে স্বয়ং শ্যাম-সুন্দর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চন্দ্রাবলীর ন্যায় প্রগল্‌ভ-স্বভাব নহে, রাধার ন্যায় ধীর-স্বভাব। এই পঞ্চদশ-দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন; কিন্তু তবু তাঁহার মুখে কটু-বাক্য আসিতেছে না। তাই বলিতেছেন যে, "হে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি তোমাকে না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না!" এই যে প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, এই চিত্রটি, হে পাঠক! হৃদয়ে অঙ্কিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর। তিনি যে ভাবগুলি ব্যক্ত করিতেছেন, কেবল তাহাই নয়, তাঁহার কথাগুলি ও গলার স্বর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ন্যায়? কেহ হয়ত বলিতে পারেন, কোন যুগে, কোন অবতারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এইরূপ বলিয়াছেন, যে বন্ধু! তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমা লাগি মরি! এইরূপ যিনি বলিতে পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি হয় শ্রীভগবান্, না হয় শ্রীভগবান যে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন তাপস সহস্র বৎসর বনে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার মস্তকে পিঁপীড়ার বাসা হইয়াছে। তাঁহার ভাল হইবে বলিয়া তিনি কষ্ট করিতেছেন। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় মহাশক্তিসম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু জানেন না, সংসারে বাস করেন, কিন্তু তিনি শ্রীভগবৎপ্রেমে পাগল হইয়াছেন, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। তিনি মান-ভরে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "হে নিঠুর! তোমার শরীরে দয়া-মায়া নাই। আমি তোমা বিনে তিলার্দ্ধ বাঁচি না, অথচ তুমি আমার দিকে ফিরেও চাও না! ইহার প্রথম জন মুনি আর অপর জন গোপী। শ্রীভগবান্ কাহার কথা অগ্রে শুনিবেন? কাহার বশ হইবেন? গোপীর না মুনির? যদি শ্রীভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া-মায়া থাকে তবে অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন, যিনি কিছু চাহেন না, কেবল তাঁহার নিমিত্ত পাগল। শেষোক্ত বস্তুটি জীব হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে না পার, তবে তাঁহাকে ভজনা করিতে তুমি আপত্তি করিতে পার না। যাঁহার শ্রীভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ যে, তিনি তাঁহাকে নিঠুর নির্ম্মোহ বলিয়া গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন। এইরূপে প্রভু—

"মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন। স্বেদ কম্প ঘর্ম্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥"

তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া বাসায় আনিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

নীলাচলে জগন্নাথ রায় । গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায় ॥
অপরূপ রথের সাজনি । তাহে চড়ি যায় যদুমণি ॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি । নিজগণ লৈয়া এক করি ॥
মাল্য-চন্দন সবে দিয়া । জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় । কীর্ত্তন করয়ে গৌররায় ॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি । ঘন উঠে হরি হরি বলি ॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি । অন্য আর কিছুই না শুনি ॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস । নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায় । মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ । যার গানে অধিক সন্তোষ ॥
বসু রামানন্দ নরহরি । গদাধর পণ্ডিতাদি করি ॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস । ইহা সভার গানেতে উল্লাস ॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে । কতদূর করিল গমনে ॥
এই সভার পদরেণু আশ । করি কহে বৈষ্ণবের দাস ॥

পর দিবস রথযাত্রা। প্রভু সেই আনন্দে একেবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠাইলেন। তাহার পর সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাসজ্জা হইয়াছে। অন্যান্য বারে রথের যে সজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞায়, আরও অধিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হইতেছে রথ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত। নানা বর্ণের বস্ত্র দ্বারা উহা সুশোভিত। নানা-বর্ণের কত পতাকা উড়িতেছে, কত ঘণ্টা বাজিতেছে আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্যধ্বনি হইতেছে। শ্রীজগন্নাথকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথে আরোহণ করাইবার নিমিত্ত, মহাবলিষ্ঠ সেবকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি, এইরূপে শ্রীবিগ্রহকে ধরিয়া, বাদ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহাপ্রভু "মণিমা" "মণিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ কলরবের মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ সুক্ষ্ম ও শ্বেত বালুকা মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্শ্বে ফুলের বাগান। রথ মধ্য স্থান দিয়া চলিল, দর্শকগণ রথের দুই পার্শ্বে সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ, কখন কখন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া, আপনারাই উহা টানিয়া লইয়া যান। এই মহান্ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাঁহার শকট চালাইবার নিমিত্ত কাহারও সাহার্য্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু তিনি, তাঁহার অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শকট টানিতে লাগিল, তবুও উল্লিখিত কারণানুসারে তিনি তাহাদিগকে বাধা দিলেন না। সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছা তাঁহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথের ন্যায় মহান্ বস্তু কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহা জানি না। কিন্তু যদি মনুষ্যের সহিত তাঁহার খেলা করিতে হয়, তবে তাঁহার মনুষ্যের ন্যায় হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি কেবল তেজ হইয়া ওতপ্রোত ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর মনুষ্য তাঁহার সহিত খেলা খেলিতে পারে না। তাই মনুষ্য যে শ্রীভগবানকে রথের উপর বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান্‌ও, তাঁহার প্রতি তাঁহার জীবের প্রীতি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পূর্ব্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জ্জনী লইয়া পথ পরিস্কার করিতে আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ-সেবা দেখিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে কৃপার্ত্ত হইলেন। প্রভুর বলে বলিয়ান গৌড়ীয়গণ, উৎকলবাসীদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে, আর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া রথের সঙ্গে সকলে চলিতেছে। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করিয়া সকলকে মাল্য ও চন্দন দানে শক্তিসম্পন্ন করিলেন; তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া প্রথমে চারিটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য স্বরূপ দামোদর, আর দামোদর পণ্ডিত, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও নারায়ণ—এই পঞ্চজন তাঁহার দোহার। ইঁহারা ছয় জন গীত গাইবেন, আর দুইজন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ব্বসমেত নয়জন করিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস; তাঁহার দোহার ছোট-হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান্ পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহাতেও দুইটী মৃদঙ্গ। এই সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ, এবং দোহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড়হরিদাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান বাসুঘোষের দাদা গোবিন্দঘোষ। আর দোহার বাসু ও মাধব দুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস ও অন্য রাঘব। ইহার নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আরও তিন সম্প্রদায় পূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে প্রস্তুত ছিলেন,—যথা কুলীনগ্রামের, শ্রীখণ্ডের ও শান্তিপুরের। কুলীনগ্রামের প্রধান রামানন্দ বসু, শান্তিপুরের প্রধান অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ-তনয় অচ্যুতানন্দ, আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার-ঠাকুর। এই সাত সম্প্রদায়ের চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে, আর এক সম্প্রদায় পশ্চাতে চলিলেন। এইরূপে চৌদ্দ-মাদল বাজিয়া উঠিল, বেয়াল্লিশ জন গীত গাইতে লাগিলেন ও সাত জন সাত ঠাঁই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কীর্ত্তন আরম্ভমাত্রই সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাদ্য থামিয়া গেল। রথাগ্রে কীর্ত্তন পদ্ধতির সৃষ্টি এই প্রথমে আমার প্রভু করিলেন। তিনিই এই সাত সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তাঁহাকে এই সকল সম্প্রদায়ে থাকিয়া জীবন দিতে হইবে। কারণ প্রভুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বাগ্রের ও সর্ব্বশেষের সম্প্রদায় মধ্যে বহু ব্যবধান। এই সাত স্থানে প্রভু একেবারে কিরূপে থাকেন? অথচ তাঁহার না থাকিলেও নয়। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥"

ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়েরই ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, প্রভু তাঁহাদের মধ্যে আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় টান, তাই অন্য সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্য সত্যই একেবারে সাত ঠাঁই বিরাজ করিতেছিলেন? যথা চরিতামৃতে—

"আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ। এককালে সাত ঠাঁঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়। অন্য ঠাঁঞি না'হি যায় আমার মায়ায়॥"

এই যে রথখানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩।৭৮

সেখানকার সকলের কর্ত্তা, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নাই ; সকলেরই দৃষ্টি প্রভুর দিকে। ইহাতে রাজার ঈর্ষ্যা নাই। তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথম তিনি স্পষ্টরূপে প্রভুকে দর্শন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যখন তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, সে, হয় দূর হইতে, কিম্বা কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার নীচসেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাঁহার পুরস্কার দিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন যে, শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান হইল যে, রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু। কারণ তিনি দেখিলেন রথে জগন্নাথের স্থানে প্রভু বসিয়া আছেন!

"প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়। দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥"

রাজা ক্রমেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছেন, ক্রমেই প্রভু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রভু এইরূপে খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় সম্প্রদায়-সম্প্রদায় বিচরণ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার অনুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে বিরাজ করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত গাইতেছেন, কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে এ-পর্য্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও ভাব সম্বরণ করিতেছেন। এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া তাহার মধ্য হইতে —শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ,—এই নয়জন প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের কর্ত্তা হইলেন স্বরূপ। ইহাদিগের গীত আরম্ভ হইলে প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন। তিনি কিরূপে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা মুরারি গুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন; তৎপরে তাঁহার দিকে চাহিয়া জোড়-হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

প্রভু ভঙ্গ-স্বরে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোকটি পড়িয়া, তৎপরে প্রভু একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, যথা—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোহসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥২॥
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥৩॥
নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ চৈতন্যচরিতকাব্য।

প্রভু যখন তাঁহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখপদ্মে অর্পণ করিলেন, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হইল প্রভুর সমুদায় প্রাণ তাঁহার নয়নে আসিয়াছে। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখপানে নিমিষহারা হইয়া চাহিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের সময় যে লীলা করেন, এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ দেখিতেছেন, নয়নবারি বদন বহিয়া হৃদয়ে আসিতেছে। সেই ধারা আসিয়া ত্রিধারা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রভুর এই অমানুষিক নয়ন-ধারা কবিকর্ণপূর তাঁহার কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌ ত্রুটন্মৌক্তিক
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃ প্রভোরশ্রুণা ॥২২

অর্থাৎ—"যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্র-পদ্ম অভিষিক্ত করিতেছে, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্রপতিত জল ছিন্নসূত্র-মুক্তাহারের ন্যায় সর্ব্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষবিধান করুক।"

গ্রন্থকার এখানে কর্ণপূরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "তথাস্তু!" এই যে ধারা, ইহা সমুদায় নয়ন জুড়িয়া আসিতেছে। প্রভু স্তব পাঠ সমাপ্ত করিয়া হুঙ্কার করিলেন, তৎপরে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর পাক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পূর্ব্বে যে নয়ন-জল মৃত্তিকায় পড়িতেছিল, উহা এখন চতুর্দ্দিকের লোককে স্নান করাইতে লাগিল। প্রভু কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। "নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল। সসাগর-শৈল মহী করে টলমল॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুকাইয়া গেল। কারণ উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাঁহার সমুদয় অস্থি চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ তাঁহার পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা তিনজনে প্রভুকে সামলাইতে পারিতেছেন না। প্রভু তবু মধ্যে মধ্যে আলগোছে এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্তগণ ত্রাসে হাহাকার করিয়া নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেছেন এবং দেখিতেছেন, প্রভু জীবিত আছেন কি না, এবং সমুদায় অস্থি ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন ধরিতে না ধরিতে প্রভু উঠিয়া আবার নাচিতে লাগিলেন। কখন বা ঘোর অচেতনে উঠিলেন না, তখন সকলে তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। যদি দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া বায়ুজীবন প্রভৃতি দ্বারা সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি দেখেন নিশ্বাস বন্ধ, বুক দুরদুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহাব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সর্ব্বদা ভয়, কখন তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান। প্রভুর সে অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া সেই তপ্ত-বালুকার উপর পড়িয়া আছেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। তবে প্রভুর মুখশ্রী ও শ্রীঅঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি পাইত। ভক্তগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন। স্বরূপ নিজের জানুর উপর প্রভুর মস্তক উঠাইয়া রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু-জীবন, অদ্বৈত গগন-ভেদী হুঙ্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে এবং কেহ বা সজোরে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন। উপস্থিত অপর সকলেই চুপ করিয়া আছেন। পশ্চাতের লোকেরা সম্মুখের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No... .. ..

...ayee Ashram
BANARAS

করিতেছেন, প্রভু চেতন পাইয়াছেন কি না। এই দুর্ভাবনায় মধ্যে প্রভু হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, ও আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। যখন তিনি কাণ্ডারি হইয়া গোপীদের পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ-যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিলেন; এবং এইরূপে গোপীদের ভয় দিয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন। ভয় পাইলেই লোকে আশ্রয়দাতার নিকট যাইয়া থাকে। গোপীরাও ভয় পাইয়া ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কি, প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়া, দু'দণ্ড পর্য্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতেন? একটি ঘটনা স্মরণ হওয়ায়, একথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় রথ আসিতেছে। সেই সময় প্রভু ঐ রথের সম্মুখে হঠাৎ ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভুত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর আসিবার উপক্রম হইল। অমনি একজন ভক্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে আনিলেন। প্রভু যেরূপ অচেতন ছিলেন, সেইরূপ রহিলেন। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

> তৈরেতৈঃ করপল্লবৈ নিজ নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বা কিয়-
> দ্দূরে স্বৈরমুপাপিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ।

ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যে কখন কোথা যাইতেছেন, তাহার ঠিকানা নাই। আবার লক্ষ লক্ষ লোকে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছে; এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়া প্রভুর গায়ে পর্য্যন্ত পড়িতেছে। তখন সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলী বাঁধিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম মণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্বরূপ; প্রভু মধ্যস্থানে। দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডলে আছেন প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভুত বলশালী ও নিতান্ত নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি। আর তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং মহারাজা। তিনি তাঁহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া বাহিরে এক মণ্ডলী করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজার সম্মুখে শ্রীবাস দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়া তিনি ভাল করিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুর কি কাণ্ড, তখন রাজা প্রজা সব মিশিয়া গিয়াছে; আর রাজা যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা অল্প লোকেই লক্ষ্য করিতেছে। রাজার দক্ষিণে তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন দাঁড়াইয়া। তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া রাজা প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীবাস একটু স্থূলকায় বলিয়া, তাহা পাইতেছেন না; কাজেই একবার বামে, একবার দক্ষিণে, মস্তক হেলাইতেছেন। রাজার এই দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহ্য হইতেছে। শেষে তিনি শ্রীবাসকে একপার্শ্বে সরাইয়া দিবার জন্য ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তখন ভাবে বিভোর। রাজা ও রাজমন্ত্রী যে পশ্চাদে দাঁড়াইয়া, আর মন্ত্রী যে রাজার প্রভু-দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ঠেলিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বারম্বার ঠেলিতে থাকায়, শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, কে ঠেলিতেছে তাহা না দেখিয়া, হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন রাজনীতি লইয়া থাকেন। তিনি রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও চিনেন না, ও রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখের এক দরিদ্র বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাঘাত দ্বারা অপমানিত হইয়া, ক্রোধভরে শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু রাজা তখন পূর্ব্বরাগ-রসে বিভাবিত। তাঁহার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ও তাঁহার গণ কি কোন বস্তু, মধু বলিয়া বোধ হইতেছে। কাজেই হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন, "তুমি কর কি? দেখিতেছ না উনি প্রভুর গণ! উঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ, তুমি অতি ভাগ্যবান। আমি পাইলে আপনাকে অতিশয় ভাগ্যবান ভাবিতাম।" হরিচন্দন কাজেই নিরস্ত হইলেন। যাঁহারা রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। অবশ্য শ্রীবাস একটু লজ্জা পাইলেন।

সকলে শুনিয়াছেন যে, শ্রীশচীর উদরে শ্রীনবদ্বীপনগরে শ্রীনন্দের নন্দন জন্মগ্রহণ করেন, এখন তিনি সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে বাস করিতেছেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দূর হইতে তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন। অদ্য তিনি সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য ভুবন কেন মহিত করিত। সেই নবীন গৌর-তনু অদ্য দিবাভাগে, সর্ব্ব সমক্ষে নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। যথা চরিতামৃতে—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর বিকার। অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম। 'জজ জজ' 'জগ গগ গগ' গদ্গদ্ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল। আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ-কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম॥"

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে যাঁহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই যেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, বায়ুভরে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত দুই শ্রীকর জুড়িয়া শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন। কিন্তু বড় কাঁপিতেছেন বলিয়া, স্থির হইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না; যুগ্ম-বৃদ্ধাঙ্গুলি বারম্বার কপালে লাগিতেছে। আবার প্রভু কখন কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বামপদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে, ও প্রভুর বাম-বাহু রক্তবর্ণ হইতেছে। তখন তাঁহার ভক্ত-ভাব। তিনি শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়ান।" আর ত্রিতাপকে, অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টংকারে তুচ্ছ করিতেছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জানু পাতিয়া একটি প্রকাণ্ড শৃঙ্গী-মেষকে তাল ঠুকিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "আর দেখি, তোর কত শক্তি।" প্রভুও সেই ভাবে ভাবিত হইয়া, তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে 'জয় জগন্নাথ' বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহাকম্পে দন্তে দন্তে আঘাত লাগিতেছে; কাজেই জয় বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ বলিতে জগ গগ করিতেছেন, আর ভাবোল্লাসে ভক্তির দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। যখন মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। আবার যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে; এবং তখন সেই লক্ষ লক্ষ লোক প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া যাইতেছেন। আর, কি রাজা কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী কি গৃহী, সকলেই আত্মহারা হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপে বিভাবিত হইতেছেন। ফলকথা, প্রভু তখন এই লক্ষ-চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, আর মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রজের নিগূঢ়-রসের অধিকারী, তাঁহারা সে নৃত্য দেখিয়া দুঃখ ও ভয় পাইতেছেন। প্রভু মুহুর্মুহু পড়িতেছেন; আর শ্রীনিতাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ,—ইহাদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন তিনিই ধরিতেছেন ও ভক্তগণ সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকট আসিলেন, আসিয়া ঐরূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা স্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। এখন, প্রভুকে স্পর্শ করিবার সাহস স্বরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত না। শ্রীঅদ্বৈত পর্য্যন্তও প্রভুকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। রাজা যে প্রভুকে ধরিতে গেলেন, এ যে তিনি রাজা সেই স্পর্দ্ধার বলে তাহা নয়, ইহা কেবল অভ্যাসবশতঃ। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি; কোন কার্য্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখন পান নাই। যে প্রভুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, সেই প্রভু তাঁহার সম্মুখে অতি নির্ঘাত আছাড় খাইলেন, কাজেই তিনি যাইয়া প্রভুকে ধরিলেন। কিন্তু প্রভুর কার্য্য একেবারে উদ্দেশ্য-শূন্য ছিল না। সামান্য জীবের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের ভুল হইত না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও কোন অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর-মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা যাই প্রভুকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন; পাইয়া বলিলেন, "ছি! একি হ'ল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল?" ইহাই বলিয়া, রাজার হস্ত হইতে যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে লক্ষ্য লক্ষ্য লোকের ও তাঁহার পাত্র-মিত্র ও সৈন্য সামন্তের মাঝে, তাঁহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে, প্রভু কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন। রাজার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ করিয়া প্রভুকে সেইস্থানেই উপেক্ষা করিতেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, তাহার মধ্যে যদি মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান সহ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাকে শ্রীভগবান্ কৃপা করিবেন, তাহাকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাও এইরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। তাই প্রভু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ এ বিশ্বাস তখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। একটু পূর্ব্বে তিনি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণও পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে গুণে মোহিত হইয়া, নিজের যতখানি প্রাণ, সমুদায় তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই প্রভু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া, শ্রীমতী যেরূপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে সুহৃদ্গণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর কৃপা-লাভ হইবে না? তবে আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?" তখন সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা। তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্ব্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে, অন্যকে গোপন করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ-কৃপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীব উহা মানিবে না। সন্ন্যাসীর রাজস্পর্শন ত দূরের কথা, দর্শন পর্য্যন্তও নিষেধ। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িও না। তুমি উপেক্ষিত হইয়াছ বলিয়া প্রভুর কথা উপেক্ষা না করিয়া, আবার তাঁহার চরণে শরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর কৃপা পাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাকে প্রভুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, তাহা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হইবেন। রাজা সখাগণের এই অপরূপ সন্তনা-বাক্যে, এবং একটু পূর্ব্বে প্রভু অন্তরীক্ষে যে তাঁহার গোচর হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া, কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, এবং আবার প্রভুর নৃত্যে মন-সংযোগ করিলেন। প্রভু রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার আর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর নৃত্য। ফল কথা, প্রভুর মনের ভাব তখন অন্যরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি ভক্ত-ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, এখন গোপী-ভাবে অভিভূত হইয়া কি কি করিলেন তাহা বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব-পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিব। প্রভুর তখন মনের ভাব এই যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে তাঁহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। প্রথমে দেখেন যে, তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী; তিনি হাতী, ঘোড়া ও সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। আরও দেখেন, তাঁহার বন্ধু রাজবেশ ধরিয়া হাতে দণ্ড লইয়াছেন। বন্ধুর ভিন্ন-বেশ ও ভিন্ন-সঙ্গ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন; এবং ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে বলিবেন, "তুমি এ বহিরঙ্গ লোকসমূহের মাঝে কেন? শ্রীবৃন্দাবনে চল, সেখানে আমরা দুইজনে থাকিব।"

কিন্তু এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে অবগত করান? তিনি যে অতি দূরে রথের উপরে আছেন। নিরুপায় হইয়া সেখানে বসিলেন, এবং নখদ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই হইল তাঁহার কৃষ্ণ। সেই মূর্ত্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে গেলেন। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই নয়ন-জলে সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি ধুইয়া গেল। এইরূপে পুনঃপুনঃ চিত্র আঁকিতেছেন ও লিখিতেছেন। ইহাতে প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে দেখিয়া স্বরূপ ব্যথিত হইতেছেন। তাই প্রভু যখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিতে যাইতেছেন, তখনই স্বরূপ ব্যগ্র হইয়া নিজ হস্ত পাতিয়া দিতেছেন, যেন প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। প্রভু বেগতিক দেখিয়া অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, স্বরূপও হাত সরাইয়া প্রভুর নখের নীচে রাখিতেছেন। কিন্তু স্বরূপের অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতিমধ্যে প্রভুর মনে এইভাব হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আর তিনি (রাধা) সখীগণের সহিত তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু এই ভাবে বিভোর হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার নৃত্য আপনাপনি মধুর হইল। স্বরূপও অমনি বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা চরিতামৃতে—

"স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন। প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ। আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥"

স্বরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন ; যথা—

"সেইত পরাণ-নাথ পাইনু। যার লাগি মদন-দহনে দহি গেনু॥"

প্রভুর এই মধুর নৃত্য দেখিলে জীবমাত্রের নয়নে আনন্দ-জল আইসে। প্রভু তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলাজ নয়নে জগন্নাথ পানে চাহিতে লাগিলেন ; তাহার পরে মনে হইল তিনি যেন জগন্নাথের সহিত কথা কহিতেছেন। লোকে প্রভুর কথা শুনিতে পাইতেছে না, কিন্তু তিনি যে কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। এদিকে প্রভু যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি রথে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। প্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, আবার এই লোকসমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট। প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন। এমন সময় তাঁহাদের মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রভুর নয়নে নয়নে মিলিত হইল, আর প্রভু অমনি লজ্জা পাইয়া মুখ হেট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। আবার যেন অনিবার্য্য আকর্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতে লাগিলেন। কখন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি লজ্জা পাইয়া, তিনি ক্রোধভরে অল্প হাসিতে হাসিতে ও করতালি দিতে দিতে, পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। আবার কখন ছল-ছল আঁখিতে গদগদ হইয়া যেন আপনার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বন্ধু! তুমি কোথায় আসিয়াছিলে? এখানে লোকের কলরব, আমরা গোপী, আমাদের ওসব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী গান করিতেছে, বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাসা শান্তি করিতেছে। হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ বাঁচি না। চল, সেখানে তোমার নিজ জনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব।"

প্রভু তখন আপনাকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন; কাজেই স্বরূপকে ললিতা আর নিকটে যে সকল মর্ম্মী-ভক্ত আছেন তাঁহাদিগকে আপনার সখী বলিয়া বোধ হইতেছে। তখন মনে হইতেছে যে, সখীগণ সহ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে রথের উপরে আছেন। কিন্তু এতদূরে যে, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছা হইতেছে যে, প্রিয়তমের গলায় মালতীর মালা দিবেন, কিন্তু তিনি দূরে; আর মালতীর মালাই-বা কোথায় পাইবেন? তখন হাতে যে জপের মালা ছিল, তাহাই মালতীর মালারূপে পরিণত করা হইল; আর শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে,— তাই একটু চিন্তা করিয়া, হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া আপনার অঙ্গুলীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে উহা শ্রীজগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন; তখন সেই মালা শ্রীজগন্নাথের

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলা বেষ্টন করিয়া পড়িল। ইহাই দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক্ চীৎকার করিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রথে, জগন্নাথের পার্শ্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেই মালা আবার প্রভুর হাতে পঁহুছিয়া দিলেন। প্রভুর তখন মর্ম্মিভক্তগণকে সখী-বোধে পুরস্কার-মালা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কাজেই অঙ্গুলী দ্বারা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোন ভক্ত-পানে মালা নিক্ষেপ করিতেছেন, আর সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেষ্টন করিতেছে। বোধ হয় সেই দেখাদেখি এখন দর্শকগণ রুমালে প্রণামী বাঁধিয়া রথের উপর নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়া সেই রুমালে প্রসাদী-মালা দিয়া উহা প্রত্যর্পণ করেন।

প্রভুর নৃত্য বর্ণনা করা অসাধ্য, কারণ নিমিষে নিমিষে তাঁহার নৃত্য নূতন আকার ধারণ করিত। প্রভুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। তাই সখীদের সহিত আনন্দক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি মধুর নৃত্য করিতেছেন; এমন সময় সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইল না, তাই গলা ধরিয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন করিলেন। আবার পার্শ্বে স্বরূপ দামোদরকে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন; স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ-চুম্বন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিলেন। কারণ প্রভু যে মাত্র স্বরূপকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—(১৬শ স্বর্গঃ)

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরিতীহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্য কিং যতিবরোঽহয়মুদ্ঘুষ্যতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য এষ নটনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুত কলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ ॥৩১

অর্থাৎ— এই দেখিলেন দুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথকীকৃত হইলেন। কখন দুই জনে হস্ত উত্তোলন ও কর ধরাধরি করিয়া ও মুখোমুখি হইয়া নানাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি মহাজনের এই পদ সৃষ্টি হইল? যথা—

"হেরাহেরি ফেরাফেরি ধরাধরি বাহু। পূর্ণিমার চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥"

আবার স্বরূপ, সিংহের কটী হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আর বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া এবং প্রভু স্বরূপের কটি ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা—

উন্মীলন্মকরন্দসুন্দরপদদ্বন্দারবিন্দোল্লস-
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুষ্টৈঃ করকুটমলৈরিত ইতোহর্ষাদধোধো গুরু-
স্নেহাদ্রের্ণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাম্॥৩২

আবার কখন বা প্রভু, দক্ষিণ দিকে স্বরূপের ও বাম দিকে বক্রেশ্বরের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু কখন বক্রেশ্বর ও স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। এই ভাবে প্রভু যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তি হইতেছেন ভাবিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। যথা, চরিতামৃতে—

"প্রভুর হৃদয়ানন্দ-সিন্ধু উথলিল। উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোকসমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরীভূত হইয়া স্বরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা যে কোন জাতীয় প্রেম, তাহা বহিরঙ্গ লোকে কিরূপে অনুভব করিবে? কিন্তু ইহা দেখিয়া লোকেরা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ করিতেছে না, বরং একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রকার বলেন, গোপী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগে বশীভূত হয়, স্ত্রী ও পুরুষ ভেদজ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক মাত্র শ্রীভগবান্ পুরুষ আর সমুদায় প্রকৃতি,— পরিণামে জীবমাত্রই গোপগোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত কত গাঢ় সম্বন্ধ, তাহা কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পান, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান নাই।

"জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ। যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার। কৃষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥"

প্রভুর তবু ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন তাহাতে তত ভয় হয় না। তবুও প্রভু যে মূর্চ্ছা যাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহার যে আনন্দের ঢেউ উঠিতেছে, তাহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মূর্চ্ছা হইতেছে। প্রভু আবার রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা পূর্ব্বে তাড়া খাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না; অথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবার যেমন প্রভুকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা না করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া শ্রীপদ দুইখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা—

আনন্দোৎসাহ মূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দনিশ্বাসমন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈ র্বিকলিত-বপুষানন্দমন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয় সলিলজুষা রুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রি দ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥ ২৮

অর্থাৎ—শরীর-স্পন্দন ও নিশ্বাস-বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পদ্ম বিগলিত জল-ধারা-যুক্ত, তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চ সমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষণেই মূর্চ্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদপদ্ম যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন।"

প্রভু বলিতেছেন, তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না; রাজারও সংকল্প, তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতনা লাভ করিলেন না, রাজার সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু মহারাজের সেবা যে তাঁহার অবগতি হইয়াছে, এরূপ কিছু জানিতেও দিলেন না। প্রভু চেতন পাইয়াই আবার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু এই রাধা-ভাবে, প্রেমের হিল্লোলের মাঝে, সহসা ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইলেন। ভজনকালে, প্রেম ও ভক্তি, হৃদয়ে এইরূপ খেলা করে,—প্রেম-ভজন করিতে করিতে কখন হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, আবার ভক্তির সেবা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। ভক্তির উদয় হইলে প্রভু শ্লোক-আকারে বলিতেছেন, "হে অরবিন্দ-লোচন! তোমার পাদপদ্ম-মাধুরী অতিশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণীয়, অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয়-দুর্লভ।" ইহা বলিয়া সেই সুশীতল শ্রীপদকমল ধরিতে গেলেন। আবার তখনি অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। তাই রাধা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন; অর্থাৎ আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ়-প্রেমে ও ভক্তিতে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

প্রভুর দেহে এক সময়েই রাধা-কৃষ্ণ-ভাব ও উদ্ধব-কৃষ্ণ-ভাব মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু যখন নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায় লয়েন, তখন একই সময়, একবার কৃষ্ণ হইয়া রাধার নিমিত্ত, আবার রাধা হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত, রোদন করিয়াছিলেন। এইরূপে উদ্ধব ও কৃষ্ণ,—এই দুই ভাবে প্রভু একেবারে বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। প্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, আর পদ হইল শ্রীকৃষ্ণের। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহার সেবা হইল আপন কেশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্ত, ভক্তিতে প্রভুর এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন।

ক্রমে রথ বলগণ্ডিতে আসিল। ইহার দক্ষিণে উপবন, ও বামে বিপ্রসাসন-নারিকেল-বন। সে স্থানে আসিয়াও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু সেখানে নিয়ম আছে যে, রাজা-রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই আপনাপন সাধ্যমত উত্তম আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোজন করান। সেই কারণে সেখানে এত গোল হইল যে, ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। সেখানে যে উত্তম গৃহ আছে উহার পিণ্ডায় লইয়া ভক্তগণ প্রভুকে বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচেতন অবস্থায় পিণ্ডায় পা মেলাইয়া ঘর হেলান দিয়া বসিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর তখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, তাই সেখানে তিনি শীতলবায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যেখানে পারিলেন, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ সখাগণ সহ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিণ্ডায় উপবেশন করিলে রাজার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; তখন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শ-ক্রমে রাজা পরিষ্কার ধুতি ও ফতুয়া পরিয়া ও বৈষ্ণব বেশের উপকরণ ধারণ করিয়া একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রকাণ্ড দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে। চকিত হরিণীর ন্যায় রাজা এদিক ওদিক চাহিতেছেন; কিন্তু সে অভ্যাসে নহে, উল্লাসে ও ভয়ে। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অল্পমাত্র আছে।

"চতুর্দ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে। প্রভুর নিকটে গেলা মন্থর-গমনে।।"

যাইয়া দেখেন সেখানে প্রভুর প্রিয় ভক্তগণ বসিয়া আছেন; তাহাদিগকে দেখিয়া রাজার চেতন হইল; তখন তিনি করজোড়ে সকলের নিকট সঙ্কেত দ্বারা, প্রভুকে মিলিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীনভাব, আকিঞ্চন ও দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন; অনেকেরই হৃদয় দ্রব হইল। আবার কাহার বা একটুকু শঙ্কাও হইল; ভাবিলেন যে, রাজার ভাগ্যে না জানি আজি কি হয়। এইরূপে রাজা ধীরে ধীরে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। প্রভু কি ভাবে বসিয়া আছেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

নৃত্যাবেশ প্রভু চিতে. না পারেন সম্বরিতে, মুদ্রিত করিয়া দুনয়ন।
শ্রীচরণ প্রসারিয়া বসিলা আনন্দ পাঞা পাদপদ্ম চালেন সঘন।।
নিরন্তর নেত্র-জল, ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।"

আর তখন প্রভু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "অথাতং আনন্দ দুঘং পদাম্বুজ" ইত্যাদি শ্লোকের কতকাংশ উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদ্রিত-নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভুর এই শ্লোক শুনিয়া ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পূর্ব্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন চুম্বন করিয়াছেন। এই দর্শন ও ও স্পর্শ করিয়া পরমহংসগণ যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোমার শ্রীচরণ মাধুরী অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি। পরমহংসগণ যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা তেজ উপাসনা করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-মাধুরী আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার চরণ হইতে যে আনন্দ, উহা ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।" ইহাতে প্রভু প্রকারান্তরে সাকার-ভজনকে নিরাকার ভজন হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

রাজা, প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহার ভাব দেখিয়া ও শ্লোক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভাবিতেছেন, প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া কি তাঁহার অকৃপার ভাজন হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, প্রভু যদি প্রাণে মারেন, তবে তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়াই মরিবেন। রাজার মনে ভয়, পাছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিয়া প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। তখন শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি রাজার মনে পড়িল। যথা—

"সর্ব্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হৃতাশুভং।
ভেজেস্পর্শবপুর্হিত্বারূপং বিদ্যাধরাচ্চিতং॥"

ভাবিলেন, "যদি অপরাধ করি, তবে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সমুদায় অশুভ ক্ষয় হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে কখন কোন বিপদ নাই।" ইহা ভাবিয়া সংকল্প করিয়া পদতলে বসিয়া হস্তদ্বারা শ্রীচরণ সেবন করিতে লাগিলেন। প্রভু যেরূপ পদ চালাইতে ছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়াছেন, "প্রভুর পদ সেবা করিবে, আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শুনাইবে।" রাজা, কোথায় পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এই সমস্ত রামরায়ের নিকট শিখিয়া আসিয়াছেন। রাজা পদসেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাসের গোপী-গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে॥"

গোপীগণ কহিলেন, "হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর, তুমি এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা।" হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত, সে স্থানে তোমার দাসী, এই সকল গোপী, (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে), তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও।" প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাঁহার হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোক শুনিবামাত্র প্রভুর প্রফুল্ল-বদন আরও প্রফুল্লিত হইল রাজা ইহা দেখিয়া পরম আশ্বাসিত হইয়া ঐরূপ পদ-সেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক দাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥

"হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী; তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমলগর্ভের শোভাহারী নেত্রদ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্র-দ্বারা বধই কি বধ? উহা অবশ্যই বধশব্দবাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি-দ্বারা অপহৃত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও।"

প্রভুর আনন্দতরঙ্গ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন যদিও নয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেলিলেন না, কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল, বল, তাহার পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।" প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। কষ্টে-শ্রষ্টে রাজা পড়িলেন—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতে র্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥"

"হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্টিবংশশ্রেষ্ঠ! তোমার চরণকমল প্রাণীদিগকে অভয় দান করে, আমরা সংসার ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। তোমার যে করকমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা বরপ্রদ, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর।" প্রভু এই শ্লোক শুনিয়াই আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন। পুলকাবৃত শ্রীঅঙ্গে মুহুর্মুহু আরও পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভু কষ্টেসৃষ্টে ভঙ্গস্বরে বলিলেন, "তাহার পর, তাহার পর?" রাজা আবার বলিলেন—

"ব্রজজনার্ত্তিনহন্ বীর যোষিতাং নিজজন-স্ময়-ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করী স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥"

"সখে! তুমি ব্রজ-জনের আর্ত্তিহারী, হে বীর। তোমার মন্দহাস্য নিজজনের গর্ব্বহারী, আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে সখে! আমরা অবলা, প্রথমে আমাদিগকে বদন-কমল দর্শন করাও।"

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; কিন্তু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে পারিতেছেন না। রাজা প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া আবার পড়িলেন;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বধু-মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরমা বীর মুহ্যতী রধর-সীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥

"হে পদ্ম-লোচন। তোমার মধুর বাণী সুন্দর পদাবলী-সমলঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণীর দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মারা পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান করিয়া জীবিত কর।"

প্রভু আবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। রাজা যখন বুঝিলেন, শুনিবার জন্য প্রভু কান পাতিতেছেন, তখনি পড়িলেন, যথা—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

"হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন। ফলতঃ তোমার কথামৃত প্রতপ্ত-জনের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ-জনও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়; অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক। পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাহা পান করেন, নিশ্চয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু বহু দান করিয়াছেন। হে প্রভু! যাঁহারা তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন, তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দাও।"

প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং "ভুরিদা, ভুরিদা" অর্থাৎ তুমি আমাকে অনেক দান করিলে" বলিয়া রাজাকে বাহু পসারিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি হে পরম-সুহৃৎ, অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার তৃষিত-হৃদয় শীতল করিলে? তুমি আমাকে বহু দান করিলে কিন্তু আমি সন্ন্যাসী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দিবার কিছুই নাই; এস, তোমাকে আলিঙ্গন দান করি।" ইহাই বলিয়া রাজাকে হৃদয়ে করিয়া, "তব কথামৃত" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে উভয়ের বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কিছুকাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সুযোগে প্রভু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া রাজার প্রত্যেক ধমনি দিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিল ও এইরূপে তাঁহার মলিন ধমনিগুলি পরিস্কৃত হইয়া উহা দিয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ-লহরী খেলিতে লাগিল; আর ইহার ফলস্বরূপ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রাজা যতখানি শক্তি ধরিতে পারেন, যখন ততখানি পাইলেন, তখন প্রভু চেতন লাভ করিলেন, এবং রাজাকে ফেলিয়া রথ-দর্শনে দৌড়িলেন; রাজা যেমন তেমনি পড়িয়া রহিলেন। যথা—

(প্রভু) "আনন্দ আবেশে আছে বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিয়া ছিলা তাহা নাহি মনে॥
প্রভু সঙ্গে ধাইল সকল ভক্তগণ। রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন॥"

রাজা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়—যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

"গোপীনাথ আচার্য্য গেল গজপতি স্থানে। রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে॥"

গোপীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, ওদিকে প্রভু ও ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা দূর হইতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে আসিয়া পড়িলেন; কিরূপে—না, যেরূপে নব-বিবাহিতা বালিকা স্বামীর বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া প্রণাম করেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, আর নয়ন দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও বিনীত-ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং যত্ন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুকে প্রসাদ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই রাজার প্রদত্ত উপহার-দ্রব্য সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও বাণীনাথ প্রভুর সমীপে লইয়া আসিলেন। পাঠক! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিল, তাহা জানিলে নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন, ভাবিয়া শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থকার বিবরিয়া বলিতেছেন, যথা—

"ছানা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল। নানাবিধ কদলক আর বীজ-তাল॥
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার। অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা দোনার বড়ি আর কর্পূরকুলি সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি॥
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী। ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার। রিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ-ছোলাঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার। ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী। সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি-খানি॥
লেবু কোলি আদি নানাপ্রকার আচার। লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥"

এই তালিকা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। রাজার উপহার-দ্রব্যে অর্দ্ধ-উপবন ভরিয়া গেল। উপহার দর্শনে প্রভুও সন্তুষ্ট হইলেন। কেন না,—যথা (চরিতামৃত)—

"এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন। এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন।"

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ-সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনাও আসিল। ভক্তগণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া এক এক ভক্তের সম্মুখে আপনি দশ-দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে গিয়াছি, আর তিনি স্বয়ং আমাদিগের আতিথ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান্ আপনি পাতা পাইতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান্ শেষে আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বস্থন।" শ্রীভগবান্ বিনয়ের খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহকর্ত্তা,—অতিথি সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না দেখিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতে গেলেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ তাড়াতাড়ি বসিলেন। তখন শ্রীভগবান্ নিজ হস্তে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র উদার,—আতিথ্যের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত। শ্রীহস্তে এক-এক জনের পাতে দশ দশ জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। ইহার স্থগন্ধে নাসিকা মাতিতেছে। মনে ভাবুন যেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধা উহা রন্ধন করিতেছেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বসেন নাই, কাজেই ভক্তগণ কিরূপে ভোজন করিবেন? শ্রীভগবান্ পরিবেশনে ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, ভক্তগণ হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন। যদিও শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, কিন্তু তখন তিনি মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। স্থতরাং অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে, মনুষ্য তাঁহার সহিত কিরূপে গোষ্টি করিবে? কাজেই তখন তাঁহাকে অতি নিরীহ ও সরল প্রকৃতিস্থ হইতে হইয়াছে। তাই ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ যেন বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনারা বস্থন সেবা করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন?" তখন একজন মর্ম্মীভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! বুঝিতেছ না, তুমি না বসিলে, ইঁহারা কিরূপে ভোজন করিবেন?" তখন লজ্জা পাইয়া ঠাকুর আপনি বসিলেন।

গোপীগণ শ্রীগোলোকে যেরূপে নবীন-নাগরের সহিত খেলা করিয়া থাকেন, ভক্তগণ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সেইরূপ খেলা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর

প্রভু ভোজনে বসিলে, স্বরূপ, দামোদর, গোপীনাথ প্রভৃতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজগণ লঞা। ভোজন করাইলা সবায় আকণ্ঠ পুরিয়া॥"

ভক্তগণের সেবা হইয়া গেলে, দেখা গেল ন্যূনাধিক সমস্র লোকের আহারীয় উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তখন প্রভুর আহ্বানে সহস্রেক কাঙ্গালী আসিল এবং তিনি গোবিন্দ প্রভৃতির দ্বারা তাহাদিগকে খাওয়াইলেন।

প্রভু বলেন "হরিবোল" ;—আর সহস্র কাঙ্গালী হরিধ্বনি করে।

"হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়" (চরিতামৃত)

কাঙ্গালী-ভোজন করাইয়া ও তাহাদিগকে দক্ষিণাস্বরূপ ভক্তি-ধন দিয়া, প্রভু নিজগণ সহ আরাম করিতে লাগিলেন।

নারিকেল-শাসন-বনের ভোগকার্য্য সমাধা হইলে গৌড়ীয়গণ আবার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে গেলেন, কিন্তু রথ আর চলেন না। তখন তাঁহারা প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবুও রথ চলেন না। এদিকে প্রভুর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়াদি সমাপন করিতে গৃহে গিয়াছেন। অপরাহ্নে সংবাদ পাইলেন যে, রথ চলিতেছেন না। মনে করুন, রথ না চলা বড় দোষের কথা। ইহাতে একপ্রকার বুঝা যায় যে, যাঁহার রথ, তাঁহার কিছু অপরাধ হইয়াছে। রাজা এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ নারিকেল-শাসন-বনে দৌড়িয়া আসিলেন। প্রথমে রাজা বড় বড় মল্লগণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। আপনি মহামল্ল, আপনিও ধরিলেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন না। তখন রাজা আরও ব্যস্ত হইলেন। মল্লগণ অপারক হইলে, রাজা বড় বড় হাতী আনাইয়া রথে জুড়িয়া দিয়া রথ নড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রথ চলিলেন না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে মাহুতগণ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল, হস্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চীৎকার করিতে লাগিল, তবু রথ চলেন না। পরিষ্কার পথে রথ রহিয়াছেন আর ঐ পথে এই পর্য্যন্ত রথ অনায়াসে আসিয়াছেন, এখন কেন চলেন না? রাজা নিশ্চিত বুঝিতেছেন যে, তাঁহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা শুধু রাজা নয়, উপস্থিত সকলেই ভাবিতেছেন।

এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়া উহা চালাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভু গণ-সহ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন দেখিলেন যে, রথ চালান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য, তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতরে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন! প্রভু অমনি, 'ভয় কি, এই যে আমি,' নয়নভঙ্গী দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। প্রভু যদি চলিলেন ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু হস্তীগুলিকে রথ হইতে ছাড়াইয়া রথের রজ্জু নিজজনের হস্তে দিলেন; আর আপনি রথের পশ্চাতে যাইয়া মস্তকস্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগিলেন। রথ অমনি গড়গড় করিয়া চলিলেন। যাঁহারা রথের দড়ি ধরিয়া টানিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিতেছেন না, উহা যেন নিজ-শক্তিতে চলিতেছেন। তখন সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। যথা চরিতামৃতে—

"জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য।
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে; প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে।"

প্রথমে বড়জানা (রাজকুমার) প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন; এখন রাজা নিজে হইলেন। তাঁহার তখন গৌর ধ্যান ও গৌর জপ সাধন-ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে যে চৌষট্টি মহান্ত আছেন, প্রতাপরুদ্রও তার মধ্যে একজন হইলেন। প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। এই গ্রন্থ না হইলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থে গৌরলীলা অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্যলীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর নীলাচল গমনের পূর্ব্বকার লীলা অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প্রভু গোলোকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত হইলেন। চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, তবু না আসিলে নয়, তাই রথের পথে সুবর্ণ-মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। যথা (চন্দ্রোদয় নাটকে)—

"শ্রীচৈতন্য-ভগবান কৈলা অন্তর্দ্ধান। বিরহ-বেদনায় রাজা আকুল পরাণ ॥
সেবা-অধিকার আছে না আইলে নয়। তে কারণে যাত্রাকালে করিল বিজয় ॥
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া পথ মাজি যায়। প্রভু লাগি কান্দে, পথ দেখিতে না পায়॥
এমতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত ধরে।" বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না পারে॥

রাজা ঐ সেবা করিয়া প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ যখন রথ-যাত্রার পূর্ব্বে ঐ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতেন। কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, তাঁহার নীচসেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন। রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান সুখ। কিন্তু আজ প্রভু কোথায়? কে তাঁহার সেবা দর্শন করিবে, কাহার দর্শনে সুখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার সেবা দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য! তখন রাজা একেবারে ধৈর্য্য-হারা হইলেন। পথ-মার্জ্জন করিতে যান, চোখের জলে দেখিতে পারেন না। তখন সেই বীরপুরুষ, পতিহীনা, নব-বিয়োগিনী যুবতী-রমণীর ন্যায়, প্রভু যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন সেই দিকে চাহিয়া, মার্জ্জনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন পাত্র-মিত্রগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। রাজা, রামানন্দ প্রভৃতি মর্ম্মী-বন্ধুগণ লইয়া, বিরলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে,

"নির্ব্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলে বিরলে। আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেনকালে॥"

তারপর রাজা কান্দিতে কান্দিতে আমারে বলিলেন—"হে প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ, সেই জগন্নাথ আছেন, সেই মহোৎসব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজিতেছে, আনন্দের সমুদায় সামগ্রীই রহিয়াছে, কিন্তু—

"মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য। হায় কি উপায় করি মুই হত-পুণ্য॥"

শেষে বলিলেন,—হে কবিবর! আমি প্রভুর বিরহ-বেদনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রভুর লীলা নাটকাকারে লিখিয়া আমাকে দেখাও, তাহাই দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিব।" এইরূপে রাজার অনুরোধে কবিকর্ণপুর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাম দিয়া মহাপ্রভুর লীলাগুলি নাটকাকারে লিখিতে বসিলেন।

রাজা শ্রীপ্রভুর একটি নাম রাখিয়াছিলেন—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" অতএব,—জয় প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতার জয়! জয় প্রতাপরুদ্রের জয়! প্রভুর শক্তিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে রথ গুণ্ডিচায় যাইয়া পৌছিল। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন। আর প্রভু অমনি ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেখিলেন। শেষে সকলে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উপবনে আসিয়া রাত্রিবাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে রামানন্দরায় শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচিয়া রাজাকে দেখাইয়া ও শুনাইয়াছিলেন। যে কয়েক দিন রথ সুন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিন প্রভু ঐখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজসপত্র সবে এক জোড়া খড়ম, একখানা কান্থা, একটি জলপাত্র ও দুইচারি খানা কৌপীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং প্রভুর রাত্রিবাস যেখানে-সেখানে করিলেই হইত। প্রভু মধ্যাহ্নের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, অপর সময় সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে, কি অন্যান্য উপবনে, ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করেন। অধিক রাত্র হইলে রাত্রিবাসের জন্য উপবনে শয়ন করিতে আসেন; তখন প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ণ-ভাব একেবারে উদয় হয়, আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা-ভাব প্রকাশ হয়েন। কখন সহজ জ্ঞান হয়, কিন্তু আবেশ একেবারে যায় না। এই সুন্দরাচলে প্রভু সচেতন আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্যকৌতুক, তত্ত্ব-আলাপ, এমন কি, ভক্তগণের গার্হস্থ্য-কথা লইয়াও অল্প স্বল্প চর্চ্চা করিতেছেন, তবুও তাঁহার মনে অটল বিশ্বাস যে,—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীমতা রাধা ও তাঁহার সখীগণ লইয়া বিহার করিতেছেন,—এই ভাবে প্রভু আনন্দে বিভোর। তখন তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ, কি কৃষ্ণ লাগি ক্রন্দন নাই।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে দুইশত ভক্ত আসিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের বহু ভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের ইচ্ছা এই সকল ভক্ত এবং প্রভুর সঙ্গে যে কয়েকটি সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। সুতরাং প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, প্রায় চারি শত লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের যে নয় দিবস জগন্নাথ সুন্দরাচলে রহিবেন, তাহা গৌড়বাসী নয় জন মুখ্যভক্ত বাটিয়া লইলেন। ইঁহারা রোজ এক এক জন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন। আর গৌড়বাসী ভক্তগণ যে চারিমাস নীলাচলে থাকিবেন, এই চারিমাস ১২০ জনে ভাগ করিয়া লইলেন। তাহাতেও যদি না কুলায়, তখন প্রত্যহ ২।৩ জনও নিমন্ত্রণ করিতে অধিকার পাইলেন। এইরূপে প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। তখনও প্রভু ভক্তগণ সহ আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে জগন্নাথের সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিলেন। সেখানে মধুর-মধুর নৃত্য-গীত হইতে লাগিল। মধুর বলি কেন, না, তখন সকলের ধারণা—শ্রীশ্যামসুন্দর এখন বৃন্দাবনে। গীতও সেই ভাবের। সেই আহ্লাদে চারিশত ভক্ত একেবারে ঝম্প দিলেন। প্রভুর তখনও ধারণা যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরও সেই ভাব। ইঁহাদের মধ্যে 'পতিত-পাবন' অদ্বৈতাচার্য্য আছেন, 'অতি-বিজ্ঞ' সার্ব্বভৌম আছেন, 'অতি-দীন' হরিদাস আছেন, 'অতি-জ্ঞানী' পরমানন্দপুরী আছেন, 'অতি-ভালমানুষ' গদাধর আছেন, 'অতি-রুক্ষ' দামোদর-পণ্ডিত আছেন; কিন্তু সকলেই মহা-চাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য জীবের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, পরমানন্দপুরী তাঁহার ধ্যান ছাড়িলেন, দামোদর তাঁহার শাসন শিথিল করিলেন। এক কথায়, সকলে ব্রজবালকের ন্যায় জল-খেলা করিতে লাগিলেন। যদি একটী পাগল জলে সন্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারিশত লোকে উহা দেখিতে দৌড়ায়। যদি চারিশত পাগল এইরূপ জলে গণ্ডগোল করে, সে যে কি ব্যাপার অনুভব করুন। একটি ভব্য-লোকেও জলে ঐরূপ পাগলামি করিলে, বহুতর লোক রহস্য দেখিতে যায়। কিন্তু এই চারিশত ভব্যলোক, প্রভু স্বয়ং, ভুবনবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দরায় প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ্য লক্ষ্য লোক দেখিতেছেন।

পূর্ব্বে ভোজনে ভজনের কথা বলিয়াছি, জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয় অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। প্রভুর এই চারিশত ভক্ত, ইঁহারা প্রায় সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন ও খ্যাতাপন্ন লোক। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আষাঢ় হইতে আশ্বিন, কি ইহারও অধিক কাল দেশ, ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া দিবানিশি কেবল প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন। কোথায় কে শুনিয়াছেন যে, চারিশত লোকে চারিমাস অহোরহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মত্ত রহিয়াছেন। এ ভজনে যাগ-যজ্ঞ কি মন্ত্র-তন্ত্র নাই; তবে ভজন কি লইয়া,—না, স্নান আহার নৃত্যগীত ও উদ্যান-ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে কোন প্রবৃত্তি-ধ্বংসের প্রয়োজন নাই; তবে এই সমুদায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সকল প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান্ উহা দিতেন না। আর সমুদায় প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার-শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য।

'সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জলক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন করিয়া সমীহ নাই। জলে নানাপ্রকার রহস্য করিতে করিতে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও অদ্বৈতে; অদ্বৈত হারিয়া নিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও স্বরূপে বাধিয়া সমান সমান হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিল—উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের সহিত নবীন গদাধরের বাধিল। শেষে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমে ঘোরতর বাধিয়া গেল। উভয়েই উড়িষ্যার রাজার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। ইহাদের চাঞ্চল্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। প্রভু দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া গোপীনাথকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য ও রামরায়কে একটু শান্ত হইতে বল। উভয়ে পরমপণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে কি বলিবে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর! ভুবনবিখ্যাত সার্ব্বভৌম-ঠাকুরের বালচাপল্য, ইহা তোমার কৃপার সাক্ষী। ইনি কি ছিলেন, আর কি হইয়াছেন!" এখন স্বয়ং প্রভুর কাণ্ড শুনুন। শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বনে শয়ন করাইয়া আপনি তাঁহার হৃদয়ের উপর পৃষ্ঠাবলম্বনে শয়ন করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্ম্মুহু হরিধ্বনি এবং হাত-ধরাধরি করিয়া "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্যও হইতেছে!

স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই উদ্যানে মহোৎসব হয় না। সেখানে, মহারাজের কৃপায়, বহুতর উপবন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। চারিশত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে মহোৎসব-কর্ত্তা সকলকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহারে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ? না, ইহাতে—

> নবজাতি-কুন্দ-করবীর যুথিকা নবমালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
> বকুলৈ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং ॥৪ চৈ-চ কাব্য

অর্থাৎ অভিনব-জাতি কুন্দ, করবীর-যুথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী-সমূহ, বকুল, চম্পক, রসাল আম্র-শিশু-বৃক্ষে সমাবৃত উপবনে ভক্তগণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবেশ করিলেন। যথা চরিতামৃতে—

> "বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে। ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল-পবনে ॥"

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে স্ফূর্ত্তি হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আর সেখানে প্রভুও গিয়াছেন। তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি প্রভুর গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্য ১৮ সর্গ—

> বিলসৎ-কলকণ্ঠ-কাকলীং কলয়ন্ কোমলচিত্তবৃত্তিকঃ।
> মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে ॥৪

প্রভুর মনের ভাব যে, তাহারা সকলেই বৃন্দাবনবাসী, কাজেই তাঁহার নিজ-জন। কোকিল কুহুরব ও ভৃঙ্গ গুণ-গুণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছে।

> প্রতিভূলরুহমূলমুল্লসন্ প্রতিবল্লি প্রতিকুঞ্জমঞ্জনা।
> প্রতিসৈকতরঞ্জিতস্থলং বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ ॥৩

প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রতি বৃক্ষ,—যেন তাঁহার পরিচিত ইহা ভাবিয়া এবং তাহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য ভক্তগণ দাঁড়াইয়া। তাঁহারাও সেই রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত আরম্ভ করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না যাহার সমুদায় অঙ্গ, মিলন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত বংশী-বদনের গীত—মধুর-মধুর বংশী বাজে বনে। ধ্রু। পরমামৃত সিঞ্চিত ভেল ত্রিভুবন, গোকুলনাথ বেণু গানে" ইত্যাদি।

এই গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল এবং তিনি আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—

"অষ্টভাববলিতং সতু যুগপথৎ শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্॥
আননর্ত্ত রভসাদবশতনুর্গায়তোঽস্য মধুরং বহু রচয়ন্॥" ৩৬ (চৈতন্যচরিত ১৭ সর্গ)

এক এক বৃক্ষতলে প্রভু একা নৃত্য করিতেছেন, ও বাসুদেব একা গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু দেখেন যে সম্মুখে আর একটি বৃক্ষ,—সেও তাঁহার সখী ও তাঁহার কৃষ্ণের প্রিয়বস্তু। তখন প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই বৃক্ষটি মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। অমনি এ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে যাইয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং বাসুদেবও নূতন পদ ধরিলেন। আর ভক্তগণ স্তব্ধ হইয়া এই লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষ-পত্রে, বৃক্ষ-কুসুমে ও লতায়, অবশ্য মাধুর্য্য আছে। কিন্তু সে মাধুর্য্য সমভাবে আস্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই,—ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। প্রেমভক্তি-ভজনে সেই মাধুর্য্যের আস্বাদ-শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন হৃদয় ভক্তি কি প্রেমে আর্দ্র হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুসুমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুঞ্জ কুসুমাবৃত হইয়াছে ও তাহাতে ভৃঙ্গগণ বসিয়া উন্মত্ত হইয়া মধুপান করিতেছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুই জন, আর সুন্দর-পুরুষ চারিজন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও শ্রীরঘুনন্দন। আর নৃত্যকারীর মধ্যে প্রধান দুই জন,—প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্য ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়,—প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতিবড় পাষণ্ড, অতিবড় পাপী ও অতিবড় নাস্তিক, শ্রীভগবদ্ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মী-ভক্তের মধ্যে এক জন প্রধান। ইহা হইতে "নিমানন্দ-সম্প্রদায়" প্রচলিত হয়। ইঁহারা 'নিমাইপণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়া' ভজন করেন। ইঁহারা মাধুর্য্য-উপাসক তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য্য-ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বক্রেশ্বরকে পার্শ্বে দেখিয়া তাঁহাকে নৃত্য করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর গাইতে আরম্ভ করিলে, স্বরূপাদি তাঁহার দোসর হইয়া সঙ্গে গাইতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃতে :—

"প্রভুর সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়। দিক্‌বিদিক্ নাই প্রেমের বন্যায় ॥"

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই নৃত্য দেখিয়া শ্রীপ্রভু এত মুগ্ধ হইলেন যে, অতি-প্রেমে তাঁহাকে গাঢ়-আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিত কাব্যে (১৭ সর্গ)

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভসমনুচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘুবিন্যাসন্ রাজতে সুমধুরুচির পাদপদ্মদ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

"শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখনও বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখনও বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র-শীঘ্র বিন্যাস করতঃ শোভা পাইতেছেন।"

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ ॥
লঘু ইঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিতরুচির রুচাক্ষণং দীপয়ন্ ॥২৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গৌরচন্দ্র কখনও মুহুর্মুহু বিবিধ বিলাস বিস্তার করতঃ পুনঃ পুনঃ সেই বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙ-মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া সুমধুর অস্ফুট স্বরে মৃদু মৃদু গাইতেছেন।"

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, জীবের প্রতি শ্রীভগবানের কত ভালবাসা। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কেবল ভক্তচূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।

হোরা-পঞ্চমীতে নীলাচলে লক্ষীবিজয় উৎসব হয়। তাহা দেখিতে প্রভু গমন করিলেন এবং দর্শনান্তে সুন্দরাচলে আসিলেন। নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে চলিলেন; প্রভুও ভক্তগণ সহ রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন, এবং রাজাও পাত্র মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড ছিন্ন ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষে তোমাদিগকে জগন্নাথের এই পট্টডোরী আনিতে হইবে। এখন হইতে তোমরা ইহার যজমান হইলে। এই খণ্ড-ডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপে উহা প্রস্তুত করিবা।" কুলীনগ্রামের প্রধান সত্যরাজখান বসু ও রামানন্দ বসু। তাঁহারা কুলীন-কায়স্থ, মহা সম্ভ্রান্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ- ভ্রমণকালে শ্রীরামানন্দকে দ্বারকার নিকট পাইয়াছিলেন। ইনি পদকর্ত্তা। কুলিনগ্রামবাসীরা এইরূপে প্রভু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি কুলীনগ্রামের বসু মহাশয়গণ জগন্নাথের পট্টডোরী যোগাইতেছেন।

প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। আর "একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব। প্রভু সঙ্গে তথা ভোজন করে ভক্তসব॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ কখন প্রসাদ ক্রয় করেন, কখন বা আপনারা জুটিয়া ঘরে রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত একদিবস তুলসী পুষ্প চন্দন পাদ্যঅর্ঘ্য লইয়া আসিয়া প্রভুকে পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীপদে তুলসী দিতে গেলেন, কিন্তু ঠাকুর উহা দিতে দিলেন না। তখন প্রভুকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া, তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপিয়া, তাঁহার মস্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিয়া, জোড়-হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌতুকী-প্রভু যেন এ সমুদায়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, প্রভু বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত থাকুক, এখন আমি তোমাকে পূজা করিব।" ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ গালবাদ্য করিতে করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়া হাসিয়া সংস্কৃতে এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যথা—"হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রমে হে বিষ্ণু! হে সীতে! হে রাম! হে শিব! তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার!"

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন-জলে "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া, আর প্রভু হাসিতে হাসিতে "শিবায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

তৎপরে শুভ জন্মাষ্টমী আসিলে, প্রভু গণসহ উৎসব করিলেন। এই মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন; আর প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসাদী একখানি বহুমূল্য বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। প্রভু তখন ভাবে বিভোর, কাজেই কিছু জানিতে পারিলেন না। তারপর প্রভু ভক্তগণ লইয়া রামলীলা আস্বাদন করিলেন। শেষে দীপাবলী ও রাসলীলা হইল। এইরূপে চারিমাস ফুরাইল। তখন প্রভু ভক্তগণকে লইয়া বসিলেন এবং তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাকুল হইলেন। প্রভুর তনুখানি প্রেম দিয়া গড়া। তাঁহার বয়ঃক্রম সবে ২৭।২৮ বৎসর। বাল্যকালে খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারিমাস পরমানন্দে কাটাইয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের সঙ্গসুখে তিনি এতদিন নদীয়া ও সংসার-বাসসুখ অনুভব করিয়াছেন। এখন আবার সেই সন্ন্যাসী হইতেছেন! তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। তবে কৃপা করিয়া প্রতি বৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও। আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" এই কথা শুনিয়া সকলে নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে গমন করেন ইহা কাহারাও ইচ্ছা নয়, তখন তাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহ সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যিনি গৃহী, তাঁহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিতে দেন না। প্রভুর আজ্ঞায় অবশ্য তাহাদের গৃহে যাইতেই হইবে। প্রভু একটু নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি কৃপা করিয়া মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা।" শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে বলিলেন, "তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! রাঘবের কিরূপ সেবা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, তিনি কিরূপ নারিকেল-ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁহার বাড়ীতে শত-শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাঁচগণ্ডা। কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্টি নারিকেল আছে, তবে চরি পণ দিয়াও তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দেন।

মনুষ্য দুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব নত হয় কষ্ট পাইয়া; আর সুখ্যাতিতে নত হয় সুখ পাইয়া। প্রভু যতই রাঘবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ততই তিনি আপনাকে প্রভুর সুখ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভু উঠিয়া রাঘবকে বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন এবং রাঘব চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু শ্রীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে চাহিলেন। তাঁহাদের প্রধান মুকুন্দ। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা। নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই বিহ্বল হইতেন। তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান্ পুরুষ, মদনের অবতার। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে লাড়ু খাওয়াইয়াছিলেন। সেই ঠাকুর অদ্যাপিও অর্দ্ধভুক্ত লাড়ু হাতে করিয়া শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি ঠিক বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা?" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘু আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র।" প্রভু বলিলেন, "এ কথা ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই পিতা। শৈশব হইতেই রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছেন।" ভক্তগণ এখন মুকুন্দের কথা শুন। ইনি গৌড়ের মুসলমান-রাজার বৈদ্য। ইনি রাজসেবা করেন বটে, কিন্তু ইহাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম গুপ্তভাবে থাকে, কেহ জানিতে পারে না। একদিন রাজা উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কাছে নিজ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আসিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইল, আর অমনিই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া উচ্চ টুঙ্গি হইতে নিম্নে পড়িয়া গেলেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং প্রাণ আছে দেখিয়া সুখী হইলেন। মুকুন্দ চেতনা পাইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত ব্যথা পাও নাই?" মুকুন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "বড় একটা নয়।" তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অচেতন হইলে কেন?" মুকুন্দ বলিলেন যে তাঁহার মৃগী-রোগ আছে। কিন্তু রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না, কারণ প্রেম ও মৃগী-রোগে অচেতনের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা সকলেই বুঝিতে পারে, রাজাও বুঝিলেন।

প্রভু তারপর রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন; বলিলেন শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের সন্নিকটে পুষ্করিণী। তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষে কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি করিয়া কদম্বফুল পান ও তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেমন আছেন তেমনি থাকুন, আর তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও পরিবার প্রতিপালন কর।" শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌর-প্রেমই খণ্ড-বাসিগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরির ভজনীয় বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নিজ-গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। নরহরি হইতে ত্রিলোচনদাসকে ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাইয়াছি। তাঁহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ও নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ যে, সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ প্রভুর লীলা বাঙ্গালায় লেখা হয় এবং উহা পড়িয়া সকলেই উদ্ধার হয়। তাঁহার এই আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের সৃষ্টি। কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া গিয়াছেন— "প্রভুর লীলা লিখিবে যে, বহু পরে জন্মিবে সে।" এই কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া যাইতেছি। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউক, তাঁহা হইতেই সকলে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু এইরূপে এক-এক ভক্তের গুণ বর্ণনা করিতেছেন, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তিনি ভাবিতেছেন যে, প্রভু অদোষদর্শী, তাই তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছেন, আদপে তিনি অতি মন্দ। প্রভু যখন তাঁহাকে এত ভাল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তাহার ভাল হইতেই হইবে। এইরূপ মনোভাবের মধ্যে প্রভুর করুণস্বর শুনিয়া ও তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া ভক্তগণ তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র,—সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছেন, নদিয়ায় থাকিয়া তাহা শুনিয়া বাচস্পতিও প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন, এবং তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন।

তৎপরে প্রভু কুলীনগ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন। শেষে বলিলেন, "তোমরা প্রতি-বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবে। হে কুলীনগ্রামবাসিগণ! তোমাদের গ্রামের কুক্কুর পর্য্যন্ত আমার প্রিয়।" গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহার আরম্ভে আছে, "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের হস্তে বিকাইয়া আছি।" এই কথা শুনিয়া রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্যরাজ খান কৃতজ্ঞতা-রসে মুগ্ধ ও গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন "বৈষ্ণব কাহাকে বলি?" প্রভু বলিলেন, "যে কৃষ্ণনাম করে সেই বৈষ্ণব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরণ না করে, তবুও সে বৈষ্ণব।" অনেকে বলেন, গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বাঙ্গলার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

তারপর শিবানন্দ সেনের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার নিজ-জন। এই সব ভক্তকে তুমি প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়া থাক। তোমাকে আর একটি ভার দিব। ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাসুদেব গৃহী, ইহার সঞ্চয় প্রয়োজন। কিন্তু উনি উদার-চরিত যে দিবস যাহা পান তাহাই ব্যয় করেন। তুমি ইহাঁর সংসারের ভার লইয়া যাহাতে ইহার কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিবা।" এই কথায় পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, ইহাদের উভয়ের বাড়ী কাঞ্চনপল্লী বা কাচনাপাড়ায়। তারপর প্রভু বলিলেন, "বাসুদেব দত্তের কথা কি বলিব। তিনি একটি বস্তু!—নিরীহ, লাজুক, দয়ালু ও ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে যত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদায় তাঁহাতে হইয়াছে।" প্রভু তাঁহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে বাসুদেব বিশেষ লজ্জা পাইলেন; ক্রমে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন! ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছেন, সে ঋণ-শোধের একমাত্র উপায় সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্রভুর দুটি চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু-দয়াময়! তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সবই পার। তোমার জীবগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ। এ জন্য তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি জীবের সমুদায় পাপ আমাকে দাও, আমি উহা লইয়া নরক-ভোগ করি, আর তোমার সমুদায় জীব উদ্ধার হইয়া সুখী হউক। জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভু আমার দুঃখ মোচন কর। তুমি আমাকে যে এত কৃপা করিতেছ, সে ঋণ পরিশোধেরও আমার অন্য উপয় নাই।"

এরূপ প্রার্থনা ত্রিজগতে কেহ কখনও করিতে পারেন নাই। যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে মুখে। কিন্তু বাসুদেব ভক্তশিরোমণি; তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন, ইহা ভণ্ডামি হইতেই পারে না। ভণ্ডামি করিলে, উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক হইয়া, কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাসু, প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী-দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তারপর, বাসুদেবের মনের ভাব বুঝিয়া আপনার হৃদয়-তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যেহেতু অশ্রু কম্প প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবগুলি, একেবারে তাঁহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সেই সঙ্গে বিস্ময়ে আনন্দে ও কারুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহবা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ভগ্ন-স্বরে বলিতেছেন, "বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বেশী কিছু নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ,—কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপা-পাত্র।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া মনের বেগ দমন করিয়া, আবার বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, তিনি ভক্তের প্রার্থনা অন্যথা করেন না; তাঁহার পক্ষে সমুদায় জীব উদ্ধার করাও কঠিন নহে। অবশ্য তিনি তাঁহার ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তবে তুমি যে উপায়ে বলিতেছ, সেরূপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না!

জীবগণ সাধন-বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যখন দেখিলাম যে, যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "হে ভগবান্! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর।" তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঔদার্য্য আর হইতে পারে না। পরে যখন দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন, "হে ভগবান্! এই যে ইহারা আমাকে নিষ্ঠুর-রূপে প্রহার করিতেছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। তবু ইহাদের গতি কি হইবে, ভাবিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি। হে প্রভু, তুমি ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।" তখন দেখিলাম যে, এটি আরও বড় কথা। এখন দেখিতেছি যে, বাসুদেব সরল মনে সমুদায় জীবের পাপ আপন-স্কন্ধে বহন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন! এরূপ কথা কখন শুনি নাই; আর যে শুনিব, তাহা মনে কখন উদয়ও হয় না। ইহা অপেক্ষ বড় কথাও অননুভবনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহাত্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। কথায় বলে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, আর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া বিচার করুন।

তারপরে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন ভাবিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। অমনি শ্রীপ্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী ও তাঁহার মাতৃসখী মালিনীর পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার বৃন্দাবন। তখন তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী-ঘর আছে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্ত্তমান, আর এ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, এ সকল কথা একেবারে তাঁহার হৃদয় মাঝে উদিত হইল। তাঁহার শৈশব-ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যাবিলাস, তাঁহার গৃহ ও ফুলের বাগান, তাঁহার মাতার সেবা, তাঁহার প্রিয়ার বিয়োগ-দশা,—পর-পর মনে উদিত হইয়া শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ফেলিল। তখন তিনি অশ্রু-নয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বল-বল, আমার স্নেহময়ী মাতা ত বেঁচে আছেন?" প্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছু কেহ শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতেও সাহসী হইতেন না, আর প্রভুর হৃদয় মাঝে কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তুর স্থানও ছিল না। যদি কখন জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তিভাবে,—স্নেহভাবে নয়। কাজেই প্রভুর যে মাতার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতেও পারিতেন না,—তিনি সর্ব্বদাই মায়ার অতীত থাকিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র-জীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্নেহ মমতা কি ভালবাসা পান না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া লইতে হয়। তাই শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ যদি চিরদিন মায়াতীত হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি জীবের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখে ঘর-সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া, মধু হইতে মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "আমার মাতা কি বেঁচে আছেন?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অতি মধুর মায়ারসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "আমি কি বাতুলতা করিয়াছি! এমন কি কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবার কি প্রয়োজন ছিল? কৃষ্ণ-প্রেম জীবনে পরম-পুরুষার্থ, তজ্জন্য ত সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন নাই। এখন বুঝিতেছি, যখন সন্ন্যাস লইয়াছিলাম, তখন আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কিন্তু প্রভু নীলাচলে, আর তাঁহারা নবদ্বীপে, সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ পাইতেছেন। তবে তাঁহাদের দুঃখ এত অধিক কি? তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
...mayee Ashram
BANARAS

দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিজজন শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিজগতে পূজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের লাঘব হইতেছে। আর প্রভু যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে কি জীবে তাঁহার ধর্ম্ম লইতে পারিত ?

নিমাই বলিতেছেন, "আমার কর্ত্তব্য বৃদ্ধা-জননীর সেবা করা। তাহা না করিয়া আমি এ কি করিতেছি ! আমি কাহার হাতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম ? এ ঘোর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার অতি-সরলা, অতি-বৃদ্ধা, অতি-স্নেহময়ী জননীর পাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি ! হে ভক্তগণ ! আমার জননীর ঋণ কি আমি শোধ দিতে পারি ? আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের কি অবধি আছে ? কোন দিন গৃহে শালগ্রামের ভোগের আয়োজন একটু অধিক হইলে, অমনি জননী ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে ডাকিয়া বলেন, "নিমাই ! তুমি ঘরে নাই, এ সব আমি কাহাকে দিই ? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাস, এ মোচার ঘণ্ট আমার কে খাইবে ?" মা নবদ্বীপে শোকে এইরূপে রোদন করেন, আর আমি নীলাচলে স্থির হইয়া ভজন করিতে পারি না।" ইহা বলিতে-বলিতে প্রভুর শ্রীভগবানের ভাব হইল। তখন বলিতেছেন, "আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য মুহুর্মুহু শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, কিন্তু তবু তাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য। যখন আমাকে দর্শন করেন, তখন আনন্দসাগরে ভাসেন ; আবার আমার অদর্শনে আমার দর্শন স্বপ্ন বলিয়া ভাবেন। কখন-বা আমি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আমাকে ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে ভাবেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী-দিবসে আমি জননীর নিকটে বসিয়া ভোজন করিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত ! এ সমুদায় কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও ; আর আমার হইয়া তাঁহার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষমা মাগিয়া লইও। বলিও, আমি তাঁহার অবোধ-শিশু, যদি না বুঝিয়া তাঁহাকে ত্যাগরূপ মহা-অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন; আমি তাঁহারই আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ষণকালের নিমিত্ত আবার নিমাই-ভাবে বিহ্বল হইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অধীর হইয়া সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা-আবেশ, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য প্রসাদী-বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভু চেতনা পাইয়া বস্ত্রখানি দেখিলেন; এবং উহা লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবের ভক্তিপথ-শিক্ষাদাতা-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন,—"জগন্নাথের প্রসাদী-বস্ত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী-শ্রীশচীদেবীকে পাঠাইয়া দাও।" প্রভু শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে-করিতে কষ্ট-শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পরে সেই বহুমূল্য প্রসাদী-বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহা আনাইলেন, এবং বহুবিধ প্রসাদের সহিত উহা শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত! এই সমুদায় তাঁহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে।" প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না,—সন্ন্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতেও নাই। তবে তিনি প্রিয়াজীকে যে ভুলেন নাই, তাহার নিদর্শনও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বহুমূল্য শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে হইলে কাহার না হৃদয় দ্রব হইবে?

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও ভজনা করেন। তাঁহারা প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপে এই বস্ত্র-প্রেরণ-কার্য্যে ইহাই অনুভব করেন যে, শচীদেবীর স্বুবর্ণ-স্বুত্রগ্রথিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, ইহাই তাঁহার প্রিয়ার নিমিত্তই পাঠাইয়া দিলেন। এ কথা বলি কেন,— না তাঁহার ভুবন-মোহন স্বামী তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, এবং আগ্রহ করিয়া স্বুবর্ণ-স্বুত্রগ্রথিত শাটী পাঠাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বুখী হইবেন। আবার ভক্তগণ এই কার্য্যের দ্বারা ইহাও ভাবিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে এই শাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া ভজন করিতে হইবে। ভক্তগণকে বিদায়কালে প্রভু চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন, তবে যে তাঁহার হৃদয়ে ভক্ত-বিরহ দুঃখ খেলিতেছে, তাহা তাঁহার মলিন বদন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল। ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চৈতন্য আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে, আইলেন শ্রীগৌর মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম, কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই স্বুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ, সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা।
পাণিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি, রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া, বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত-দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ আঁখি, প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম-চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী, পাপ-তাপ-দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই-চাঁদে, প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তাহা নয়। প্রভুর সঙ্গে গৌড়বাসি-গণের মধ্যে সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ, স্বরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, অন্য হরিদাস, রামদাস, গদাধরদাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুঘোষ (পদকর্ত্তা) প্রভৃতি রহিলেন । শ্রীগদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়া যমেশ্বর-টোটায় গোপীনাথের সেবা আরম্ভ করিলেন । সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন শ্রীমন্দিরে যাইয়া বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় পরেন, সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। প্রভু বা কোথায় আর নিতাই বা কোথায়? কখন নিতাইচাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ। শ্রীনিতাইয়ের কোন নিয়ম পালন নাই, যেখানে-সেখানে প্রসাদ-ভোজন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রভুর ভক্ত ভাবে হৃদয়ে দুইটি ব্যথা,—কৃষ্ণ-বিরহ ও জীবের দুঃখ। শ্রীভগবান্ এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রভু, তবু অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীব তাঁহাকে ভুলিয়া নানা কারণে অনর্থক দুঃখ পাইতেছে, প্রভুর মনে এই বড় দুঃখ। শ্রীভগবৎচরণ আশ্রয় না করিয়া দুঃখ পাইতেছে, এইরূপ মলিন জীব দর্শন করিয়া কখন-কখন প্রভু ব্যাকুল ও ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে কান্দিয়া উঠেন। যথা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বাসুর পদ—"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥"

যাহাতে জীব হরিনাম করিয়া সুখী হয় ইহাই প্রভুর নিতান্ত সাধ। একদিন কোন ভদ্রলোক নীলাচলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কৌতুকী-প্রভু তাহাকে বলিলেন যে, তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন,—যে লক্ষেশ্বর নহে, তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ লয়েন না। যে ভালমানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! লক্ষ কোথা পাবো, সহস্র নাই।" তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাঁহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যিনি প্রত্যহ লক্ষনাম জপ করেন।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, "প্রভু, আমি এই অবধি লক্ষ-নাম জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি।" প্রভুও বলিলেন, "তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে, লক্ষ-নাম জপ না করিলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা যায় না। কাজেই অনেকে লক্ষ-নাম-জপ-রূপ সাধন গ্রহণ করিলেন।

এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে প্রভুর প্রধান সহায় দুইজন,—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে আচণ্ডালকে কৃষ্ণনাম দিবার আজ্ঞা দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন, ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, নিজে আনন্দে নৃত্য না করিয়া, দুঃখী জীবকে নৃত্য করান তাহার কর্ত্তব্য। একদিন শ্রীনিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ বলিলেন, উহা আমা দ্বারা হইবে না। এখানে যাহা বল তাহাই করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" প্রভু সে দিন আর কিছু বলিলেন না। আর এক দিন শ্রীনিতাইকে লইয়া আবার বসিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিতাই বলিলেন, "তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার কাছে থাকিব।" ইহা শুনিয়া প্রভুর নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। তখন নিতাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবেগভরে বলিলেন, "প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন, আমি তাহাই করিব।" প্রভু তখন নিতাইকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমার মনে এই সাধ ছিল যে, আমি হরিনাম বিতরণ করিব, কিন্তু তাহা পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে যাইয়া নামের শক্তিতে আমার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আমাতে আর আমি নাই, ভাসিয়া চলিয়াছি। এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথা-বর্ণিত একটী প্রাচীন পদ দিব, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার মন যেন আজ করে রে কেমন, আমায় ধর নিতাই। ধ্রু।
নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই ॥
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন ব্যথিত কেবা—কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়।
আমার সঞ্চিত ধন সব ফুরাইল জীব-উদ্ধার নাহি হলো,
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই ॥"

অর্থাৎ—"আমি যে প্রেম-ধন আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, সে ধার শুধিতে পারিলাম না।"

করুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদায় মনে পড়িল; তাঁহার চাপল্য-চাঞ্চল্য সব গেল, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "প্রভু! যাহা আজ্ঞা কর তাহাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার বিরহ আমার সহ্য করিতে হইবে, তাহাই হউক।" তখন প্রভু আবেগভরে বলিলেন, "গৌড় বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা পড়ুয়া-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ স্থানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজন। তোমা ভিন্ন আর কেহ সেখানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।"

এখানে একটী নিগূঢ় রহস্য বলিব। প্রভু এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার ভক্ত পাঠাইয়া জীব-উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি যে স্থানের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দকে সেখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট খর্ব্ব হইবে। আবার যেথানে ভক্ত দ্বারা কার্য্য না হইত সেখানে আপনি করিতেন।

প্রভু তারপর শ্রীনিত্যানন্দের হাত দুখানি ধরিয়া আবেগভরে বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি ভিন্ন আমার হৃদয়ের ব্যথা বলিবার আর কেহ নাই; আর তুমি ভিন্ন, গৌড়দেশ উদ্ধাররূপ দুষ্কর-কার্য্য সাধন করে এমনও আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন-ব্রত লইয়া এখানে রহিলে, আর জীব হাহাকার করিতে লাগিল। কাজেই তুমি তোমার গণ সহ গৌড়দেশে যাইয়া হরিনাম দিয়া আচণ্ডাল উদ্ধার কর। মূর্খ-নীচ, পণ্ডিত- পড়ুয়া, দুর্ম্মতি-পাপী, সকলে যেন অনায়াসে হরিনাম করিয়া সুখী হইতে পারে।"

নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গিয়াছিলেন; প্রভু ও নিতাইয়ে কি কথা হয় তাহা তিনি সমুদায় অবগত ছিলেন। সেই দাস গদাধরের পদ শ্রবণ করুণ—

"বিরলে নিতায়ে পাঞা, নিজ কাছে বসাইয়া, মধুর ভাষে ক'ন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে, যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে, "নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ, কেহত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে, কৃপা করে লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়, সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ, জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার-ধর্ম্ম আচরিয়া, পূর্ণ কর সকলের আশ।"
চৈতন্য আদেশ পাঞা, চলে নিতাই বিদায় হৈয়া, সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥"

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন্। নিতাইকে বলিতেছে যে,—"যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকেই উদ্ধার করিবে।" "আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়?" প্রভু বলিতেছেন, "তাহা হউক, যে যত পাপীই হউক, সম্মুখে পাইলেই তাহাকে কৃপা করিবে।" আবার বলিতেছেন, "সমুদায় জীবকেই সদয় হইয়া উদ্ধার করিবে।" ইহাতে বুঝিতেছি, যে যত কাঙ্গাল, তাহাকে তত করুণা, এবং যে যত পাপী, তাহাকে তত দয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায়—যে যত অধিক পাপী, সে তত অধিক দয়ার পাত্র।

কোন ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে যে, কোন অবতার তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেছেন, "উহারা মহাপাপী, উহাদিগকে এ সকল কথা বলিও না। এ সব কথা শুনিলে উহারা উহাদের ন্যায্য প্রাপ্য-দণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে।" আমরা সেই ধর্ম্ম-পুস্তকে উহা পাঠ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের প্রভুর লীলায় সেরূপ দুঃখ পাইবার কোন কথা নাই। প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক দয়া করিতে হইবে। প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে যাহারা তার্কিক পড়ুয়া পণ্ডিত, তাহারা বড় হতভাগ্য। আরও বুঝিতেছি যে, জীবের দুঃখ কেবল তাহারা ভক্তি হইতে বিমুখ বলিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের দুঃখের মোচন হইবে ও যমযন্ত্রণা অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে তাহারা উদ্ধার পাইবে। প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, প্রভু যাহাই হউন, তিনি আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাঁহার আজ্ঞা কিরূপ তাহা বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, "নিতাই যাও, যাহাকে সম্মুখে পাইবে অমনি তাহাকে উদ্ধার করিবে। বাপ রে বাপ! সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্য-দল থাকায় তাঁহার সেনাপতির জগৎ জয় করা বেশী কথা কি? কিন্তু—যাঁহাকে সম্মুখে পাইবে, সে পণ্ডিত কি মূর্খ, সাধু কি অসাধু, যাহাই হউক, তাহাকেই উদ্ধার করিবে,—এরূপ আজ্ঞা মনুষ্য করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবান্ই করিতে পারেন। যে কোন ব্যক্তির সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তন করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, তবুও তোমার মতে আনিতে, সম্ভবতঃ সমস্ত জীবনে, একটি লোককেও পারিবে কি না সন্দেহ।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমি পুতুল, তুমি সূত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাচিব। আমি গৌড়ে চলিলাম, যাইয়া তোমার আজ্ঞা বলিব। জীব হরিনাম গ্রহণ করে কি না আমি জানি না, সে তুমি জান।" তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে। আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে মুহুর্মুহু আসিও না; কারণ তুমি আসিলে অনেক সময় বিফলে যাইবে।" নিতাই এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি সহচর দিলেন। যথা, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা রামদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্ত্তা বাসুঘোষ প্রভৃতি। ইহাঁরা সকলেই প্রায় বদ্ধপাগল। আবার গৌড়ে পাঠাইবার সময়, প্রভু তাঁহাদিগকে এমনি শক্তিসম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন,—কোন্ পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই। কখন পশ্চিম, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ,—এইরূপ করিয়া কোন ক্রমে সুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আসিলেন। আসিতে আসিতে, রামদাস এক দিবস গোপাল-ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এইরূপে সে দিন কাটিয়া গেল। শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া যে কাণ্ড করিলেন, তাহা এক বৃহৎ ব্যাপার। নিতায়ের পায়ে নূপুর, সুরধুনী-তীর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, আর সুর করিয়া বলিতেছেন—"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম। যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি আনন্দের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার দর্শনে লোকে আনন্দে মগ্ন হয়। নিতাইয়ের প্রচারকার্য্যের বর্ণনাযুক্ত আরও কয়েকটি পদ শুনুন :—

১। "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি॥"

২। "হরিনাম দিয়া জগৎ মাতালে, আমার একলা নিতাই।
সঙ্গে গৌর থাকলে কি না হতো॥

৩। "ধর লওসে কিশরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়-আয়।
প্রেম কলসে-কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়॥"

৪। "সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।"

নিতাইয়ের ধর্ম্ম-প্রচার-পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য-উদ্দীপকও বটে। এক জনকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "ভাই, শুন নাই? তিনি এসেছেন,—সেই যমের যম। আর ভয় কি, নাচিতে নাচিতে বৈকুণ্ঠে চল।" অবশ্য নিতাইয়ের পক্ষে এ সমুদয় সোজা কথা; কিন্তু যাহাকে বলিলেন, সে হয়ত কিছুই মানে না, এমন কি প্রভুকেও মানে না। কিন্তু তবু নিতাইয়ের সেই সোজা-কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইতে লাগিলেন। আবার কাহাকে বলিতেছেন, "আমি তোমার দাস হইলাম, তুমি গৌর ভজ।" কাহার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া করজোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি আমাকে কৃপা করিয়া একবার হরি বল।" যদি কেহ হরিনাম না লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া বৃশ্চিকদষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সে বেচারি তখন আর কি করেন, কাছে বসিয়া গোসাঞিকে সান্ত্বনা করিতে করিতে আপনিও কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন নির্ম্মল হইল, পরিশেষে তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি গৌরাঙ্গের হইলেন। আবার কাহাকে বলিতেছেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি? একবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর একটিও রাখিব না!" এইভাবে "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে নিতাই শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইকে পাইয়া শচীরও পুত্রবিরহ অনেক কমিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিতাইয়ের আগে আসিলেন। নিতাই অমনি মাতার চরণ দুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী ও নিতাইকে কোলে করিয়া বসিলেন ও মাতা-পুত্রে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, নিতাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখে পতির সংবাদ শুনিতে লাগিলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার ননীর পুতলি নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছে, মুই অভাগিনী তবু মরি নাই!" যথা পদ—

"নদীয়া নগরে গেল নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী-মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে। নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়। গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তাঁয়॥
নিত্যানন্দ বলে,—'মাতা স্থির কর মন। কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন॥
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা। তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা॥'
কানুদাস কহে,—'মাতা কহি তোর ঠাঁই। তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গ-গোঁসাই॥

আবার—"কহ কহ অবধৌত, নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া, তোমারে কখন কিছু যাচে?
যে অঙ্গ কোমল, ননীর পুতুল, আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশে গ্রামে, কেমনে ভ্রময়ে সে?
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম, বাড়ীর বাহির দুরে।
সে এখন মোরে, ছাড়িয়া আছয়ে, কোথা নীলাচলপুরে॥
মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী, জীবনে মরণ-পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি কহিব, প্রেমদাস জ্ঞান-হারা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই শচীমাতার তৃপ্তার্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, এবং নিমাইয়ের কথা বলিয়া মাতা ও শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিলেন। নিমাই কি খায়, কি করে, এ সমুদায় কাহিনী শচীমা একবার, দুইবার, দশবার করিয়া শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসিগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

"জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন। নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণ-বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিলা নিতাই। গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই। একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই॥
সকল ভকত মেলি নিতাই লইয়া। গোরা-গুণ-গাঁথা শুনি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি। হৃদয়ে গাঁথিয়া, নিতাই-চরণ দু'খানি॥"

পঞ্চম অধ্যায়

শতবর্ষ তপে যেই ধন নাহি মিলে। পবিত্র আনন্দে মিলে, যেই শিখাইলে॥
সাধন-কণ্টক-পথে ফুল ছড়াইল। বলাইয়ের সর্ব্বস্ব-ধন তাঁর পদতল॥
—বলরামদাসের অষ্টক।

নদীয়ার ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপে নীলাচলে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।—যথা চৈতন্যভাগবতে—

"পানিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ। কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম। অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম-নদী বহে যেন।
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক। কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ-শোক॥
যে দিকে চৈতন্য-মহাপ্রভু চলি যায়। সেই দিকে সর্ব্বলোক হরি হরি গায়॥"

কপাট খুলিলে প্রভু তাঁহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, অর্মান ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে, নয়ন-তারা ডুবিয়া অনবরত মৃত্তিকায় ধারা পড়িতেছে, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে গড়াইয়া নিকটস্থ গর্ত্তে যাইতেছে। প্রভু এইরূপে দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত-শত লোক প্রভুকে দর্শন করিতেছে। পর-পর নূতন-নূতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব-নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্যরূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। স্বরূপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। তৎপরে প্রভু সমুদ্র-স্নানে গেলেন এবং স্নান করিয়া আসিয়া ঘরের পিঁড়ায় সংখ্যা-মালা জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর মালা লইয়া নাম-জপ করা কেবল ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। যেহেতু, তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরেকৃষ্ণ নাম-জপ করিতেন। জপ করিবার সময় সম্মুখে ভাণ্ডে একটী তুলসীগাছ রাখিতেন। তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহার ভজন-সাধনের সর্ব্ব-অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীব সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভুর,—ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত, তুলশী-সেবা হইতে কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত—সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত। কারণ তিনি না করিলে অপর কেহ করিবে না। কিন্তু প্রভুর যে মালা-জপ সেও এক অদ্ভুতকাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি, মালা হাতেই করিয়াই কান্দিয়া আকুল। যথা—"রোই রোই জপে কৃষ্ণ-নাম-মধু। ধ্রু।"

মালা-জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন। তখন গোবিন্দ আসিয়া পদ-সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতে হইত। প্রভু নিদ্রা যাইতেছেন, গোবিন্দ পদ-সেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাহু পরে শির রাখি মৃত্তিকা-শয়ন। সরল নির্ম্মল মুখ মুদিত নয়ন॥
সুখ-স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়। নবনব ভাব মুখে হৈয়াছে উদয়॥
ধূলা-ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে। যেই দেখে তার নেত্রে প্রেমধারা বহে॥
ত্রিভুবন-নাথ শুই ধূলার উপরে। বলরাম দাস বসি পদসেবা করে॥"

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্লে গদাধরের ওখানে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর গৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর শ্রীমতী রাধা হইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটকাভিনয় হয়, তাহাতেই প্রথমে গদাধর রাধারূপে প্রকাশ পায়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধরের হাত ধরিয়া উঠিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে। গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সন্মুখে পড়েন ভাগবত। শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত॥"

কাজেই তখন গদাধরের স্থানে প্রভুর গণ সকল উপস্থিত হন এবং প্রভুর সঙ্গে বসিয়া গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। জ্যোৎস্না রজনী হইলে প্রভু সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরে গমন কবেন।

"সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে। কীর্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ পবন। বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচী নন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে। নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলেন বদনে॥"

অন্ধকার রাত্রে প্রভু বাড়ী থাকেন, এবং প্রায় সমস্ত নিশি স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরায় রসাস্বাদন-লীলা, ইহা অতি নিগূঢ় ও অননুভবনীয় বিষয়। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এখন প্রভু একক আছেন, এইবার তাঁহাকে ভাল করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুঞ্জাইবেন। এইজন্য একখানি নূতন ঘরও প্রস্তুত করাইয়াছেন। তাই তিনি প্রভুর কাছে যাইয়া করজোড়ে বলিলেন যে, তাঁহার বাটিতে প্রভুর একমাস নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন "তাহা হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসের সে ধর্ম্ম নয়।" তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তবে কুড়ি দিন।" প্রভু বলিলেন, "একদিন।" তখন সার্ব্বভৌম প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া পড়িলেন। তবু প্রভু উহা স্বীকার না কয়ায় তিনি দশদিনে নামিলেন। শেষে প্রভু নাচার হইয়া পাঁচদিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, তুমি একা আসিবে। আর নিতান্ত যদি আবশ্যক হয় তবে স্বরূপকে আনিবে। কারণ তাহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর। কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদর॥"

আর তোমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগকে পরে নিমন্ত্রণ করিয়া এক একজনকে এক এক দিন ভুঞ্জাইব।

প্রভুর অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে তাঁহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ জানাইলেন। তখন তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, কেবল তরকারী ও শাক আহরণ করিয়া আনাইলেন। প্রভু যথা-সময়ে একক আসিলেন। সার্ব্বভৌম আপনি তাহার পদ ধোয়াইলেন। প্রভু দেখিলেন ভট্টাচার্য্য মহা আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী এই আয়োজনের এক তালিকা দিয়াছেন। আমি সেই তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা চরিতামৃতে—

"দশ প্রকার শাক নিম্ব-স্থকুতার ঝোল। মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধ-তুম্বী দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা। মোচা-ঘণ্ট মোচা-ভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ-কুষ্মাণ্ড-বড়ীর ব্যঞ্জন অপার। ফুলবড়ী ফল-মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব-নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী। ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৃষ্ট-মাস মুদ্গা-সূপ অমৃতে-নিন্দয়। মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গাবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকূলকী। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা ঘন-দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥
রসালা-মথিত দধি সন্দেশ অপার। গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥"

প্রভু আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দুই প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে? এক সঙ্গে একশত চুলায় পাক করিলেও এত পাক করা যায় না। তারপর অন্নের উপরে তুলসী-মঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, সমুদায় দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পন করা হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান্ যে, এরূপ ভোগ শ্রীভগবান্‌কে দিয়াছ। নিশ্চয় ভগবান্ ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও ভাগ্যবান্, এই প্রসাদের অংশ পাইব।" আসন দেখিয়া বলিলেন, "এই আসন শ্রীকৃষ্ণের, উহা উঠাইয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে ভিন্ন পাত্রে কিছু প্রসাদ দাও।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "যদি আয়োজন তোমার মন-মত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হইয়াছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আর আসন উঠাই কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাইবে। যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাঁহার আসনে বসিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাঁহার দাসের প্রাপ্তি।" ইহাই বলিয়া হাসিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা ষাঠী। ষাঠীকে মহাকুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতা অমোঘকে গৃহে রাখিয়াছেন। এই বস্তুটী নানা দোষে পূর্ণ। কুলীনব্রাহ্মণ প্রতাপশালী শ্বশুরালয়ে বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, সুতরাং তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্ব্বভৌম জামাতাটিকে মনে মনে বড় ঘৃণা করেন! কিন্তু উপায় নাই,—অমোঘ জামাতা; পুত্র হইলে ত্যাগ করিতে পারিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসাইবার পূর্ব্বে সমুদায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু ভোজনে বসিলে, সার্ব্বভৌমের ঘরণী অন্তর হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন। আর, ভট্টাচার্য্য জামাতা অমোঘের ভয়ে লাঠি লইয়া দ্বারে বসিলেন। পাছে সে আসিয়া প্রভুকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, কি কোন অন্যায় কার্য্য করে! অমোঘ দ্বারের নিকট আসিতেছে, আর সার্ব্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, অমনি ভয়ে দৌড় মারিতেছে। হয়ত তাহার গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ কেন করিবে? এই যে সার্ব্বভৌম তাহাকে মোটে এদিকে আসিতে দিতেছেন না, ইহাতে অমোঘের কৌতূহল আরও বাড়িতেছে। তাই বারে-বারে আসিতেছে, আর লাঠি দেখিয়া পলাইতেছে। শেষে অমোঘের শুভদিন উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন ব্যঞ্জন দিবার জন্য সার্ব্বভৌম পার্শ্বস্থ পাকশালায় যেই গেলেন, অমনি অমোঘ ছুটিয়া আসিল। সার্ব্বভৌমও তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

প্রভু ভক্তের অনুরোধে অনেক সময় অমানুষিক ভোজন করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভুঞ্জাইবেন বলিয়া ১০।১২জনের অন্ন পাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। আমোঘ দ্বারে আসিয়া উহা দেখিয়াই, "বাপরে বাপ! একটা সন্ন্যাসী এত খাবে!" বলিয়াই পলাইল। এক কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। তাহা দেখিয়া সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলেন। জামাতার রূঢ়বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিন্ধিল। তিনি জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার স্ত্রীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে ও বারংবার "ষাঠী বিধবা হউক" বলিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে-ভয়ে সার্ব্বভৌমের সাধ পুরাইয়া ভোজন করিলেন। প্রভু আচমন করিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তুলসী-মঞ্জরী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন, পরে দুটি চরণ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়াছিলাম! আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহা হইতে আমার মরণ শতগুণে ভাল ছিল।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘের একটুও দোষ নাই। সে ন্যায্য কথাই বলিয়াছে। তোমারও উচিত ছিল না যে, এত ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম-নষ্ট কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।" ইহাই বলিয়া অমোঘের কার্য্য উড়াইয়া দিয়া প্রভু বাসায় চলিলেন, সার্ব্বভৌম চুপে-চুপে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। প্রভু বাসায় আসিলে সার্ব্বভৌম আবার তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগিলেন। প্রভু নানরূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু শান্ত হইতে পারিলেন না। প্রভুর কৃপায় এখন বুঝিয়াছেন যে, পুর্ব্বে যখন নাস্তিক ছিলেন তখন বড় দুঃখী ছিলেন। পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকারও করিতেন না। পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, তিনি তাঁহার নাস্তিকতারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা ভগবদ্ভক্তি চর্চ্চা করে তাহারা বড় দুঃখী। এখন প্রেম-সুধা আস্বাদ করিয়া ঐশ্বর্য্যের তাবত সুখের উপরে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে। এই অমূল্য সম্পত্তি তাঁহার গৌরাঙ্গ হইতে। তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, তাঁহার কিছু ঋণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তুটি, তাঁহার বিশ্বাস মত, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনক্রমেই, এমন কি, প্রভুর কথাতেও আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না। বরং প্রভু যতই আমোঘের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহার ততই ঠাকুরের ঔদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। ষাঠীর মাতারও সেইরূপ মনের ভাব; নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ কথা বলিতেন না। সার্ব্বভৌম গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "মনের কথা শুন। প্রভুর নিন্দা শুনিলে দুই রকম প্রায়শ্চিত্ত আছে। এক, যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্তু এই দুই কার্য্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার মুখ আর দেখিব না, উহাকে আমি ত্যাগ করিলাম। ষাঠিকে বল যে তাহার স্বামী মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিতে হয়। যথা পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ,—এই শাস্ত্রের বচন।" হতভাগিনী ষাঠি ইহা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিল। আমোঘ ভয়ে সে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সারাদিন-রাত উপবাসী রহিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি গোপীনাথ কতপ্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন না। ওদিকে অমোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিল, সেখানে তাহার ওলাউঠা হইল, এবং অতি প্রত্যুষে মৃতপ্রায় হইল। ভট্টাচার্য্যের অন্তরের ব্যথা তখনও প্রবল রহিয়াছে। কাজেই তিনি বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি সদয় হইয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার কর্ম্মফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? শ্রীভগবানের নিকটে অপরাধ করিলে তাহার ফল সদ্য ফলিয়া থাকে।" ইহাই বলিয়া শাস্ত্র হইতে দুটি বচন পাঠ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার মন কোমল হইল, তখন ভাবিলেন, "এ সমুদয় শ্রীভগবানের কার্য্য। আমি ইহার কি করিতে পারি? প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" ইহাই ভাবিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নানাবিধ ভাবে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকট গমন করিলেন না। ভট্টাচার্য্য অমোঘের কোন সাহায্য করিবেন না বুঝিয়াই গোপীনাথ প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম শান্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন "সার্ব্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে দিবানিশি উপবাস করিয়া আছেন। এখন অমোঘ ওলাওঠা হইয়া মরিতেছে, তবু তাহার তল্লাস লয়েন নাই।" প্রভু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি! অমোঘের ওলাওঠা হইয়াছে! সে মরিতেছে! তুমি বল কি? আমারে শীঘ্র তাহার নিকট লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া প্রভু গোপীনাথের সঙ্গে, অমোঘের কাছে বিদ্যুৎ গতিতে গমন করিলেন; দেখেন, অমোঘের অন্তিমকাল উপস্থিত! তখন প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন। যথা চরিতামৃতে—

শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা। পরম-পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষের ক্ষয়। কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ-নাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণ-নাম। অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥

প্রভু হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিবা মাত্র, অমোঘ যিনি মৃতের ন্যায় পড়িয়া মরিতেছিলেন, অমনি উঠিয়া একেবারে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে অমোঘের শরীরে স্বাভাবিক শক্তি উপস্থিত হইল। অমোঘ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর তিনি তখনি দুই বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমের তরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু মধুর হাসিয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। আর অপর সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মিত ও নির্ব্বাক হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। অমোঘ একটু নৃত্য করিয়া ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাঁহার নৃত্য করা বিড়ম্বনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু অপরাধীকে ক্ষমা কর।" প্রভু তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, কিন্তু অমোঘ সে অবসর না দিয়া আবার উঠিয়া বলিলেন, "এই মুখে তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী।" ইহাই বলিয়া দুই হাতে দুই গাল চড়াইতে লাগিলেন। ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর বদনে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "অমোঘ! তোমার অপরাধ নাই। তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা, সহজে আমার অতি স্নেহের পাত্র। তুমিত তাঁহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহের দাস-দাসী, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত আমার প্রিয়। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, কৃষ্ণ-নাম লও।" তারপরে বলিলেন, "চল সার্ব্বভৌমকে সান্ত্বনা করি গিয়া।" প্রভু ইহাই বলিয়া গোপীনাথের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে চলিলেন। ওদিকে এই সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া সার্ব্বভৌম আনন্দ ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া আছেন, এমন সময় প্রভু যাইয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়াই তিনি গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন; শেষে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না। শীঘ্র যাও, শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার সন্তোষ।" সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতেছিল, তুমি তাহাকে কেন বাঁচাইলে?" ইহাতে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া বলিলেন, "অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। তাহাতে সে আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন তাহার সমুদয় অপরাধ গিয়াছে। তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি।" সার্ব্বভৌম কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বলিলেন, "প্রভু তুমি কৃপা দ্বারা সমুদায় জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" প্রভু তখন গোপীনাথকে বলিলেন, "তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবা।" ইহা বলিয়া প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন-দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত উত্তম করিয়া ভোজন হইল, সার্ব্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। প্রেমে নৃত্য, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত।।"

শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ১৮ সর্গের ৩৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, জীব নানা কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ বা তাঁহার মধুর হাস্য দেখিয়াই চিরজীবনের কিঙ্কর হইতেন। শুনিতে পাই প্রভুর মধুর হাস্য জ্যোৎস্না হইতেও মনোহর ছিল, আর তাঁহার বাক্যও অতিশয় মধুর ছিল,—তিনি কখন অপ্রিয় কথা বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রেমচক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত ও সাধু বলিয়া জানিতেন। প্রভুর আর এক অচিন্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, তিনি আর প্রভু এই দুই জনে যত প্রীতি, এত আর কাহারও সহিত নহে। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে, তিনি বহুবল্লভ। ইহা ছাড়া, প্রভু কখন-কখন কাহারও মনস্কামনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধির নিমিত্ত অলৌকিক কার্য্য করিতেন। কেহ গোপনে পুত্র কামনা করিলেন। প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ, এমন কি জানা-শুনাও নাই। প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করবেন. তোমার পুত্র হইবে।" এই সমুদায় কার্য্য প্রায়ই গোপনে হইত; প্রভু জানিতেন, আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্তু দুই একটা কার্য্য গোপনে হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। যেমন অমোঘকে প্রাণদান। আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন।

পরমানন্দপুরী, প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা-স্থানীয়; এমন কি, বিশ্বরূপের এক অংশ তাঁহাতে বিরাজিত, এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য করেন; আবার পুরীর যথাসর্ব্বস্ব-ধন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করেন, সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। একদা প্রভু সেখানে যাইয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়াছেন। কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে— ইহা সকলে জানেন, প্রভুও জানেন কিন্তু তাঁহার মনে একটা অভিপ্রায় আছে, তাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কিরূপ হইয়াছে?" পুরী বলিলেন, "অতি অভাগীয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দ্দমময়।" প্রভু বলিলেন, "একি অবিচার? পুরী গোঁসাঞির কূপের জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার আর স্থান পাইলেন না! পুরী গোঁসাঞির কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন?" ইহাই বলিয়া প্রভু হাসিতে-হাসিতে কূপের ধারে দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া বলিলেন, "হে জগন্নাথ! এই বর দাও যে, তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" প্রভু যেন আমোদ-ভাবে বলিলেন, আর ভক্তগণও সেই ভাবে লইলেন। তবু প্রভুর কথা শুনিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তৎপরে প্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসায় গেলেন। পরদিবস প্রাতে পরমানন্দপুরী দেখেন যে তাঁহার কূপ অতি পবিত্র জলে পূর্ণ হইয়াছে! যথা—

"আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ। পুরী-গোঁসাই হইলা আনন্দে অচেতন ॥"

সকলে বুঝিলেন যে, শ্রীগঙ্গাদেবী কূপে আগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রভুর নিকট গেল। এদিকে ভক্তগণ সকলে মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে কূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভু আসিলেন, এবং সকলে সেই কূপের জলে স্নান করিলেন।

প্রভু যে সেখানে নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবদ্বীপবাসী প্রায় এক শত ভক্ত প্রভুর সঙ্গে আছেন। ইহা ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারভুক্ত। ইহাদিগকে প্রভু পালন করেন; অর্থাৎ তাঁহার গণ বলিয়া তাঁহারা সমাদরে সেখানে বাস করেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে, উড়িষ্যাবাসী মাত্রেই তাঁহাকে শ্রীভগবান্-রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। তবুও শিখি মাহাতি নামক একজন প্রভুর বিপক্ষ রহিলেন। এখন তাঁহার অত্যদ্ভুত কাহিনী শুনুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ়-রস জীবগনকে প্রদান করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন সাড়ে তিন জন মাত্র করিয়াছিলেন,—স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দরায়, শিখি-মাহাতি ও মাধবীদাসী। তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণ আপনাপন অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করেন। সাড়ে তিন জন বলার তাৎপর্য্য এই যে, মাধবীদাসী স্ত্রীলোক। শিখিমাহাতি, মুরারিমাহাতি ও মাধবীদাসী তিনি ভ্রাতা ছিলেন। মাধবীদাসীকে ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শিখিমাহাতি লিখনাধিকারী ছিলেন। শ্রীমন্দিরে এক জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখক থাকিবার প্রথা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে; এই লেখা পাঠ করিলে উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানা যায়।

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া দক্ষিণে গেলেন, তখন নীলাচলবাসীরা শুনিলেন যে, এক জন সোণার বরণ নবীন-সন্ন্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য নানা কার্য্য দেখিয়া-শুনিয়া নীলাচলের প্রধান প্রধান যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন, এবং তিনি দক্ষিণ হইতে ফিরিবেন বলিয়া পথ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আসিলেন এবং সে রাত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রহিলেন। পরদিন প্রভাতে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নূতন বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া উপবেশন করিলে, নীলাচলের প্রধান-প্রধান লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। এক-এক জন প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আর সার্ব্বভৌম তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন। সেই সময় শিখিমাহাতি ও মুরারিমাহাতি দুই ভাইও প্রভুকে দর্শন করিতে গেলেন, সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছিলেন। কারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতা সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রণাম করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। প্রভুকে তাঁহাদের এই প্রথম দর্শন। কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না, তিনি এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র, কেহ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতেন, কাহারও কিছু বিলম্ব লাগিত, আবার কাহারও হৃদয়ে দর্শন-ফল কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শনমাত্রেই কুল-শীল হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন তেমনি রহিলেন। মুরারি ও মাধবী, জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! প্রভুকে কিরূপ দেখিলে?" শিখি মাহাতি বলিলেন, "পরমসুন্দর, পরমচিত্তাকর্ষক ও পরমভক্ত।" তাহাতে কনিষ্ঠ দুইজন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?" ইহাতে শিখি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। জীবে ঈশ্বরজ্ঞান মহাপাপ।" ইহাতে কনিষ্ঠ দুইজন মর্ম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?" শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত-লোক। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হে দুর্ব্বলচেতা ভ্রাতৃগণ! সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস্? তোদের গতি কি হইবে? এ কি বিড়ম্বনা! আমি কি জগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি?" ইহাই বলিয়া শিখি রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিল। মাধবী ও মুরারি দিবানিশি গৌরাঙ্গভজন করিতে লাগিলেন, আর শিখিও প্রত্যহ যাইয়া জগন্নাথের নিকট কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দুইজন শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, সময় হইলে প্রভু আপনা হইতেই তাঁহাদের জ্যেষ্ঠকে কৃপা করিবেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন রূঢ়-কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা জ্যেষ্ঠের সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখিলেন যে তাহাদের গৌর-রোগ মজ্জাগত হইয়াছে; শেষে তাড়না ছাড়িলেন। এমন কি, পরস্পরের মুখ-দেখাদেখিও বন্ধ হইল। ইহাতে অবশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাঙ্গের উপর শিখি মাহাতির ভক্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে ত লাগিলই না, বরং হ্রাস পাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী-ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বনাশ করিলেন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে চাহিতেনও না, তাঁহার নিকট যাইতেনও না। এমন কি, তিনি প্রভুর মস্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় এক দিন নিশিশেষে শিখি মাহাতি শয়ন-ঘর হইতে চিৎকার করিয়া মুরারী ও মাধবী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর-আহ্বান শুনিয়া মুরারী ও মাধবী তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখেন, শিখি মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র শিখি বাহু পাসরিয়া তাঁহাদের গলা ধরিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; ক্রমে রোদনের বেগ এত অধিক হইল যে, তিনি প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা দুঃখের ক্রন্দন নয়। তখন পূর্ব্বকার গাঢ়-প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভূত করিল, এবং তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া, বিহ্বল-ভাবে কিছুকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ক্রমে শিখি মাহাতি ধৈর্য্য ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে গদগদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমাদের অনুরোধে, আজ আমার নিকট প্রকাশ পাইয়াছেন!" ইহাই বলিয়া আবার নীরব হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে তাঁহার আবার কিছু সময় গেল। তাহার পরে তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ যেরূপ জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন, আজও সেইরূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় তিনি ধীরে-ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তখনই বাহির হইতেছেন। এইরূপ বারম্বার করিতে লাগিলেন। যখন বাহির হন, তখনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করেন। তাহার পরে আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তুমি, মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন।" শিখি এই কথা বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনুজদ্বয়ের সন্তর্পণে চেতন পাইয়া শিখি মাহাতি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কেবল চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতেছি। ভাই, আমি তোমাদের অগ্রজ বলিয়া তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্তুত আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহা ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি গৌরাঙ্গ পাইলাম।" ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, "এই প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল, আমরা সেখানে যাই।" ইহাই বলিয়া তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। তাঁহার নয়ন দিয়া শত শত প্রেম-ধারা পড়িতেছে, আর গরুড়ের নিকটস্থ গর্ত্তটী নয়ন-জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা একটু দূরে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন; এমন সময় প্রভু যেন হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাদের মুখপানে চাহিলেন, এবং শিখি মাহাতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। ইহাতে তাঁহারা তিনজনে প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইবেন, এমন সময় প্রভু শিখি মাহাতিকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া বাহু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। এই অবকাশে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনী দিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলেন। পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখি চেতনা পাইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, কেবল চতুষ্পার্শে গৌরাঙ্গময় দেখিতে লাগিলেন। এই শিখি পরিশেষে রামরায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"শচীমাতার আজ্ঞা লয়ে, সকল ভকত ধেয়ে, চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য পাশ, মিলিলা সকল সহচরে॥
অদ্বৈত-নিতাই সঙ্গে, মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গে, নীলাচল-পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে, অনুরাগে আকুল হৃদয়॥
পথে দেবালয় যত, করি দরশন কত, উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত মিলে, কীর্ত্তন করিয়া চলে, যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল, অদ্বৈত-নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি, দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-হরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি, পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সবার সঙ্গে, প্রেম পরিপূর্ণ অঙ্গে, প্রেমদাসের আনন্দিত মন॥"

নীলাচলে প্রভু দোলযাত্রা-উৎসব করিলেন। শ্রীনবদ্বীপে সেই দিন তাঁহার জন্মোৎসব-পূজা হইল। ক্রমে রথের সময় আসিল, নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। সেবার ঠাকুরাণীরা বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারাও শ্রীনিমাইচাঁদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দুর্গম পথে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরাণীরা নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের পতিরা বৈষ্ণব, ভালমানুষ, তাঁহাদিগকে রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা—

"যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত। সবেই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥"

সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া তাঁহারা বৃহৎ একদল নীলাচলের যাত্রী হইলেন। যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা দিন-স্থির করিবার নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী গেলেন। দিন স্থির হইলে, শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া, হরিধ্বনি করিতে-করিতে, সকলে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। নিত্যানন্দের যাইতে নিষেধ ছিল, কিন্তু তিনি গৌর-বিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে না পারিয়া গণসহ চলিলেন। শ্রীবাস তাঁহার গৃহিণী মালিনী সহ এবং আচার্য্যরত্ন তাঁহার গৃহিণী (শচীদেবীর ভগ্নী) সহ চলিলেন। শচী-দত্ত নিমাইয়ের প্রিয়বস্তু তাঁহারা সঙ্গে লইলেন। খণ্ডবাসীগণ এবং পট্ট-ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামবাসীরা চলিলেন। যাত্রীদিগের প্রতিপালক শিবানন্দ সেন সস্ত্রীক চলিলেন; তিনি প্রত্যব্দ সকলকে লইয়া যাইবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতে পথের সন্ধান ও বাসস্থান নির্ণয় করিয়া রাখিতেন।

শিবানন্দ সেন গৌরলীলার একজন প্রধান সহায়। তিনি গৌর ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানিতেন না। তাঁহার পুত্র কর্ণপুর চৈতন্য-চরিত মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীলা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর-কথা লেখা হইয়াছে, সে সমুদায় প্রায় সাক্ষাদ্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহস্র-সহস্র যাত্রী পথে পালন করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপে লইয়া না গেলে, বহুতর লোকের সেই দুর্গম ও বহুদূরের পথে প্রভুর নিকট যাওয়া ঘটিত না। শিবানন্দ স্ত্রী-পুত্র সহ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সপরিবারে চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক ঘট্টপালের হস্তে তাঁহারা পড়িলেন। এই ঘট্টপাল পূর্ব্বে রাজার একজন মন্ত্রী ছিল, এখন এই কাটাকাটির সময় ঘাট-রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বহুতর লোক ও সৈন্যসামন্ত আছে। সেই সময় রাজা যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, এই ঘট্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইয়া সে বলিল, "তোমাদের প্রত্যেক জনের এক-এক মুদ্রা করিয়া পারের কড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিবে।" শেষে বলিল, "তোমরা কড়ি না দিয়া পার হইয়া থাক, অতএব এ পর্য্যন্ত যত ঘাটে বিনামূল্যে পার হইয়াছ, সমুদয় শোধ করিয়া দাও।" ভক্তগণ বলিলেন যে, তাঁহাদের কড়ি নাই। তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয়ে কিছু নির্ভিকতা দেখাইলেন। তাঁহারা ঘট্টপালকে বলিলেন যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন তবে গৌরচন্দ্র,—যিনি স্বয়ং জগন্নাথ এবং যিনি তাহার কর্ত্তা রাজা প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা,—তাহাকে দণ্ড দিবেন। ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে নিগড়ে বান্ধিয়া কারাগারে পুরিয়া রাখিল। এখন তাঁহার ও সঙ্গের যাত্রীদের এবং ইহাদের সকলের স্ত্রী-পুত্রদিগের অবস্থা কি হইল তাহা অনুভব করুন। সকলে 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কাহারও স্নানাহার হইল না; এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল; কাহারও নিদ্রা নাই। শিবানন্দ গৌর-নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় দুইজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে বলিল, "চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।" ইহা বলিয়া বন্ধন খুলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘট্টপালের নিকট লইয়া চলিল। শিবানন্দ সারাদিন ও অর্দ্ধরজনী পর্য্যন্ত বন্ধন-দশায়, উপবাসে ও নানাবিধ চিন্তায় অভিভূত ছিলেন। এখন ভাবিলেন, হয়ত তাঁহাকে বধ কি প্রহার করিতে লইয়া যাইতেছে। শিবানন্দ সেন গৌর-ভক্ত, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে গেলেন। ঘাটপাল খট্টার উপর বসিয়াছিল। শিবানন্দ আসিলে, সে তাঁহার পানে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমরা বলিলে, তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। আরো বলিলে, তিনি শ্রীভগবান্। আমরা উড়িয়া, আমরা জানি শ্রীজগন্নাথই ভগবান্! ভাল, এখন বল দেখি আমাদের জগন্নাথ বড়, না তোমাদের গৌর বড়?"

শিবানন্দ ভাবিলেন যে, যদি বলেন জগন্নাথ বড়, তবে ঘাটপাল সন্তুষ্ট

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। আর যদি বলেন গৌরাঙ্গ বড়, তবে সে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। শিবানন্দ দেখিতেছেন, তাঁহাদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গম পথের মাঝে দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, একথা মুখে আইসে না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে এক অপরূপ ভাবের উদয় হইল। সে কিরূপ, না,—যাহার শক্তিতে হরিদাস,—যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—বলিয়াছিলেন যে,—

"খণ্ড-খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ। তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরিনাম॥"

সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শিবানন্দ বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।"

বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, সকলেই বলিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্তু শিবানন্দ গৌর-উপাসক। তাঁহার কাছে গৌর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, জগন্নাথ ও গৌর উভয়েই সমান, তবে তাঁহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। তাই বলিলেন, "গৌর বড়।" শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এ কথা বলিলে,—হয় তাঁহার প্রাণদণ্ড, না হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্তু তখন তিনি মনুষ্য-ভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুখ নাই, ইহা ভাবিয়া বলিলেন, "জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।" যখন তিনি এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বদনের যে অপূর্ব্ব শোভা হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

শিবানন্দের এই কথা শুনিয়া ঘট্টপাল এক দৃষ্টে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে, অভিভূত হইয়া "আমাকে ক্ষমা কর"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, তাঁহার চরণে পড়িল। সে সাধুগণকে দুঃখ দিয়াছে এইরূপ মনের ভাবে ভয়ে-ভয়ে শয়ন করিয়াছিল। ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্নে দেখিল যে, নরসিংহ-আকারধারী এক বস্তু তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "তুই আমার ভক্তগণকে বন্ধন করিয়া দুঃখ দিতেছিস্? এখনই তাঁহাদের দুঃখ মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শাস্তি পাবি।" ইহা দেখিয়া ঘট্টপাল জাগিল ও ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইল। শিবানন্দ সেন আসিলে ঘট্টপাল ভাবিল যে, গৌরচন্দ্র কিরূপ বস্তু, অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরচন্দ্র কি না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন—গৌর বড়, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া সে বুঝিল যে, তিনি মহাপুরুষ, এবং স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছে তাহা সত্য। তখন সে অতিশয় ভীত হইয়া শিবানন্দ সেনের চরণে পড়িল।

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিব। যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া শুদ্ধ সেই ভয়ের জন্য ঘাটোয়াল ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিত কি সম্মান করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু শিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল।

দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে তখন ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা অনায়াসে বধ করিতে পারে। সে প্রভু হইয়া শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে। সে জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ এইরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার ঘাড়ে বহু ভক্ত এবং তাঁহাদের ও নিজের স্ত্রী-পুত্র। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে গৌরচন্দ্র বড়, এ কথা বলা, সহজ নহে। এ কেবল যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। তখন ঘাটোয়াল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দের সহিত লোক দিলেন। তাহারা আলো ধরিয়া, যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন সেখানে সেন মহাশয়কে লইয়া গেল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

"দুই দীপ-ধারী প্রতি কহিল সত্বর। যথা আছে ইহার পুত্রাদি পরিবার॥
সেই স্থানে রাখ গিয়া দীপিকা ধরিয়া। প্রণাম করিয়া সেন দিল পাঠাইয়া॥
হেনকালে সেন আইল হাসিতে হাসিতে।

যে সকল বৈষ্ণব গৃহিণীসহ চলিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী; কিন্তু তাঁহারা এই দুর্গম পথে বিংশতি দিবস পথ হাটিয়া প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"পত্নীপুত্র দাসদাসীগণের সহিতে। চলিলেন পরমানন্দে প্রভুকে দেখিতে॥"

যেখানে ভক্তগণ রাত্রি বাস করিতেছেন, সেই স্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ সঙ্গে খোল-করতাল রহিয়াছে ও হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। পথ-গমনে, ক্ষুৎপিপাসায় ও শ্রান্তিতে দুঃখ পাইতেছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে ঔষধ রাহয়াছে,—শ্রীনামকীর্ত্তন। যে স্থানে রাত্রি রহিতেছেন, সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছেন এবং চতুস্পার্শ্বের লোক দেখিতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সেখানে সমারোহ হইতেছে, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া জন্মের মত কুলের বাহির হইতেছেন। তখন সকলে প্রভুর নাম শুনিয়াছে; এবং তাঁহার কৃপায় নীলাচলের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। নিত্যানন্দের সহিতও অনেকের পরিচয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই প্রায় সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা-গোপীনাথের ওখানে সেবাইতগণ বারখানি ক্ষীর আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে সকলে আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, সেখানে গোবিন্দ প্রভু-দত্ত দুই-ছড়া মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলে, সেই দুই-ছড়া মালা অদ্বৈত এবং নিতাইকে পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বানের নিদর্শন-স্বরূপ মালা পাইয়া তখনই তাঁহারা আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন।

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা-বিহার করিবেন বলিয়া বাদ্যের ও অন্যান্য উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। সহস্র-সহস্র পতাকা উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা-বিহার দেখিতে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। ওদিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপের ভক্তগণ নৃত্য করিতে-করিতে আসিতেছেন, আর এদিকে বহুতর নীলাচলবাসী-ভক্ত সঙ্গে করিয়া প্রভু নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে গদাধর, স্বরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, অদ্বৈতপ্রভুর তনয় অচ্যুত, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। সংকীর্ত্তনের কোলাহল শুনিয়া প্রভু গণসহ ভক্তগণকে আনিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মাঝ-পথে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। তখন—যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ। অশ্রু-মুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ। পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার। দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে-করিতে। দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভাল মতে॥
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ। দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন॥

শিবানন্দ সেন তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া এই বিংশতি দিবসের পথ আসিয়াছেন। পুত্র পিতার কোলে চাপিয়া কোথায় যাইতেছেন? না, প্রভুকে দেখিতে। দুই গোষ্ঠী সাক্ষাৎ হইবামাত্র সকলে "প্রভু" "প্রভু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, প্রভু কৈ?" শিবানন্দ সেন কোলের পুত্রকে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ দেখ—(যথা শিবানন্দের শ্লোক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতি বাসা ঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং ভোঃ॥

তখন দুই দলে মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য-গীত করিতে-করিতে নরেন্দ্রতীরে আসিলেন। প্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে, তীরে স্থির থাকিতে না পারিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলেন, সেইসঙ্গে ভক্তগণও দিলেন। ইঁহারা ভব্যলোকের ন্যায় স্নান না করিয়া—

সকল বৈষ্ণবগণ এক সঙ্গে মিলি। পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলি॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে। সেই জল-ক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
'কয়া' 'কয়া' বলি করতালি দেন জলে। জল-বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব-সকলে॥

তারপর সকলে হাত ছাড়িয়া দিয়া, মুখে "কয়া" "কয়া" বলিয়া জলে আঘাত করিয়া জল-বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইহাতে বহু তরঙ্গের সৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং এই তরঙ্গ ক্রমে বাড়িয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে অতিবৃদ্ধ আছেন, অতি-পণ্ডিত আছেন, অতিনিরীহ-ভালমানুষও আছেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর বৃন্দাবনের সম্পত্তি কিরূপ তাহাও কিছু ইহা দ্বারা অনুভব করুন। শ্রীবৃন্দাবনে যাঁহাদের গতি, তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ বাল্য-ভাব হয়। কাজেই—

"গোকুল-শিশুর ভাব হইল সবার। প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥
বাহ্য নাহি কা'র, সবে আনন্দে বিহ্বল। নির্ভয়ে গৌরাঙ্গ-দেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ দু'হে জল ফেলাফেলি। প্রথমে লাগিল দু'হে মহাকুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর। নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥"

জলক্রীড়া করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আসিলেন। অদ্য সেখানে মহোৎসব। পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় সকলে একত্র বসিয়া ও প্রভুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যস্থলে করিয়া ভোজন করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

"যে-যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীতি শিশুকালে। সকল জানেন সব বৈষ্ণব-মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে। আনিয়াছেন যত সব প্রভুর লাগিয়ে॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশে যত বৈষ্ণব-গৃহিণী। কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে। নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্ণবী সকলেতে জানে॥

এইরূপে প্রত্যহ এক-এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। এবার গৃহিণীরা, এমন কি, প্রভুর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবীও আসিয়াছেন। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা নির্জ্জনে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। প্রভু মাসীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে সন্ন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাঁহার কাছে মার কথা ও ঘরকন্নার কথা সব শুনিলেন, এবং জননীকে কি-কি বলিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-বর্ণনের মধ্যে একটি অদ্ভুত-কথা আছে যে, শ্রীভগবান্ গোপীগণকে বলিতেছেন, "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জান না যে, আমার সক্ষাৎ লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা-কথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর?" কিন্তু গোপীরা তাহা মানিলেন না। ভাগবতের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া একটু বিচার করিব।

মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম কথা, সুখ-ভোগ অপেক্ষা সুখ-ভোগের আশা ও স্মৃতি অনেক সময় অধিক সুখকর। যে সুখ দুর্ল্লভ, তাহা সুলভ-সুখ হইতে অধিক মিষ্ট। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেক ক্ষুঁত দেখা যায়, দূরদর্শনে তাহা দেখা যায় না। এবং সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্তু মনোহর হয়। সাক্ষাদ্দর্শন নয়ন দিয়া, আর দূরদর্শন (যে বস্তু চক্ষের বাহিরে) মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত-দর্শন। প্রিয়বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছ, কিছু মাত্র সুখ পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গেলে, তাহাকে মন দিয়া দেখিতে হইল, অমনি অতিমধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাই মৃত্যুতে জীবের মহদুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের ঐহিক, পরিণাম, সেখানে প্রিয়বস্তুর অগ্রে মরণ ভাল; যেহেতু যে মরে সে বাঁচিয়া যায়। তোমার বিরহে তাহাকে দুঃখ না দিয়া, তাহার বিরহে তুমি দুঃখ ভোগ করিয়া তাহাকে সুখী কর। সে ব্যক্তি পরলোকে যাইয়া তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি পরলোকে যাইয়া তাহাকে পাইবে; সে তোমার নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া বসিয়া আছে। প্রিয়জনের বিয়োগ না হইলে, পরলোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাহাদের প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, তাহারা মরিলে এখানকার প্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরলোকে অন্য প্রিয়সঙ্গ পায়।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গম সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপিতন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ—বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উহা বৃদ্ধি পায়। বিয়োগে প্রিয়-জন নয়নের অন্তর হয়েন বলিয়া তাঁহাকে মন দিয়া দর্শন করিতে হয়। তাঁহার যদি কিছু খুঁত থাকে তাহা আর তখন দেখা যায় না, তাঁহার স্মরণ তখন তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা মধুর হয়। প্রিয়বস্তু বিদেশে আছেন। যদি সেখান হইতে কেহ আসিয়া বলেন যে, তিনি সেই প্রিয়বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তবে যিনি বিয়োগী তিনি তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া সেই দুরস্থিত নিধির কথা শুনেন্। স্বামী পরদেশে, তাঁহার সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি আসিল। স্ত্রী তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া স্বামীর কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন। ইহা স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামী-সহবাসের ন্যায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাঁহার স্বামী সর্ব্বদা তাঁহার কথা বলেন, সর্ব্বদা তাঁহার প্রেম-সুধা পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, তবে তাঁহার বিয়োগজনিত দুঃখ থাকে না, বরং সেই বিয়োগ মহাসুখের কারণ হয়।

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি বাড়ী আসিয়া যখন দেখা করিতে আসিলেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের লইয়া বসিলেন ও নিমায়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাই হইল তাঁহাদের জীবনধারণের উপায়। সে কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। মালিনী দেখা করিতে আসিলে শচী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই আমার মাথা খাও, নিমাই আমার বেঁচে আছে ত?" মালিনী তখন নিমায়ের কথা আমূল বলিতে লাগিলেন। নিমাইকে নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি কিরূপে আসিলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক কিরূপ হয়েছিল, শাক কয় প্রকার ছিল, নিমায়ের শাকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেইরূপই আছে। এই সব মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছেন; তখন বোধ হইতেছে, যেন তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরূপে মালিনীর নিকট ও প্রভুর মাসীর নিকট একবার নয়, বারে বারে শুনিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কেবল যে তাঁদের প্রিয় বস্তু বিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিয়োগদশা হইতেও নব-নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয়-বস্তু ভাল আছেন, আর তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মায়া তেমনি আছে, তখন আর তাঁহাদের দুঃখ কি?

শ্রীচরিতামৃত-কার ভক্তগণের সহিত প্রভুর এই চারিমাস বিহার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

"পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল। সবা লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥"

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুষ্করিণীর তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে, শ্রীনিতাইয়ের শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাঢ়ী-শ্রেণীর জনৈক ব্রাহ্মণ, শীঘ্র-শীঘ্র ঘট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরিয়া জল আনিয়া প্রভুকে স্নান করাইলেন। এই সামান্য ঘটনাটি কেন এখানে উল্লেখ করিলাম তাহা বলিতেছি। অবতারদিগের লীলা যাহা গ্রন্থে লেখা আছে তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছুই নাই। কেবল গৌর অবতারের কাহিনী অতি পরিষ্কাররূপে চাক্ষুষ-দর্শন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে। এমন কি, কৃষ্ণদাস যে প্রভুকে স্নান করাইয়াছিলেন, তাহাও লেখা আছে।

প্রভু পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় এবারও রথাগ্রে নৃত্য ও মন্দির মার্জ্জন করিলেন এবং লক্ষ্মী-বিজয় উৎসবাদি দর্শন করিলেন। কিন্তু এ বৎসর তিনি যত লীলাই করুন, তাঁহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া, তাঁহার হস্তের রন্ধন ভোজন আর তাঁহার সহিত যে সাংসারিক আলাপ করিয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া যতদূর সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্রকার প্রিয়বস্তু সমুদায় দিয়া ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হইল। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে যত্ন করিয়া রন্ধন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্ত্রীকে বলিতেছেন, "শুন কৃষ্ণদাসের মা, প্রভু যদি একা আসেন তবেই মঙ্গল; আর যদি সহচর-সন্ন্যাসীরা সকলে আসেন, তবে প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভুও ঠিক সেই সময় প্রসন্ন বদনে হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আসিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসিগণ ঝড়ের উৎপাতে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শ্রীভগবানকে ভুঞ্জাইলেন। যথা—

"দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার। যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥"

ভোজন শেষ হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি ধন্য। তুমি কৃষ্ণ-সেবা জান বটে।" প্রভু হাসিয়া কহিলেন, "কি আচার্য্য ঠাকুর, আজ যে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?" অদ্বৈত বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি?" তখন প্রভু বলিতেছেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, এ ঝড়বৃষ্টি তোমারই কার্য্য? তা ইন্দ্রের ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞা পালন করিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মাষ্টমী আসিল, আর নীলাচলে নন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। নন্দালয় সুন্দর করিয়া সাজান হইল। অমনি প্রভুর গোপ-ভাব হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণেরাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন ভক্তগণ কেহ গোপ কেহ গোপী, কেহ নন্দ কেহ যশোদা হইলেন। যিনি যাহা সাজিলেন তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইলেন। জগন্নাথ মাহাতি যশোদা সাজিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি কোলে লইয়া বসিয়া একদৃষ্টে নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, আর নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। কানাই খুটিয়া নন্দ-ভাবে বিভাবিত হইয়া সদ্যোজাত পুত্রমুখ দেখিয়া মহাব্যস্ত ও আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। প্রভু স্বয়ং, নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপের ভক্তগণ এবং নীলাচলের ভক্তদিগের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম, পরীক্ষাপাত্র, তুলসীপাত্র প্রভৃতি গোপ সাজিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া হাতে লাঠি ও কাঁধে দধির ভার লইয়া আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আঙ্গিনায় আসিলেন। সকলে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। সকলের গাত্র দধি দুগ্ধ ও হরিদ্রা-জলে সিক্ত, আঙ্গিনা দধি-দুগ্ধে কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে সেই কর্দ্দমময় অঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কবি রামরায়, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজ প্রতাপরুদ্র, সন্ন্যাসীপ্রবর পরমানন্দপুরী। তখন আনন্দের বন্যায় সমস্ত সমভূম হইয়া গিয়াছে। নৃত্যের পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাইচাঁদে একটু লাঠালাঠি হইল। শ্রীঅদ্বৈত দুই এক ঘা খাইয়া রাগ করিয়া শ্রীনিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন। যথা—

তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিরাতে লাগিলা। বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা॥
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়। কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপ-ভাব গূঢ়"॥

যদি শ্রীভগবান্ আপনি জীবগণকে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শিক্ষা না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীষিকা আছে যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল করিয়া জানিতেও পারিত না। শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, ইহা আমরা অবতার হইতে জানিতে পারি; আর এই অবতার দ্বারা শ্রীভগবানের লীলার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারাই জগতের জীব শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারে, আর শ্রীভগবানের এই লীলারূপ-সঙ্গ করিয়া জীব পরিবর্দ্ধিত হয়। এই লীলা জীবের "পরম ধন"; যেহেতু জীবের আধ্যাত্মিক পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎসঙ্গ যেরূপ সহজ, সুখকর ও ও শক্তিসম্পন্ন উপায়, এরূপ যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ-তপস্যা কিছুই নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তগণ ভোজনে ও নৃত্যগীতে ভজন করেন। এখন দেখুন তাঁহারা লগুড় ফিরাইয়াও ভজন করিয়া থাকেন।

ক্রমে প্রভুর শ্রীভগবান্-ভাব হইল। কাজেই তখন কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ মাহাতিকে পিতামাতা জ্ঞান হওয়াতে প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও নন্দ ও যশোদাভাবে বিভোর হইয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলেই লালারস-সুধা পান করিলেন, কিন্তু নন্দ-যশোদা আরও কিছু করিলেন। যথা চরিতামৃতে :—

"কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন। আবেগে বিলান ঘরে ছিল যত ধন॥"

ইহাতে বুঝিবেন যে, তাঁহাদের আবেশ কাল্পনিক নয়।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর গণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু প্রভুকে কি দিবেন? তিনি সন্ন্যাসী, কৌপীন-ধারী, তাঁহার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রভুর জননী আছেন, কিন্তু তাঁহার চারি-পাঁচ হাত লম্বা একখানি মোটা কাপড় হইলেই চলিয়া যায়। রাজা পরম-প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভুর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে সে তাঁহার প্রিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিমিত্ত। শ্রীমতী তখন পূর্ণযৌবনা, তাই তাঁহার উপযুক্ত বহুমূল্যের একখানি শাটী দিবেন সাব্যস্ত করিলেন; এবং প্রভু যখন গোপালভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন, তখন রাজা তাঁহার মস্তকে সেই শাটীখানি বান্ধিয়া দিলেন। এইরূপে মহারাজ প্রতিবৎসর এক খানি করিয়া বহুমূল্য শাটী প্রভুকে প্রণামী দিতেন। প্রভু 'মাতাকে দিও' বলিয়া উহা দামোদরের হাতে দিতেন। দামোদর প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রতিবৎসর ভক্তগণের সহিত নীলাচলে যাইতেন ও তাঁহাদের সহিত ফিরিয়া আসিয়া আটমাস প্রভুর বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর আসিয়া এই শাটী শচীর হস্তে দিলে, তিনি উহা অবশ্য বধূকে পরিতে দিতেন। বস্ত্র আসিলে শ্রীমতীর বয়স্যাগণ অবশ্য দেখিতে আসিতেন। শচীও অবশ্য শ্রীমতীকে শাটী পরাইতেন, তিনি না পরাইয়া ছাড়িবেন কেন? শ্রীমতী হয়ত প্রথমে পরিতে চাহিতেন না, কিন্তু প্রভু যখন শাটী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনি ও অপর সকলে বুঝিতেন যে শাটি পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে শ্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাটী পরিবেন না? তাঁহার ত স্বামী জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন; তবে স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ তাহাই গিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই বলিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কর তবে আমি শুনিব না।" প্রভুর সঙ্গে এরূপ উত্তর করিতে কেবল নিতাই আর স্বরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে সন্তোষে রাখিতে হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। সে বধ কিরূপ তাহা বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এখন আমার মিনতি শুন। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আবার গৃহী হও, হইয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না ; শেষে যখন বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমুদায় আনন্দ ফুরাইয়া গেল। জীববন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সুখী করিবেন, এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন। নিতাই সন্ন্যাস লইয়াছেন, গদাধর ও স্বরূপও সন্ন্যাস লইয়াছেন। কাজেই লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ-ভক্ত হইতে উদাসীন-ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। কারণ প্রভু স্বয়ং উদাসীন। কাজেই যিনি বৈষ্ণব তিনি যদি গৃহস্থ হন, তবে ভাবেন যে, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বসুগণ গৃহস্থ। তাঁহারা প্রত্যব্দ প্রভুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। প্রভু কত প্রকারে বুঝান যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই ; তবু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শ্রীঅদ্বৈতের দুই বিবাহ, তিনিও যদি বলেন যে, সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই তবু তাঁর শিষ্যগণও তাহা বুঝেন না। এদেশীয়দের গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের উপর এইরূপ ঘৃণা। প্রভু ভাবিলেন যে সংসার ত্যাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়া যায় না, এই ভ্রম, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের একেবারে যাইবে। একটী পদ আছে,—"সাধে কি আমি গৌর-গুণে ঝুরে মরি।" ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছে। বাসুদেব দত্তকে প্রভু বলিলেন, "তুমি গৃহস্থ, তোমার সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।" শ্রীগদাধরের গুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাহিনী আপনারা প্রথমখণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর-অবতারে মোটে সাড়ে তিন জন পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় একজন। অথচ তিনি রাজার অধীন রাজা, পরম আরামে দাস-দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, দোলায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শ্রীগৌর-অবতারে চৌষট্টি মহান্ত, তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র এক জন। ইনি তখন হিন্দু-রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপন রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন। যিনি বড় শুদ্ধ-বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করস্পর্শ করেন না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র প্রতি মাসে সহস্র-সহস্র বিপক্ষ-সৈন্য বধ করিয়া, ও সহস্র-সহস্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, কিরূপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি মহান্তের মধ্যে গণ্য হইলেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন-ভস্মকারীকে নয়। সন্ন্যাসীগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাঁহার অদ্ভুত-গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলিতেছেন যে, সর্প-বৈদ্যগণ সর্পের বিষদন্ত তুলিয়া তাহাদের লইয়া যেমন খেলা করে, গৌরভক্তও সেইরূপ তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস না করিয়া তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে, এই জন্য তাহাদের বিষ-দন্ত তুলিয়া, অথচ তাহাদিগকে অখণ্ড রাখিয়া, খেলা করেন। ছয়-গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস একজন; প্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাবিষ্ট হয়ে।"

এখন দেখুন ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা বা নিরর্থক কিছু নাই, সমুদায়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্ত কোন দ্রব্য ধ্বংস বা তাহার অসৎ ব্যবহার করিওনা; সমুদায় ঠিক রাখিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার কর। যদি শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই অন্য কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সব কথা বলি কেন শ্রবণ করুন। লোকে বলে যে, বৌদ্ধধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অহিংসা পরম-ধর্ম্ম যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, নিরামিষ আহার, বধে বিতৃষ্ণা,—যে ধর্ম্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাতে জীবকে নিস্তেজ কেন না করিবে? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ হিন্দুগণকে আসুরিক-ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার-তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বীর কাহারা না যাহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর। এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া উপবাস করিয়া-করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংসপ্রায়, তাহাতে যেটুকু বাকি আছে বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? কিন্তু বৈষ্ণব হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এই দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি, শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস ইত্যাদি যত ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস-ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে,—তিনি অতিবড় তেজীয়ান না হইলে—জীব হত্যার মধ্যে থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস-ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়ও নহে। যাঁহার ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়া আপনিই পশুহত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে।

স্থূল কথা, শ্রীভগবান্ মানুষকে যতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে-সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উৎকর্ষিত হইলে, এই বৃত্তিগুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না, সমুদয় বৃত্তি তাহাদের নিয়মিত কার্য্যের অতিরিক্ত করিতে অশক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।" ভক্তির উৎকর্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে আপনা-আপনি বিষয় হইতে মন অন্তর্হিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া, নিস্তেজ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া, শরীর দুর্ব্বল রাখিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের যত ভজন সমুদয় স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধিকারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবান্‌কে উত্তম দ্রব্য নিবেদন করিয়া উহা উদর-পূর্ত্তি করিয়া প্রসাদ পান ; নৃত্য-গীত যাঁহাদের ভজন, তাঁহাদের শরীর কেন ভাল থাকিবে না ? এমন কি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে এরূপ কথাও আছে যে, যাঁহার উদরে বায়ু সৃষ্টি হয়, তাঁহার প্রেমভক্তি-চর্চ্চা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমভক্তি-ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণশক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য প্রয়োজন। সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করাই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত কাজই অধর্ম্ম। তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তেজিয়ান লোক সংসার হইতে পৃথক থাকিতে চাহেন। যাঁহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি যাঁহারা বীর-পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সঙ্কল্প রহিয়াছে, তাঁহারা কার্য্য উদ্ধারের সুবিধার জন্য, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। প্রভুও সেইরূপ মহদুদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন, "তুমি মুনি-ধর্ম্ম লইয়া থাকিলে, জীব যে অন্ধ তাহাই থাকিবে। তুমি গৌড়দেশে যাইয়া সংসার কর, করিয়া জীবের প্রকৃত-ধর্ম্ম কি তাহা দেখাও।"

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। গুরু-কুল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। গুরু-বংশদ্বারা ও গুরুর শিষ্যদ্বারা। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা আপনাদিগের গদি শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়া একজন উদাসীনকে দিয়া থাকেন। আবার যে আচার্য্য গৃহী, তাঁহার ঔরস-পুত্র তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হন। প্রভুর বিবেচনায় গুরু-কুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা ঔরস-পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল। আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বারা গুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে পরিশেষে বিশেষ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম্ম আচরণ করিলেন, তাই গুরুকুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কি দশা হইত ?

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর-আজ্ঞা করিলেন, তাহা একটু বর্ণনা না করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া আবার বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি পতিত হন। তাঁহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম্ম হয়। মনে ভাবুন এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে, যে-সে উদাসীন হইত, আর ভাল না লাগিলে আবার সংসারে আসিত। কঠোর নিয়ম না করিলে উদাসীনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন কৌপীন ছাড়িয়া পতিত হইতে হইবে; তারপর হিন্দুসমাজ-সম্মত বিবাহ করিতে হইবে। নিতাইয়ের জাতি-কুল লইয়া মহা-গণ্ডগোল। নিতাইয়ের অন্নবিচার নাই; তিনি দ্বাদশ-বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ-বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কেন কন্যাদান করিবেন ?

তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা! নিমাই নির্ম্মল, পবিত্র, ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিমায়ের দাদা হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত উপবীত আবার গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন, কাচ্চা-বাচ্চা পালন করিবেন, করিয়া হরিনাম বিতরণ করিবেন। ইহা কিরূপে হইবে ? লোকে এত অত্যাচার কিরূপে সহিবে ? কিন্তু নিতাই তাঁহার ভক্তি-বলে এই সমুদায় করিয়াছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে আসিয়া কি তরঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্থিত করেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে একটু দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একেবারে তোলপাড় উপস্থিত হইয়াছিল। নিতাইয়ের,—

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে। ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। তথায় বিহ্বল হয় কত-শত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন-কিছুই না জানে। তাহারাও মহা-মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া। মুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন যে সামর্থ এক শিশুর শরীরে। শত-জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি। সিংহনাদ করে হই মহা-কুতুহলী॥
এইমত নিত্যানন্দ বালক-জীবন। বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার। দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ। সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র-প্রায় করি কভু সবারে ধরিয়া। কয়ায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে। বান্ধেন মারেন তবু অট্ট-অট্ট হাসে॥
একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে। আইলেন তারে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী-ভাবে গদাধর দাস মহাশয়। হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস। নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস॥

অনেকে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন। আমারা বলি যে, শ্রীভগবান, যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশে তাহাই সৃষ্টি করেন। সুতরাং অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিদিগের শ্রীগৌরাঙ্গকে লইতে হইবে। তাহার পর, শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালি বলিয়া আমাদের পূজ্য নহেন। তাঁহার মত বস্তু ত্রিজগতে আর খুঁজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপে ভক্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সজীব করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের রক্ষা। কোন জাতি মরিয়াই থাকে, কোন জাতি মরিতে-মরিতে আবার বাঁচিয়া উঠে। ইহার ঔষধ কোন একটি তরঙ্গ। কিন্তু যতরূপ তরঙ্গে মানুষ্য-সমাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোলপাড় করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর ও নির্দ্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই ভক্তি-তরঙ্গদ্বারা বৌদ্ধগণ নূতন শক্তি পাইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানেরাও প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবাসীরা যদি সেইরূপ ভক্তির তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাঁহারাও পুনর্জীবন লাভ করিবেন। রাজনীতি ভারতবাসীর পক্ষে বলকারী নয়, তাঁহাদের মহত্ত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতবাসিগণ তাহাই করিলে পুনরায় জীবনিশক্তি লাভ করিতে পারিবেন। আর অধ্যাত্মিক-জীবন পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে, গৌরাঙ্গের কৃপা ভিন্ন যে আর কোন উপায় আছে, তাহা বোধ হয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও সরল উপায় যদি আর কিছু থাকে, তাহা আমাদের জানা নাই।

কাহার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে, উহা অন্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উত্থিত করা যায়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে সে সমাজ কিছু-না-কিছু উন্নতিলাভ করে। এই রূপে ধনলাভের নিমিত্ত, কি যুদ্ধের নিমিত্ত, কখন, কখন সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। প্রায়ই এই সমুদায় তরঙ্গে কিছু-না-কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু উন্নতি, উহা প্রায় ধনলাভে হইয়াছে। বিদ্যালাভে যে তরঙ্গ উঠে, ইহা কেহ কস্মিন্‌কালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালিগণ নবদ্বীপে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল শ্রীভগবানের পূর্ণ-অবতার।

কোনক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি-অনুসারে ফল-লাভ হয়। এই তরঙ্গ অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য নিয়োজিত হইলে যে ফল হইবে, পরমার্থের জন্য নিয়োজিত হইলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইবে। মহম্মদ ভক্তির সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন। পরে উহা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায় নির্জীব মুসলমানগণ একেবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইলেন। বৌদ্ধগণ জীবকে দয়া-ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য এই তরঙ্গ নিয়োজিত করিয়া জাপান পর্য্যন্ত আপনাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন কোথা জাপান, আব কোথা মিথিলা; কোথা সংস্কৃত-ভাষা আর কোথা জাপানী-ভাষা; কোথা বাঙ্গালী, আর কোথা জাপানী। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই অসাধ্য ও অননুভবনীয় ব্যাপার সুসিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালিগণ জাপানে গমন করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনিয়াছিলেন।

গৌর-অবতার-কালে রাজা ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ-শাসনের ভার অর্পিত হয় রাজার দৌহিত্র চাঁদকাজির উপর। ইনি সহস্র-সহস্র পাঠান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে, বিনা অস্ত্র চালনায়, তাঁহাকে কিরূপে দমন করিলেন! লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিবলে উন্মাদ, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না, ও কস্মিন্‌কালে তাঁহারা যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে প্রভূত-শক্তি পাইয়া, সেই পাঠান-সৈন্যগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। মনে ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বৈষ্ণবগণের ঐ ভাব রাখিয়া দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালিগণ আজ মুসলমানদিগের ন্যায় জগৎজয় করিতে সক্ষম হইতেন। নির্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনি-শক্তির কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে কেবল ধর্ম্ম দ্বারা। যদি এদেশবাসীগণ আবার ভক্তি-তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার তাঁহারা জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হইল। প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আনন্দ। দেহধর্ম্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়োজন উহা ছাড়া আর সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভক্তেরা অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন-শূন্য দেহ কুপ হইতে উঠাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভুর হাড়-গোড় বুঝি চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু (যথা চৈতন্যভাগবতে)—

কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি বসে। বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেইক্ষণে কূপ হইল নবনীতময়। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে ক্রমে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে, তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে সকলের মহাভয় হইল। প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরভাবে প্রভুর শরণ লইয়া, তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। যথা (চরিতামৃতে)—

"তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

"প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে।"

কুলীনগ্রামবাসীরা আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন? প্রভু বলিলেন যে, নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বৈষ্ণব-সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিবেন? প্রভু বলিলেন, যাঁহার বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম তিনিই বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহা হউক শেষে ভক্তগণ দেশে ফিরিলেন, সেই সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতও চলিলেন। প্রভু তাঁহার সহিত জননীর নিকট সেই বহুমুল্য শাটি ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিন প্রভু অনেকটা সচেতন থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। তাঁহার হৃদয় নবনীত হইতেও কোমল, সুতরাং তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে সে আর বেশী কথা কি? সে মলিন মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইবার পর প্রভুর দুঃখ থাকিত না। কারণ তখন তিনি বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে 'মহাপ্রভুর প্রলাপ' বলে! যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ-লীলা শ্রবণ ও মনন দ্বারা আপনাকে জর-জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে? শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যতটুকু পারি বলিব। এখন কিছু বলিব, আর পরে সুবিধামত কিছু কিছু বলিব।

শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধার নিমিত্ত ও রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিলাপ, ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া, আর নীলাচলে রাধাভাবে কৃষ্ণ বলিয়া বিলাপ করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখখানি মলিন, মাঝে মাঝে অতি বেগে নয়ন-ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য চৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

কেহ কাহার বিরহে বিলাপ করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভক্তেরা অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন-শূন্য দেহ কূপ হইতে উঠাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভুর হাড়-গোড় বুঝি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু (যথা চৈতন্যভাগবতে)—

কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি বসে। বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেইক্ষণে কূপ হইল নবনীতময়। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে ক্রমে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে, তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে সকলের মহাভয় হইল। প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরভাবে প্রভুর শরণ লইয়া, তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। যথা (চরিতামৃতে)—

"তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

"প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে।"

কুলীনগ্রামবাসীরা আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন? প্রভু বলিলেন যে, নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা বৈষ্ণব-সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিবেন? প্রভু বলিলেন, যাঁহার বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম তিনিই বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহা হউক শেষে ভক্তগণ দেশে ফিরিলেন, সেই সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতও চলিলেন। প্রভু তাঁহার সহিত জননীর নিকট সেই বহুমূল্য শাটি ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিন প্রভু অনেকটা সচেতন থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। তাঁহার হৃদয় নবনীত হইতেও কোমল, সুতরাং তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে সে আর বেশী কথা কি? সে মলিন মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইবার পর প্রভুর দুঃখ থাকিত না। কারণ তখন তিনি বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে 'মহাপ্রভুর প্রলাপ' বলে! যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ-লীলা শ্রবণ ও মনন দ্বারা আপনাকে জর-জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে? শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যতটুকু পারি বলিব। এখন কিছু বলিব, আর পরে সুবিধামত কিছু কিছু বলিব।

শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধার নিমিত্ত ও রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিলাপ, ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া, আর নীলাচলে রাধাভাবে কৃষ্ণ বলিয়া বিলাপ করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখখানি মলিন, মাঝে মাঝে অতি বেগে নয়ন-ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য চৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

কেহ কাহার বিরহে বিলাপ করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতি বহুদিবস বিদেশে আছেন, সতী-স্ত্রী গোপনে অশ্রুপাত করিতেছেন, ইহা অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব করা যায় যে, সেই সতী-স্ত্রী তাঁহার নিতান্ত কোন মর্ম্ম সখির নিকট তাঁহার মনোবেদনা উঘাড়িয়া বলিতেছেন, আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষা অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ্ন ;—যথা, মূর্চ্ছা ও শ্বাসরোধ, বিবর্ণ ও প্রলাপ-বাক্য।

প্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণ-বিরহ ও কৃষ্ণভাবে রাধা-বিরহ, জীবন্ত সামগ্রী—কল্পনার বস্তু নহে। প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ং যখন প্রকাশ পাইয়াছেন, তখন সে দেহে আর নিমাই কি কৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই,—প্রভু একেবারে রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপনাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছেন, আর নানাবিধ প্রলাপ বকিতেছেন ; কখন কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন বা কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেছেন। যত সন্ধ্যা হইতেছে, প্রভুর মনে বেগ ততই বাড়িতেছে।

এই প্রভুর মনের ভাব। ইহাতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ঝলকে ঝলকে তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে স্বরূপ ও রামানন্দ বসিয়া নানারূপে প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্যদিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং নানা বাজে-কথা বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে এ-কথার ও-কথার উত্তর দিতেছেন। কখন-বা তাঁহারা হাসিবার কথা বলিতেছেন, আর প্রভু হাসিতেছেন। কিন্তু সে কাষ্ঠহাসি—দেখিলে আনন্দ হয় না, বরং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আসিলেন, অমনি স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, অমুক চরণে প্রণাম করিতেছেন, একবার কৃপা করুন।" এইরূপে স্বরূপ ও রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি-উতি চাহিতেছেন; থাকিয়া-থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন; থাকিয়া-থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। যত বেলা যাইতেছে, ততই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে, ও ক্রমেই স্বরূপ ও রামরায়ের চেষ্টা বিফল হইতেছে। শেষে সন্ধ্যা হইল, স্বরূপ-রামরায়ও প্রভুকে আর চেতন রাখিতে পারিলেন না। তিনি বিহ্বল হইয়া অগাধ-বিরহ-সমুদ্রে ডুবিলেন। তখন তাঁহারা প্রভুকে গম্ভীরায় (ভিতর-প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্তস্থানে) লইয়া গেলেন।

এই ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভু ক্রমে চেতন লাভ করিয়া আসনে বসিলেন। সেখানে স্বরূপ ও রামরায় বসিয়া। সম্মুখে একটী প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া স্বরূপকে বলিতেছেন, স্বরূপ! তুমি আমাকে প্রবোধ দাও, আর, প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত হও। কিন্তু বল দেখি এমন হতভাগিনী জগমাঝে আর কে আছে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত যুগ বয়ে গেল! আমি বেঁচে আছি কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া।" তারপর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি এ-দুঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর।"—এই বলিয়া প্রভু ধূলায় পড়িলেন। আর তাঁহারা আস্তে-আস্তে ধরিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। তখন রামানন্দ প্রভুর মনোভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, "কৃষ্ণ কখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যান না।" শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া আনন্দে প্রভুর মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন তিনি বলিতেছেন, "স্বরূপ, আমার কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা কর।" এই বলিয়া নিজেই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তখন সুধা-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। অতি সরলা বালিকা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার মনের ন্যায় সরল। তাঁহার মনে যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাবটি হইতেছে, তাহা তখনই বদনে প্রকাশ পাইতেছে। স্বরূপ ও রামরায় যেমন প্রভুর কথা শুনিতেছেন, অমনি তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত এবং মনোহর দেখিতেছেন। কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেন। তখন স্বরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ললিতে! তোরা কৃষ্ণ-দর্শনে যাবি কিনা বল? আমি এই বেরোলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুতপদে গমনোদ্যত হইলেন। তখন তাঁহারা প্রভুকে একটু সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে বলিলেন, "প্রভু শান্ত হউন, বসুন, কোথা যাইবেন, ধৈর্য্য ধরুন।" কিন্তু ইহাতে প্রভু কর্ণপাত করিলেন না। তখন স্বরূপ মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর! জটিলা-বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রা যাউক; তবে আমরা যাইব।" অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, ও চুপে-চুপে কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইল। তখন স্বরূপকে বলিতেছেন, "তুমিত ললিতা নও! তুমি না স্বরূপ? আর আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? আমিত রাধা নই! তবে আমি এখন কি প্রলাপ বকিলাম?* আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম কি—" বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! যদি আমাকে ভালবাস তবে কৃষ্ণকে আনিয়া আমায় প্রাণে বাঁচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি আমার এই উপকার কর,—আমি চিরকাল তোমর হইব।" তারপর "স্বরূপ, আমার প্রাণ গেল"—বলিয়াই প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শেষে অনেক যত্নে চেতন পাইলেন। প্রভু নীলাচলে, আর শচী

* বিহ্বল অবস্থায় প্রভু স্বরূপ প্রভৃতির সহিত এইভাবে আলাপ করিতেন, সেইজন্য ইহাকে 'প্রলাপ' বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুপ্রিয়া ও মর্ম্মী-ভক্তগণ নবদ্বীপে ; সুতরাং তাঁহার মনে দুঃখ হইবারই কথা। কিন্তু যেই ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর দিবাভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাঁহার বিহ্বল-ভাব ভঙ্গ করিতে পারেন না। প্রভু, স্বরূপ ও রামানন্দকে তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা এইরূপে উঘারিয়া বলিতেছেন। যথা প্রভু-কৃত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা, যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥

উক্ত শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন, যথা—

প্রাপ্তরত্ন হারাইঞা, তার গুণ সঙরিয়া, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি-হরি, ধৈর্য্য গেল হইলা চপল॥
শুন বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম, যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ধ্রু॥

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া স্বরূপকে শ্লোকবন্ধে আবার বলিতেছেন যথা—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

অর্থাৎ—"হে স্বরূপ, কৃষ্ণবিরহে আমার নিমেষ-কাল যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে।"

এইরূপে প্রভু আমার, "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কোথা আমি কৃষ্ণ পাবো? কে আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দিবে? কি করিলে কৃষ্ণ পাবো?" —এইভাবে বিলাপ করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে এইরূপে কান্দিতেছেন ; আবার স্বরূপ-রামরায়কে বলিতেছেন, "তোমরা আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করিও না। তিনি আমার প্রাণনাথ। তিনি যাহা করেন সবই ভাল।" এখন প্রভুর শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

প্রভু বলিতেছেন, "স্বরূপ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ? তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি অদর্শন হইয়া দুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি অপর নহেন, আমার প্রাণনাথ।" তৎপরে নানারূপ উপায়ে রামরায় ও স্বরূপ প্রভুকে ভুলাইয়া শয়ন করাইলেন ও প্রদীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তৎপরে রামরায় গৃহে গেলেন, আর স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপরূপ রথ-আগে।
নাচে গোরারায়, সবে মেলি গায়, যত যত মহাভাগে॥ ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ-মুখ, দেখি মহা-সুখ, নাচে গর-গর মনে॥
খোল-করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
জয়-জয় ধ্বনি, সুর-নর-মুনি, গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সভেই সাঁতারে, দুঃখী যদু অভাগিয়া॥

ভক্তগণ বিদায় লইলে প্রভুর নবদ্বীপ-বিরহ উপস্থিত হইল। একবার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া সেই দিবস বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোয়া হইতে ছুটিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্তগণ যাইতে দেন নাই। তাহার পর এই চারি বৎসর নানা কারণে যাইতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। তাই ভাবিলেন, জননী জন্মভূমি ও জাহ্নবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইবেন, এবং সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন, এবং রাজাও বড় ব্যাকুল হইলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রভু যখন যাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে কে রাখে। আর বৃন্দাবনে গেলে কি তিনি আর ফিরিবেন? তিনি স্বেচ্ছাময়, তাঁহার মনে কি আছে কে জানে। যে বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়েন, সেখানে গেলে কি তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন? রাজার ভরসা কেবল সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ; তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে প্রকারেই হউক প্রভুর যাওয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু বৃন্দাবনে গেলে তিনি সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রভুকে না দেখিলে তিনি এক মূহূর্ত্তও বাঁচেন না। কাজেই তিনিও সেই দলে মিশিয়া গেলেন। তখন সকলে জুটিয়া প্রভুকে নানা কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, যে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন? তিনি যেখানে থাকেন সেই তো বৃন্দাবন? প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি অবশ্য যাইবেন। একটিবার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া আবার সত্বর ফিরিয়া আসিবেন। তখন রামরায় ও সার্ব্বভৌম কাতরভাবে বলিলেন, "প্রভু, পশ্চিম দেশে এখন বড় শীত, শীতের পর যাইবেন।" শেষে তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকার করিলেন। ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন আবার প্রভু যাইবার কথা বলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু, দোল আসিতেছে, দোল দেখিয়া যাইবেন। দোল হইয়া গেলে প্রভু আবার যাইবার কথা তুলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ রথ-দর্শনার্থে অতি শীঘ্র নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আসুন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন কি, তাহাই স্বীকার করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্ব্বভৌম, রাজা ও রামানন্দের এই কার্য্যে গৌর-ভক্তগণ মনে একটু ব্যথা পাইতে পারেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাউন কি না, সে অল্প কথা। প্রকৃতই, গদাধর যে বলিয়াছিলেন, তিনি যেখানে সেখানেই বৃন্দাবন, সে ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একবার যাইবেন, জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, নিমাই তাঁহার একমাত্র পুত্র। চিরবিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াও এই উদ্যোগে একবার স্বামীর শ্রীমুখ দেখিয়া চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্য্যে বাধা দিলে কিছু স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। শচী অতি-বৃদ্ধা, তিনি যে-কোন দিন দেহত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু রামরায় প্রভুর সাড়ে তিনজন পাত্রের মধ্যে একজন। তিনি প্রভুর প্রিয় হইতে প্রিয়।

"অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে। দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে॥
আজি রহ, কালি রহ, বলে রামানন্দ। দুই বর্ষ রাখিলেন হ'য়ে প্রতিবন্ধ॥

তবে যাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। হয়ত রামরায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের আবার জননী কে? আবার হয় ত তিনি ইহাও ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননীকে সামান্য মায়ায় কেন অভিভূত করিবে? বোধ হয়, তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা না হইলে শচী কখন এ-সংসার পরিত্যাগ করিবেন না। বিশেষতঃ প্রভু একবার মাত্র দেশে যাইবেন, সুতরাং যত বিলম্ব করিয়া যাওয়া হয় ততই ভাল। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, কিন্তু তিনি ভক্তির বশ। যাহা হউক প্রভু তখন গমন করিলেন না, নবদ্বীপবাসীদিগের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া সুরধুনীর দুই তীর হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সঙ্গে-সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের যত আচার সমুদয় ত্যাগ করিলেন। উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, পায়ে নূপুর পরিলেন, সুতরাং তাঁহার বৃহৎ একদল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যানন্দ স্থবর্ণবণিকগণকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উদ্ধারণ দত্ত; তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া নিতাইয়ের পশ্চাদ্গামী হইলেন। নিতাই কতলক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন, তবু তিনি সমাজকর্ত্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি অনেক বৈষ্ণব পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ হইলেন; কেহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করিলেন, কেহবা প্রভুর নিকট তাঁহার কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিতাই সামাজিক উৎপীড়নে জর্জ্জরিভূত হইয়া কেবল দু'একটী ভৃত্য ও জনকয়েক পরিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে। যে প্রভু এত কঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন, তিনি কি তাঁহার সমুদয় আচার-ত্যাগরূপ কার্য্য অনুমোদন করিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আসিয়া, একটি ফুলবাগানে বসিয়া, দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়াছেন—এই তাঁহার দুঃখ, আর প্রভু কি বলিবেন—এই ভয়। যাঁহার হাস্যময় শ্রীমুখ দেখিলে পুত্রশোকীরও দুঃখ দূর হয়, তাঁহার মুখ দেখিলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্ত্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা তখনি প্রভুর গোচর হইল। তখন ভক্ত-বৎসল প্রভু আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন যে নিতাই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফুট-স্বরে রোদন করিতেছেন।

নিতাইকে প্রভু ডাকিলেন না, কিছু বলিলেনও না, কেবল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর একটি শ্লোক রচনা করিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ যদি অতিকুকর্ম্মও করেন, তবু তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয়।"

এখানে একথা রাখিয়া আর একটী অদ্ভুত কথা বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদায় অসম্ভব কথা ও কার্য্য তাহা বলিতেন ও করিতেন। তাঁহারা গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। আবার প্রভু বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয়। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাদের লইয়া গৌর-লীলা তাঁহাদের গৌর-অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না; অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ এবং নিতাই যে বলরাম, ইহা কেহ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিতেন না।

নিতাই নয়ন মেলিয়া দেখিলেন যে, প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতি করিতেছেন। ইহা সহিতে না পারিয়া নিতাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেমন প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন অমনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। প্রভু আছাড় খাইলে, তাঁহাকে তুলিয়া ধরা একমাত্র নিতাইয়ের কাজ। আজ তাহার উল্টা হইল;—প্রভুই যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত কাতর স্বরে শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদায় ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ,—তাঁহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। কিন্তু আমাকে খানিকটা রাগ, অহঙ্কার ও অবিশ্বাস দিয়াছ, তাহাতে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।" এখন নিত্যানন্দ করজোড়ে প্রভুকে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"অদ্বৈতাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ। সবারেই দিলে প্রেম-ভক্তি আচরণ॥
মুনি-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে। ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে॥

অদ্বৈতাদি শ্রীভগবানের চিদংশ। কাজেই তাঁহাদের অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও ক্রোধ থাকিবারই কথা। কিন্তু নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দাংশ, তাঁহার পক্ষে জপ-তপ ও বিধিপালন কিরূপে সম্ভব হইবে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু আমি ছিলাম সন্ন্যাসী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে।
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি। তুমি যে করাহ সেইরূপ করি আমি॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে। আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে॥"
প্রভু বলে, "তোমার যে দেহে অলঙ্কার। নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর॥"

প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, তোমার দেহে যে অলঙ্কার, উহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে নববিধ ভক্তি তাহারই প্রকাশ। তুমি স্বর্ণবণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ, উহা স্বয়ং মহাদেবও বাঞ্ছা করেন। তোমার সঙ্গীরা সকলেই গোপবালক। গোপবালকের জপ-তপ শোভা পাইবে কেন? শ্রীপাদ, তোমার আবার বিধি কি?"

শ্রীনিত্যানন্দ, প্রভুর এই প্রশ্রয়-বাক্য শুনিয়া পরম আশ্বাসিত হইলেন। ত্রিজগতে তিনি আর কাহারও নয়, কেবল তাঁহার প্রভুর। নিতাই এইরূপে আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন যে, গার্হস্থধর্ম্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রভু নিজ বাসায় গেলেন, আর নিত্যনন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিয়া যমেশ্বর টোটায়, শ্রীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গধাধর তখন ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যনন্দের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন।

"নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বর সে ধরে॥"

এইরূপ প্রীতি হইবারই কথা; কারণ দুইজনেই গৌর-ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত নিতাই এক মণ অতি শুভ্র সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি রঙ্গিনবস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা। আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিলা॥
কেহ করে নাই, দৈবে হইয়াছে শাক। তাহা তুলি আনিয়া করিল এক পাক॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল। তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন-জল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গেল নিমন্ত্রণের উদ্যোগ। তাঁহাদের উভয়ের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। তাঁহাদের মন জানিয়া, আপনি আসিয়া—

"গদাধর গদাধর" ডাকে গৌরচন্দ্র। সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদ-দ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বলেন প্রভু, "শুন গদাধর। আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ। তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ॥

অবশ্য ভাগ আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে। রন্ধন কার্য্য শেষ হইলে, তিনজনে একত্র বসিয়া হাস্য-কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নবদ্বীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার তাঁহাদের আসিতে একটু কষ্টও হইল। যেহেতু তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু মুসলমানে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছিল। ভক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আসিয়া পৌছিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর বাড়ীর রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিতও আসিলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রীতি-সম্ভাষণ হইয়া গেলে, তিনি দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। অন্য লোক হইলে জিজ্ঞাসা করিত 'মা, কেমন আছেন?' কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। যখন প্রভু সন্ন্যাস লয়েন তখন জননীকে বলেন, "মা, আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণ-নাম লইও।" এখন প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দামোদর! জননীর ত শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি আছে?"

এক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীমতীতে কোন্দল হয়, তখন সখীরা রাধার পক্ষ লয়েন। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদার বচসা হইলে, ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ না হইয়া যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ দামোদর শচীদেবীর সেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননীর কৃষ্ণে ভক্তি আছে ত?" অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বড় রুক্ষ-লোক,—কাহাকেও ন্যায্য বলিতে ছাড়েন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর। শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
"কি বলিলে গোঁসাই, আইর ভক্তি আছে? ইহা জিজ্ঞাসহ প্রভু তুমি কোন লাজে॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছ পুলক হুঙ্কার। যতেক আছয়ে বিষ্ণু-ভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহ নাহিক বিরাম। নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥"

দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন, "গোসাঞি, তুমি যে কৃষ্ণভক্তি পাইয়াছ, তাহা সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।"

প্রভুও ইহাই শুনিবার জন্য দামোদরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়া দামোদরকে গাঢ়-আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন,—

"আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা। মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা।
যত কিছু কৃষ্ণ-ভক্তি সম্পত্তি আমার। জননী প্রসাদে সব, দ্বিধা নাহি তার॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত-বিমোহিত করিত যে অনেক ভক্ত শুধু তাঁহার সেই হাসির দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু প্রভুর হাসি যেরূপ মধুর তাঁর বচনও সেইরূপ। শুধু গলার স্বর বলিয়া নয়, তিনি যখন যাঁহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার বোধ হইত যে, প্রভু তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। অন্তর্যামি প্রভু সমুদায় জানেন। যদিও তিনি ভাবে বিভোর, তবু যদি গার্হস্থ্য-কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি বর্জিগতের সমুদায় সংবাদ রাখেন। প্রভু নবদ্বীপের প্রত্যেক ভক্তের নিকট তাঁহার শারীরিক ও পারিবারিক ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভু যাহার সহিত কথা বলিতেছেন, সেই বুঝিতেছে যে, তিনি তাঁহার বিষয় দিবানিশি চিন্তা করেন, আর অবগতও আছেন।

"হেন সে তাঁহার রঙ্গ-সবেই ভাবেন। আমার অধিক প্রীত কারু না বাসেন।"

অর্থাৎ সকলেই ভাবেন—প্রভু তাঁহার, আর তিনি প্রভুর। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ-লক্ষ লোকের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ। যঁহারা নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথাও প্রভু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া যখন উহা শুনেন তখন ভাবেন যে, প্রভু তাঁহাদিগকে এক বিন্দুও ভুলেন নাই। ইহাতে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাদ্দর্শনের ফল পান।

প্রভুর সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ হইয়া গেলে, ভক্তগণ স্ব স্ব বাসায় যাইয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিলে, প্রভু বলিলেন, "এবার তোমরা বেশীদিন এখানে থাকিও না, রথ দেখিয়াই ফিরিয়া যাইও। আমি বিজয়াদশমীন দিন শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইব। যাইবার বেলা গৌড়ে শ্রীজাহ্নবী ও শ্রীজননী—এই দুই দয়াময়ীকে দেখিয়া যাইব।" প্রভু দেশে যাইবেন ও মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিবেন শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রভুকে সঙ্গে লইয়াই যান, কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দেখিয়া গৃহে ফিরিবেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এক যুক্তি করিলেন। তিনি বরাবর প্রভুকে সন্দেহ করিয়া ভক্তগণকে দুঃখ দিয়াছেন, আপনিও দুঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি একটি সংকল্প করিলেন। লোকে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' করে, তিনি 'গৌরকীর্ত্তন' প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন; নিজে একটি গীতও বাঁধিলেন। কিন্তু গাহিবে কে? ঘরে বসিয়া গাহিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে না; ঘরে বসিয়া গৌরগুণ সকলেই গাহিয়া থাকেন। প্রভুকে শুনাইয়া গাহিতে হইবে, কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন? একটী ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রভু ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন ও দুই দিবস অহরহ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে কৃষ্ণের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ইহা দিবানিশি নিজ-জনের গলা ধরিয়া কান্দিয়া-কান্দিয়া বলিতেছেন। কাজেই তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলিতে কাহারও সাহস হইত না, যে,—তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর। তবে যখন তিনি ভগবানরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন প্রভু বলিতেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা যে, তাহারা আমার অতি-প্রিয়, ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে।" প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া এই পদটি রচনা করিলেন। যথা—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর। দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥"

এই পদটিতে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান্‌, তাহা স্পষ্ট না বলিয়া, তাঁহাকে শুধু 'নারায়ণ' বলা হইয়াছে। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, ইহাতে যদি প্রভু রাগ করেন, তবে বলিবেন যে, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে তিনি আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ সন্ন্যাসীকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে তাঁহার পদটি শুনাইয়া বলিলেন, "প্রভুর কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকারে ধন্য হইয়াছি। এস আমরা প্রভুর যশ-গান করি। প্রভুকে জগতে প্রচার করিতে হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।" ভক্তগণ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রভু রাগ করিবেন এই কথাও উঠিল। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাঁহার উপর। তখন প্রভুর দুইচারি শত ভক্ত যন্ত্র মিলাইয়া নব-অবতারের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীরা এখন প্রধান কি না, সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। কিন্তু তখন যে তাঁহারা প্রধান ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহুত হইতে নবদ্বীপে আগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। ত্রিহুতের পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন, আর নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্রধর্ম্ম সমুদায়-ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল বটে, কিন্তু সেইরূপ ন্যায়ের আকর স্থান নবদ্বীপে হইল। চণ্ডীদাস, জয়দেব, উমাপতি, গীতার টীকাকার অর্জ্জুন-মিশ্র,—ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। সেই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রধান শ্রেণীর দুইচারিশত লোক, আমাদের ন্যায় একজন দেহধারীকে—যাঁহার ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা আছে, সম্ভ্রম আছে, অচৈতন্য প্রভৃতি সবই আছে,—তাঁহাদের "জীবন মরণের গতি" স্থির করিয়া তাঁহার যশ-গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তুটি তাঁহাদের নিকট থাকিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডপতির যে পূজা তাহা লইতে লাগিলেন। পরিষ্কার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিলে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়। ইহাদের এক একটি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বহুতর জগতকে, আমাদের সূর্যের ন্যায় আলো দিয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপ বৃহৎ বস্তু তাহা ইহা হইতেই কতক বুঝা যায়। তিনি ব্রহ্মা, তাঁহার যে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন! ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর, আর সে শক্তি যে মানুষে সম্ভবে না, তাহাও বুঝিবেন। শ্রীঅদ্বৈতের উক্ত পদ ধরিবামাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখন ভক্তগণের প্রভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উড়িয়া গেল। সুতরাং তখন শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহরি, তিনি যে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নিরুদ্বেগে একবাক্যে সকলে গাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া গাহিতে লাগিলেন, "হে হরি! তুমি যে গোলোক ত্যাগ করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন 'কৃষ্ণ-চৈতন্য'-নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার!" ভক্তগণ গাহিতে-গাহিতে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তন-ধ্বনি জগদ্ব্যাপিয়া উঠিব। প্রভু তখন বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি তাঁহার কাণে গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এই কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিতে আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়া কেহ আর ভয় পাইলেন না। তখন আনন্দ ভয়কে একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে! প্রভু সহাস্যে আসিলেন ; আর সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া, ও অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া, গাহিতে লাগিলেন,—"তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার! "তুমি" কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক!" প্রভু প্রথমে ভাবিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু একটু পরে প্রভু সমুদায় বুঝিলেন। তখন লজ্জায় তাঁহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তবে যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্ত্তন আপনা-আপনি থামিয়া গেল। তখন তাঁহারা সকলে প্রভুর বাসায় আসিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বাগ্রে, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীবাস, তাঁহার পশ্চাৎ আর সকলে। বাসার নিকটে আসিয়া চুপে চুপে দ্বার-রক্ষক শ্রীগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন প্রভু ফিরিয়া আসিয়া নয়ন মুদিয়া শুইয়া আছেন। ইহাতে ভক্তগণ আরো ভীত হইলেন ; এবং তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা প্রভুকে জানাইলে, তিনি ভক্তদিগকে তাঁহার নিকট আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন ভক্তগণ প্রভুর পার্শ্বে যাইয়া চুপ করিয়া বসিলেন। একটু পরে প্রভু উঠিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আজ তোমরা ও কি কীর্ত্তি করিলে?" ভক্তগণ দেখিলেন, তাঁহারা যত ভয় করিয়াছিলেন, প্রভুর তত রাগ হয় নাই। তখন আশ্বাসিত হইয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! কি অকীর্ত্তি করিলাম বলুন" ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু একটু উগ্র হইয়া বলিলেন, "কি অকীর্ত্তি করিলে তাহা বলিতে হইবে? কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাখিয়া, তোমরা কি আরম্ভ করিলে? ইহাতে পরিণামে তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, পরে পরকাল-নাশ।" শ্রীবাস তখন অতি নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। প্রভু পাছে মনের ক্লেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন—এই তাঁহাদের ভয়। কিন্তু প্রভুর সেরূপ কোন ভাব না দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু, আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে, আমরা তেমনি বলিলাম।" ইহাতে প্রভু আরো ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "করিলে তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি!" ঠিক সেই সময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বহুতর লোক প্রভুর বাসার দ্বারে আসিয়া, "জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া গৌর কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কেহ বলে "জয় সচল-জগন্নাথ," কেহ বলে "জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ।" ইঁহারা সকলেই গৌড়বাসী, রথোপলক্ষে নীলাচলে আসিয়াছেন এবং প্রভুর দর্শন-লালসায় তাঁহার বাসায় আসিয়া প্রভুর নাম-কীর্ত্তন করিতেছেন। যথা, চৈতন্যভাগবতে—

"হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে।
সহস্র সহস্র জন, না জানি কোথাকারে। জগন্নাথ দেখি আইল, প্রভু দেখিবারে॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রামবাসী। শ্রীহর্টিয়া-লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন। শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার করিয়া বর্ণন॥

তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, আমরা তোমার দাস, তুমি যাহা বল তাহা আমাদের করিতেই হইবে; কিন্তু এখন কি করিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে?" প্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তোমার শক্তির অবধি নাই। তুমি নিজ-শক্তি বলে এই সমুদয় আনাইয়া আমাকে নিরুত্তর করিতেছ।" শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে প্রকাশ হও,—এ তোমার কি রীতি? এই সমুদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিতেছেন, ইহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখেও নাই। ইহারা একথা কেন বলে যে, তুমি ভগবান্ ? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উহাদের শিখাইয়া দিই নাই।" তখন প্রভু বলিলেন, "তোমরা নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে তোমাদের এ সমুদয় লোকদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য।" শ্রীবাস সঙ্কেত দ্বারা অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার উত্তরস্বরূপ দক্ষিণ-হস্ত উর্দ্ধ করিয়া, যেন মুষ্টির মধ্যে কি পুরিয়া উহা নীচে আনিলেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার সঙ্কেত আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না"। শ্রীবাস বলিলেন, "এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলাম, আর কি ?" তৎপরে বলিলেন, "প্রভু! তোমার নির্ম্মল যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, উহা রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আর ইচ্ছাও নাই। তোমার শ্রীচরণ-কৃপাবলে সমুদয় জগৎ উদ্ধার হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পূজা করে ?" এ কথা বলিতে বলিতে শ্রীবাসের ও অপর সকলের নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রভু তখন নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় বলিতেছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যাঁর ধন-সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, নির্ম্মল হৃদয় ভেল তাঁর॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি।"

আবার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, "গৌর-নাম জপ করিলে সদ্য প্রেমের উদয় হয়।" ইহা আমরাও দেখিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, "যদি ভক্তি-পথ অবলম্বন করিতে চাহ, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় কর।" ইহা ঠিক। এমন কাণ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন ভজনীয় বস্তু, জগতে আর মিলিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর-মহাশয় আবার বলিতেছেন, "গৌরলীলা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অন্তর নির্ম্মল হয়। ইহাও ঠিক। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেম-লোলুপ, তাঁহারা গৌরলীলা আস্বাদ করুন। মন নির্ম্মল ও হৃদয় দ্রব করিতে এমন তেজস্কর বস্তু ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ-দেশের যত ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও তাঁহার গৌরব তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলে শুনিয়াছে যে, একটি মনুষ্য-দেহধারী বস্তু, যাঁহার সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, এবং পদ্মের ন্যায় লোচন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্বীপে ও নীলাচলে পূজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় নীলাচলও একটি সহর। সেখানে সার্ব্বভৌমকে সকলে অতিশয় মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, সেই কৃষ্ণ-বলিয়া-পূজিত বস্তুটি সার্ব্বভৌমকে পাগল করিয়াছেন। আবার ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ-সহস্র সন্ন্যাসী লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ভাবুক-সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রবল-পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি প্রভুকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে নীলাচলের একটী যাত্রী দ্বারা প্রভুর নিকট একটি শ্লোক পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি নীলাচলে আসিয়া, ভক্তগণ দ্বারা ঐ শ্লোকটি প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নন্তারক মোক্ষদং তনুমৃতেশম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতদত্ত্বভ্দুতধামতঃ সুরপুরো নির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োঽন্যত্র মরিচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

অর্থাৎ—"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ-পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃত-রত্ন ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ অন্যদিকে ধাবিত হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু, প্রকাশানন্দের নাম শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শ্লোক পড়িয়া সুখ পাইলেন না। তবু প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রভু উত্তর-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি পাঠাইলেন।

ঘর্ম্মাম্ভোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদম্বুভাগীরথী,
কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেবভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।
এতস্যৈবহি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদং॥

অর্থাৎ—"মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসী নগর যাঁহার নাম নিস্তার-তারক। অতএব হে সখে! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ চরণ-কমল তাঁহাকে ভজনা কর।"

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া চটিয়া উঠিলেন। তখন প্রভু যে জগন্নাথ-প্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি দিয়া আর একটী শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই—

বিশ্বমিত্রপরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশিন
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়ো দধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবদ্বিন্দুস্তরেৎসাগরঃ॥

অর্থাৎ—"বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-যুক্ত ধান্তের অন্ন ভক্ষণ করে, তাঁহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারেন, তবে চটক-পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে।"

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না; তাই প্রভু আর কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুকে গোপন করিয়া তাঁহারা ঐ শ্লোকের একটী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন—

"সিংহোবলী দ্বিরদশূকর মাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণমাত্রভোগী
কামীভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

অর্থাৎ—"বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ করিয়াও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল?"

যেমন কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্ব্বাঞ্চলে বেদ ও ন্যায়ে সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দের গালিপূর্ণ পত্র দেখিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, তিনি বারাণসী যাইয়া প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! সে অতি কঠিন স্থান, সেখানে যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম এক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? বিশেষতঃ তখন তিনি প্রেমে ঢল-ঢল করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু অতি-প্রেমে তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভুকে গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতেও পারেন না, কারণ তাঁহার মনের গৌরব এই যে, তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন যে, ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া চারিমাস থাকিবেন; সেই সময় প্রভুকে তাঁহাদের হস্তে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে পারিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া, তিনি লুকাইয়া গৌড়ের পথে বারাণসী চলিলেন। পথে অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইলেন। হরিদাস গতবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনিও ভক্তদিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিতেছেন। সার্ব্বভৌম, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া, শেষে হরিদাসকে এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন। যথা—"কুল জাত্যানপেক্ষায় হরিদাসয়ে তে নমঃ।"

হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়া দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক, সার্ব্বভৌম কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।—

অদ্বৈত গোঁসাই সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলে। শ্রীপ্রভুর পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে॥
সার্ব্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল। কাশীর সন্নাসী সব ভক্তি না বুঝিল॥
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার। কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত সবার॥
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি। ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হয়ে তুষ্টি॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। গৌরাঙ্গের মত না বুঝিল কোন জন॥

তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে কাশীতে যাইতেছেন। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন যে, তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন।

যত অসুর ছিল, তাহার কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে, তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা-অসুর সার্ব্বভৌমের বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে বারাণসী যাইতে নিষেধ করেন। সার্ব্বভৌম ও বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বারাণসী যাইয়া প্রকাশানন্দকে তাঁহার চরণে আনয়ন করেন। প্রকাশানন্দের উদ্ধার-কাহিনী বিস্তারিতরূপে আমার কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে।

ভক্তগণ তাহার পরে বিদায় হইয়া বাড়ী চলিলেন। প্রভু বলিলেন যে, তিনি বিজয়া-দশমী-দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করিবেন। ভক্তগণের যাইবার বেলা কুলীনগ্রামবাসীরা আবার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণব কাহাকে বলে?" তখন প্রভু পরিষ্কার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন; তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। যাঁহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবতম বলিয়া জানিবে।"

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া। প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পূরব পিরীত। সোঙারি সোঙারী এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া। ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি। তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥

বিজয়া-দশমী আসিতেছে, আর রামানন্দের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। সার্ব্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। যাঁহারা গৃহী তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন না,—যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনিও যাইতে পারিবেন না। যাঁহাদের যাইবার কোন বাধা নাই, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সংকল্প করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না, তাঁহারা গৌরশূন্য নীলাচলে কেন বাস করিবেন? প্রভুর সঙ্গে পুরী ও ভারতী এবং তাঁহার আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসিগণও চলিলেন; নবদ্বীপের যে সকল ভক্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাও চলিলেন; স্বরূপও অবশ্য চলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর নবদ্বীপের নিজজনের মধ্যে কেবল দুঃখী গদাধর রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ"; সেই গদাধরের গৌর-শূন্য নীলাচলে একা থাকিতে হইবে। অবশ্য প্রভুর সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। কিন্তু প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, কাজেই প্রভু তাঁহাকে যাইতে দিবেন কেন?

প্রভু জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত; একি নিজদেশে নিজজনকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া —তাহা কে জানে? এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটি খেয়াল হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাহিবেন—স্বরূপ। প্রভাত হইলে, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় আসিলেন, এবং প্রভু মন্দিরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছেন স্বরূপ গাহিবেন, আর তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। কিন্তু স্বরূপ কোথা? তাঁহাকে পাওয়া গেল না। প্রভু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, স্বরূপকে না পাইয়া, নৃত্য করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। সিংহদ্বারে যাইয়াও স্বরূপের জন্য অপেক্ষা করিয়া ভাবিতেছেন,—পথে ত নৃত্য করা হইল না, স্বরূপ আসিলে সিংহদ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মুখ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। প্রভু এইরূপে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন, —এমন সময় স্বরূপ আসিলেন। স্বরূপকে দেখিবামাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার হস্তস্থিত গীতাগ্রন্থ দ্বারা সজোরে স্বরূপের পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন; শেষে শ্রীচরণ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিয়া মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। স্বরূপ তখন ভীত হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভু শিশুকালে জননীকে একটি ঢিল ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। জননী নিমাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত তখন কপট-মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন করেন। নিমাই ইহাতে "মা" "মা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আর, প্রভু স্বরূপকে প্রহার করায় তিনি আপনাকে ত্রিজগতের মধ্যে মহা-ভাগ্যবান্ ভাবিলেন। স্বরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্যচরিতকাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর এই দ্ব্যক্ষর-শ্লোক দিতেছেন, যথা—

ভাবাভাবাভিভাবাভিভবভাবে বভৌ ভবঃ।
বিভাবেবস্তাবভাবে বভুব ভুবি বৈভবং ॥১৭॥১৯শ সর্গ।

"এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রহারে স্বরূপের অভাবজনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায়, স্বরূপেরই জন্মশোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলের মহা-গৌরবও হইয়াছিল।" অর্থাৎ মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল, তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব।

প্রভুর গৌড়ে গমন-বৃত্তান্তের আরম্ভ আমরা নানা কারণে, কবি-কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতকাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে কবিকর্ণপুর তাঁহার কাব্যের ঊনবিংশ সর্গটি নানা ভক্তিযুক্ত কবিতা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। উপরে একটি দিলাম, পরে আরও দিতেছি। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্রভু ভক্তগণসহ আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিদায় মাগিলেন। তখন সেবাইতগণ, প্রভু ও ভক্তগণকে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে সকলে,—কেহ কীর্ত্তন, কেহ নৃত্য—করিতে-করিতে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের ইহার ভঙ্গিমা-বর্ণন শ্রবণ করুন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ
× × × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ

অর্থাৎ—"অতঃপর কতকগুলি ভক্ত বিশেষ উৎসুক হইয়া কীর্ত্তন করিলেন; এবং কতকগুলি ভক্ত অতীব ঔৎসুক্য সহকারে নৃত্যও করিলেন।" ॥১১॥

স্নান-যাত্রার সময় পঞ্চদশ-দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কপাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথবিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মৃতপ্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে-করিতে চলিলেন! ফল কথা সমস্ত ভাব গুলি প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিল। যখন কৃষ্ণ-বিরহ-ভাব প্রভুর শরীরে প্রবেশ করিত, তখন উহা সজীব হইয়া আসিত! প্রভু আপনি যজিয়া, কোন্ ভাব কিরূপ তাহা জীবকে দেখাইতেছেন। এই তাঁহার অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া প্রভু অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহ জীবন্তরূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিত এইমাত্র। এখন প্রভু আপন হৃদয়পদ্মাসনে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের স্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে স্থাপিত করিলেন। কাজেই এখন শ্রীজগন্নাথকে ভুলিলেন, আর "বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন তথায় হাহাকার পড়িয়া গেল,—নীলাচলবাসিগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণকে প্রভু তাঁহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রভুর পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। তাঁহাদের সকলের মনের ভাব এই যে, প্রভু যেখানেই গমন করুন, তাঁহারা গৃহ ও নিজজন প্রভৃতি সমুদয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে জীব শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

প্রভু এই পশ্চাদ্‌গামী লোক সমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কখন পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিলেন, কখন দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন, কখন বা লুকাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ প্রভু পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে দৌড় মারিলেন। যেমন মধুলুব্ধ-ভ্রমর পুষ্পে বসিতে যায়, কিন্তু বায়ুতে পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বসিতে পারে না,—সেইরূপ নীলাচলবাসিগণ চেষ্টা করিয়াও প্রভুকে ধরিতে পারিতেছেন না। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া চৈতন্য-চরিতকাব্য-লেখক এই একাক্ষর শ্লোকটি দিয়াছেন;—

ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালোলোঽললিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললুঃ ॥২৫॥

অর্থাৎ—"অনন্তর নীলাচল-লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ-লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনা হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনা গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সমস্ত লোক প্রভুকে না দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে, কেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় বাবুলোক, হাঁটিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন; কোথা চলিয়াছেন, কতদূর প্রভুর সঙ্গে যাইবেন,—তাহার ঠিকানা নাই। প্রভু হাঁটিয়া, তিনি দোলায়,—ইহা হইতেই পারে না; কাজেই প্রভুর অনেক পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, রুক্ষভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রভুর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন না, দোলায় চড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। গদাধরকে প্রভু আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর এই কথা শুনিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন,—যাইতে ছাড়িলেন না। ক্রমে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে বাণীনাথ দ্রুতগামী দূত দ্বারা বহুবিধ সত্ত্ব মহাপ্রসাদও পাঠাইয়াছেন। প্রভু সদলে সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আসিল। কবিকর্ণপুর, এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে তাহা এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর শ্লোকে বলিতেছেন, যথা—

নানানা ন্থনি নানেনে নানা নূননন্ নন্থু।
নানা নূনে নাননান্নোনে নো নানা নন্থুন্নন্থু ॥৩৭॥

অর্থাৎ—"তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধপ্রকারের মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়াও, 'ইহা অত্যল্প কিন্তু প্রচুর নহে', এ কথা কেহই বলেন নাই, অর্থাৎ অল্পতর প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন।"

প্রভু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু আনন্দে টলমল করিতেছেন। ভক্তগণও সেইভাবে বিভাবিত। কবিকর্ণপুর সেই রসে মুগ্ধ হইয়াছেন, কাজেই তিনি নানা ভঙ্গির কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর গমন বর্ণনা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু চুপ করিয়া চলিয়াছেন; ভাবিতেছেন,—বৃন্দাবনে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপ তাঁহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাঁহার অতিপ্রিয় সেই নবদ্বীপকে ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, এ সমুদায় কথা জোর করিয়া প্রভুকে মনে না করিয়া দিলে তাঁহার মনে হইত না। প্রভু প্রায় অহরহ রাধাভাবে বিভাবিত, এখন সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন, কাজেই বহির্জগতের সহিত তাঁহার অল্পই সম্বন্ধ। যাইতে যাইতে পথের ধারে একটী বৃক্ষ দেখিয়াই এক দৌড়ে যাইয়া লম্ফ দিয়া তাহার একটি শাখা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন।

ইহার অর্থ কি? সেই ধীর বাঙালি-ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়, বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসী, সেই জগৎ-পূজ্য ভক্ত-শিরোমণি প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রভু অতি সুস্থকায়, বলবান, বিশেষতঃ তখন যুবাপুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে এইরূপ বাল-চাপল্য দেখাইলেন? তাহা নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয় হয় ও আনন্দে জীবগণকে ব্রজবালকের ন্যায় সবল ও চঞ্চল করে। তাই কি প্রভু লাফ দিয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছেন? না, তাহাও নয়। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা তাঁহার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য ১৯ সর্গঃ—

> অথ বীক্ষ্য দ্রুমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।
> স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে॥ ৪৩॥

অর্থাৎ—"অনন্তর একটী বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ব্বাধে ধাবমান হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ (মূলশাখা) ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন, এবং তাহাতে বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে-ভাবিতে প্রভু যাইতেছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু দেখিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, এবং হাসিয়া যেন তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার জন্য সেই বৃক্ষে উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। এ দিকে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধা-রূপ প্রভুর সঙ্গে রহস্যভাবে সেই বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রভুও সে বৃক্ষ-শাখা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের দিকে দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, প্রভুও তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। যে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বৃক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি অতি প্রেমের উদয় হওয়ায়, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কখন বৃক্ষের কণ্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে। কখন এই কারণে বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন; কখন কোন বৃক্ষকে শ্লাঘা মনে করিয়া তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন; কখন বা কোন বৃক্ষকে চুপে-চুপে কি বলিতেছেন। প্রভু তখন যে বৃক্ষ পানে চাহিতেছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপে এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ধরিতে যাইতেছেন, সেই সময় দৈবাৎ নয়ন অন্যদিকে অর্পিত হওয়ার সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। তখন ভাবিতেছেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত-বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত অপর বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন।

প্রভু শত-শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই; দেখেন প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নাই, একেবারে দেবচক্ষু হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করিয়াছে। প্রভু আবার কখন স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসায় ঘন-ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন। আবার কখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হইতেছে। ইহা দেখিয়া পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে হইতে জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া না যান, কি আঘাত না পান। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

অধঃকণ্টকসংকীর্ণে নিপতিষ্যন্তমঞ্জসা। ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ব্বরবাহুভিঃ॥ ৪৭॥

অর্থাৎ "কণ্টকসমাকীর্ণ অধঃপ্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন দেখিয়া পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন।"

প্রভু কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্যচরিতকাব্যের ১৯শ স্বর্গের ৪৪ ও ৪৬ শ্লোক এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা,—প্রভু প্রেমানন্দ নীরে ভাসিতেছেন; বনমধ্যে বৃক্ষসকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভু অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হইবার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঞ্জনের ন্যায় ফিরিতেছেন কেন তাহা পরে বুঝা গেল। শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে-করিতে প্রভু হঠাৎ তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন স্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে কোথায় তাহার বিচার করিতে গিয়া হঠাৎ অন্যস্থানে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ! তখন কৌতুহলী হইয়া চারিদিকে চাহিলেন, দেখেন আকাশে কৃষ্ণ, পথে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুসুমে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণ, সন্মুখে কৃষ্ণ! অর্থাৎ চারিদিকে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার একটু বাহ্য হইল, এবং বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ পানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখ! শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বৃক্ষে," পরে বলিলেন, "নানা স্থানে," শেষে বলিতেছেন, "তাহা নয়, শ্রীকৃষ্ণকে সকলদিকেই যে দেখিতেছি, তিনি যে জগৎময়!" যথা, চৈতন্যচরিত-কাব্যে—

"উচেঃথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে॥" ৪৮॥

অর্থাৎ "অনন্তর গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে, দেখ-দেখ, এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি।"

তখনই ভক্তগণ বুঝিলেন, কেন প্রভু প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া উহাতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন চঞ্চল-গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন প্রভু এপর্য্যন্ত এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন প্রভু চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন, তখন মনে একটু সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এই যে আমি কৃষ্ণকে দেখিতেছি, একি সত্য, না ভ্রম? এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে অমনি একটু বাহ্য হইল, ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?—আমি কি সচেতন, না অচেতন? কেন আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ এ পর্য্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই প্রভুর কোন দুঃখ কি বিপদ-না হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে তিনি প্রতি বৃক্ষে ও চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। তখন তাঁহার সমুদয় কার্য্যের হেতু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। অর্থাৎ তাঁহাদেরও তখন বোধ হইতে লাগিল যে, তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষিগণ সুখে গান করিতেছে, বৃক্ষ-লতা কুসুমিত হইয়াছে ও সেই কুসুম হইতে মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে-পালে ময়ুর আসিয়া সেখানে বিচরণ করিতে লাগিল। আবার যখন কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। একে শরৎকাল, তাহাতে এই সমুদয় কাণ্ড, সুতরাং কবিকর্ণপুর ছাড়িবেন কেন? এখন সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত তাঁহার অদ্ভুত রঙিন-কবিতা সকল শ্রবণ করুন। যথা—

"লীলা লোলালিললনা ললন্নলিন ললন্নলিন-লালনৈঃ।
নলাল ললনালীনাং লীলাং লাননিলো ললন্।।" ৪১ ॥

অর্থাৎ—"তৎকালে পবনদেবও পদ্ম-সঞ্চালন দ্বারা বিলাসশালিনী অলিমালাকে অভিলাষ করত স্ত্রীবিলাসকে ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোক দ্ব্যক্ষর। তাহার পর শ্রবণ করুন—

কা কে নে ব ব'নে কে কা,
লা ব কে ন ন কে ব লা।
শু দ্ধা সা র র সা দ্ধা শু,
নু তি রা সু সু রা তি নু ॥ ৪৫ ॥

অর্থাৎ—"কাননমধ্যে কাকের ন্যায় লাবকনামক পক্ষিগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চধ্বনি হইল। এবং প্রকৃতপক্ষের ময়ূরধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষাঋতুর সম্বন্ধবশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদমত্তব্যক্তিকেও অতিক্রম করত উচ্চ স্তবপাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লগিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লিখিত শ্লোকটি বাম হইতে দক্ষিণ, ও দক্ষিণ হইতে বামে সমান। তাহার পর আর একটি শ্লোক শ্রবণ করুন—

সা র সা স র সা সা রং
র সা নূ ত ন নূ ত না।
না ত নূ ন ত নূ সা র
রং সা সা র স সা র সা॥ ৫৩॥

অর্থাৎ—"যে শরৎ রসা অর্থাৎ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্তুস্বরূপ এবং যে আসার অর্থাৎ বর্ষণ-বিহীন-হইয়াও রস অর্থাৎ জলদ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট নূতন হইয়াছিল, এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষিবিশিষ্টা হইয়া নাতনু ও নতনু (কী শরীরী ও কি অশরীরী) সকলেরই সার তেজঃ বা বল দান করত সে প্রসিদ্ধা শরৎ শোভা পাইয়াছিল (শরীরী বৃক্ষলতাদি, অশরীরী সময় দিক্ প্রভৃতি) শরৎকালে বৃক্ষলতারস বিশেষ বিকাশ হয় এবং শীতঋতুর অংশ থাকায়, সময়ও উত্তম এবং দিক্সকল প্রসন্ন হয়।"

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া আবার চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহুর্মুহু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা, প্রভৃতি দ্রুতগামী দূত দ্বারা বাণীনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে। এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত যে প্রভু যেখানে বিশ্রাম করিতেছেন, সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য ও অতি উত্তম মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু তাহা নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। প্রভু সেই সকল নূতন গৃহে রজনী-বাস করিতেছেন। প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া আবার চলিলেন এবং রাত্রে রামানন্দ নির্ম্মিত গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সারা রাত রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়াছেন। প্রভু ও পরমানন্দপুরী নাম জপিতে-জপিতে সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন। রামানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলায় সকলের পশ্চাতে আসিতেছেন। যেখানে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন, রামানন্দ দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয়া প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিতেছেন। প্রভু যাইতে-যাইতে নদীতীরে রামানন্দ নির্ম্মিত অতি-সুন্দর বাসভবন দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রভু মনের আনন্দে শ্যাম-গুণ-গীত গাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা হইল সেখানে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে রসাস্বাদন করেন। তাই পরমানন্দপুরীকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন, "আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিব, আপনারা অগ্রবর্ত্তী হউন। কটকে গোপীনাথের মন্দিরে আমাকে পাইবেন।" ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিতে লাগিলেন। আর প্রভু একা রামরায়কে লইয়া সেই নূতন গৃহে কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের সূক্ষ্মতর গতি, মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীমুখের সেই সুধা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রস্ফুটিত হইয়াছে ও তাহাই জীবগণ এখন অস্বাদ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দপুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে যাইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন যে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন শুনিতেন যে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন, তখনি রাজা ব্যাকুল হইয়া রামরায় ও সার্ব্বভৌমকে মিনতি করিয়া বলিতেন যে, প্রভুকে যেন যাইতে না দেওয়া হয়। রামরায় ও সার্ব্বভৌম নানা উপায়ে দুই বৎসর যাবৎ প্রভুকে যাইতে দেন নাই। শেষে যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। রাজা এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান, ইহা সত্য; তবু প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলে আমার ভুবন অন্ধকার হইবে। যথা, রাজার সার্ব্বভৌমের প্রতি উক্তি (চন্দ্রোদয় নাটকে)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদ্যপি জগদধীশো নীলশৈলস্য নাথঃ, প্রকটপরমতেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে, চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যা ত্রিলোকী।"

ইহার অর্থ—

রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর। যদ্যপিহ জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার॥
প্রকট পরম-তেজা নীল-শৈলনাথ। সিংহাসনে বসিছেন বলভদ্র সাথ॥
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র পুরী ছাড়ি গেলা। এ তিন ভুবন মোরে শূন্য যে হইলা॥

সার্ব্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাময়, তাঁহাকে রোধ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে অতি-হঠকারিতাও ভাল নয়। তিনি ভক্ত-বৎসল, এই দুই বৎসর ভক্ত-অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন নাই। এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না। প্রভু বিজয়া-দশমী-দিকে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। তাহার পূর্ব্বেই রাজা নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দপুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন যে প্রভু আগতপ্রায়।

রামরায় প্রভুর ভাবি-বিরহে ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু প্রত্যেক আড্ডায় রামরায়কে বাড়ী যাইতে বলিতেছেন। রামরায় এ কথা শুনিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আর খানিক যাব।" আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভু রামরায়কে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। আবার রামরায় কান্দিয়া বলিলেন, "আর খানিক যাব।" এইরূপ করিয়া রামরায় প্রভুর সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন।

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একেবারে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ, পুরী-ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন এমন সময় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। প্রভু আসিলে স্বপ্নেশ্বর নামক কোন বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন, তাঁহাদিগকে রামরায় কটকে তাঁহার নিজ বাটিতে আহ্বান করিলেন। রসিক-চূড়ামণি রামরায়ের বাড়ীর নিকটে যে অপরূপ উদ্যান আছে, সেখানে ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই উপবন মধ্যে এক অতি মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল-বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ বিশ্রাম এবং কেহ কেহ রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভিক্ষা করিয়া গৌরচন্দ্র পরমানন্দপুরী সহ আসিয়া সেই বকুলের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া রামরায় রাজার নিকট ছুটিলেন। রাজা প্রভুর আগমন-সংবাদ পূর্ব্বে পাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবার রাজা দীনবেশে একমাত্র ধুতী পরিয়া আসিলেন না; রামানন্দের পরামর্শানুসারে রাজবেশ ধারণ করিয়া, ও হস্তি ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি লইয়া, অতি সমারোহের সহিত প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। উপবনের নিকট যাইয়া সকল দাঁড়াইলেন। যদিও সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তী ও ঘোড়াগুলি চিৎকার করিয়া রাজার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। রাজা হস্তীর উপর হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রামানন্দের হাত ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপে, না,—যেমন শ্রীমতী, ললিতার কর ধরিয়া সখীগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্যাম দরশনে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাজা প্রভুর শ্রীচরণ অধিকার করিবার জন্য চতুরঙ্গ দল কর্ত্তৃক কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা চৈতন্যচরিত কাব্য-লেখক কবিকর্ণপুর মহাসুখে ১৯শ সর্গের ৮৭৮৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুলবৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার আহ্বানসূচক সহাস্য চন্দ্রবদন দেখিয়া অমনি রাজার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নিমিষহারা হইয়া প্রভুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রফুল্ল চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রূপ দেখিয়া তাঁহার স্বাদ মিটিল না, নয়ন-তারা আনন্দাশ্রুতে ডুবিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পথ দেখিবার শক্তি রহিত হইল; কাজেই চলিতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তখন রামানন্দের অঙ্গে হেলান দিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর না হইতেই সেই রাজবেশে রাজ-মুকুট সহিত তিনি প্রভুর চরণতলে ধূলায় পতিত হইলেন। প্রভু তখন প্রেমার্দ্র হইয়া রাজাকে উঠাইলেন, এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আপাদমস্তক আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া রাজা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলেই আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা সুস্থির হইলে, প্রভু তাঁহার সহিত অতিশয় প্রেমভরে ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। রাজার মনে তখন প্রতীত হইল যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার। প্রভু সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা শ্রীমুখে শুনিয়া রাজা অনেকটা শান্ত হইলেন রামানন্দও রাজাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন। প্রভুর নিকট রাজা বিদায় লইবার পর, রাজ-কর্ম্মচারিগণ ও সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন।

রাজা বাহিরে আসিয়া, কিরূপে প্রভুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় চিন্তিয়া মঙ্গলরাজ ও হরিচন্দন (যিনি শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাইয়াছিলেন) নামক তাঁহার দুইজন প্রধান মন্ত্রীকে প্রভুর সঙ্গে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে রামানন্দ, মঙ্গলরাজ ও হরিচন্দন,—রাজার এই তিনজন মহাপাত্র,—প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। রাজা আরও আদেশ করিলেন যে, প্রভু যেখানে বাস করিবেন, সেখানে তাঁহার ও ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত আবশ্যকতম যেন নূতন গৃহ প্রস্তুত, আর নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। প্রভুর সঙ্গে পুরী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতী স্বরূপ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ, আর হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ নন্দাই প্রভৃতি ভক্তগণ চলিলেন : পথে যত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট রাজা এই আজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভু যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহার কোন অভাব ও কষ্ট না হয়, তাঁহারা যেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে আছেন, তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, তোমার এ সমুদায় অতি-প্রীতির কার্য্য একটুকু হাস্যকর। তুমি যাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া উহা নিবারণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, তাঁহার নাম স্মরণ করিলেই যখন বিঘ্ন নাশ হয়, তখন তিনি নিশ্চয় তাঁহার নিজের রক্ষা করিতে পারিবেন। রাজা ইহা শুনিয়া আরো আর্দ্র হইলেন এবং কান্দিতে কান্দিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, "প্রভু যেখানে স্নান করেন সেখানে যেন একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র তীর্থস্থান হইবে; সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেইখানেই আমার মৃত্যু হইবে।" রাজা আরও আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত যেন নৌকা থাকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার বড় ভরসা যে প্রভুর কোন কষ্ট হইবে না।

বিজয়া-দশমীর দিন প্রভু কটকে আসিলেন। সুতরাং সে শরৎকাল ও জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। প্রভু রাত্রে চলিবেন ইচ্ছা করিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রভু চিত্রোৎপল্লা নদীতে স্নান করিয়া সেখানে পার হইবেন। রাজ-পরিবারবর্গের নিতান্ত বাঞ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবেন। রাজা তাঁহাদের দর্শন-সুলভ-নিমিত্ত হস্তীর উপর তাঁবু খাটাইয়া সেই ঘাটে সারি-সারি হাতী রাখিলেন। সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় প্রভু গজেন্দ্রগমনে ঘাটে আসিলেন। রাজপরিবারবর্গ তাঁবুতে থাকিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন, দর্শনমাত্র তাঁহাদের প্রেমের উদয় হইল। যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভুর দর্শনে সবে হইল প্রেমময়॥ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়।
এমত কৃপালু নহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণ-প্রেম হয় যার দুর-দরশনে॥"

গদাধর প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু নানা-প্রকারে তাঁহার নিবারণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি শুনিতেছেন না। প্রভু বলিলেন, "গদাধর! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়াছ, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হইবে!" গদাধর বলিলেন, "প্রভু, তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, তবে আমার কোন বিপদ নাই।" প্রভু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদাধর, এ তোমার নিতান্ত স্বার্থপরতা। নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তুমি, আর দোষী হইব আমি, একি তোমার ভাল কাজ? তুমি কি শুন নাই যে, শ্রীভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোন কুকাজ করিলে তিনি উহা কখন মার্জ্জনা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গরূপ মহাপাপ করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কেন উহা হইতে অব্যাহতি দিবেন?" গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রভু যদি বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন গদাধরের কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন, যে দোষ হয়, সে আমার। তোমাকে আমি দোষ হইতে অব্যাহৃতি দিলাম। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, আমি শচী-মাতাকে দেখিতে যাইতেছি।"

গদাধরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, "প্রভু, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ইহাতে নরকে যাই সেও স্বীকার।" হে কৃপাময় পাঠক! এই ঘটনা দ্বারা কতক বুঝিবেন যে, ভগবৎ-প্রেম কেন পরকীয়া-প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পর্য্যন্ত হারিয়াই আসিতেছেন। এখন কটকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে প্রভু ডাকাইলেন এবং তাঁহার হাত দু'খানি ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছল-ছল আঁখিতে বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, ইহাতে আমি দুঃখ পাই। তুমি কি অকাজ করিতেছ, তাহা শুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সঙ্গসুখের লোভে প্রতিজ্ঞা ও সেবা ছাড়িতেছ। এ কাজ ভাল নয়। শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও। আমি সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি চিরদিন আমার সুখের জন্য নিজে কষ্ট লইয়া থাক। তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব, আর যদি ফিরে যাও, তবে সুখী হইব। আমাকে সুখ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান সুখ। অতএব তুমি ফিরে যাও। ইহার উপর আর যদি কথা কও, আমার মাথা খাও।" গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিলেন, এবং নিমিষহারা হইয়া মুখখানি দেখিলেন। যেন জন্মের মত মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। ক্রমে তাঁহার নয়ন-তারা স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল, একটু কাঁপিলেন, আর ধপাৎ করিয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন। গদাধর পড়িবামাত্র সার্ব্বভৌম তাঁহাকে ধরিলেন।

যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর অন্তরের তীক্ষ্ণ দুঃখ রেখা হৃদয়ের বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চিৎ আভা বদনে প্রকাশ পাইয়া লুকাইয়া গেল। প্রভু, সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি গদাধরকে সুস্থ করিয়া নীলাচলে লইয়া যাউন।" প্রভু এইরূপে একটি বাঁটুলে দুইটি জীব বধ করিলেন। সার্ব্বভৌম, এমন কি সমগ্র নীলাচলবাসী প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন। প্রভু সকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা প্রধান—তাহার মধ্যে সার্ব্বভৌম একজন—তাঁহাদিগকে পারেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা সার্ব্বভৌমকে কটকের ওদিকে যাইতে দিবেন না। তাই ছল-ছল নেত্রে মূর্চ্ছিত গদাধরের পানে একবার চাহিয়া ও সার্ব্বভৌমকে ঐ আজ্ঞা দিয়া তূর্ণ-নৌকায় উঠিলেন, আর তখনি উহা ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে যান, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "শত পুত্রশোক সহিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি, তবু তোমার বিরহ সহিতে পারি না।” সার্ব্বভৌম নিস্তব্ধ হইয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “গদাধর! উঠ, মহাপুরুষদের কার্য্যই এইরূপ। তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কুসুম হইতে কোমল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহা বজ্র হইতেও কঠিন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ তোমার বিরহে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট না হয়, সেইজন্য সে দুঃখ স্বেচ্ছায় নিজ-স্কন্ধে লইলেন।” এদিকে নৌকা তূর্ণ-গতিতে এপারে আসিল। অমনি প্রভু নামিলেন, আর পশ্চাতে না চাহিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। ক্রমে গদাধর উঠিলেন; আর তিনি ও সার্ব্বভৌম সজলনয়নে প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল, কাজেই প্রভু শীঘ্রই অদর্শন হইলেন। তখন তাঁহারা পরস্পরের অবলম্বন হইয়া, ধীরে-ধীরে, নীরবে রোদন করিতে-করিতে নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন।

ওদিকে প্রভু চতুর্দ্বারে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথায় রজনী যাপন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তাহারা—যিনি যেখানে পারিলেন সেখানে থাকিলেন। প্রভাতে প্রভু স্নান করিয়া রাজার প্রেরিত বহু প্রকারের সদ্য প্রসাদ সেবা করিলেন। তৎপরে আবার ভক্তগণসহ চলিলেন। একে যাঁহারা প্রভুর নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। আবার শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবে যে সন্ন্যাসী পূজিত তাঁহাকে দেখিতে কাহার না স্বাদ হয়? সুতরাং যিনি শুনিতেছেন যে, এই সন্ন্যাসী গৌড়দেশে চলিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। যেখানে-যেখানে সহস্র-সহস্র লোক দ্বারা সদ্য-সদ্য ঘর প্রস্তুত হইতেছে, সেই-সেই স্থানে লোকের ভিড় অধিক। অনেকে—আপনাপন সাধ্য মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। যেখানে প্রভু কবে আসিবেন ঠিক নাই, সেখানেও লোক প্রভুর দর্শনের জন্য দুই-একদিন প্রতীক্ষা করিতেছে। আবার যে পথ দিয়া প্রভু যাইবেন, তাহার দু'ধারে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে, কি-পথেঘাটে কি-আরামের স্থানে, সর্ব্বদা কেবল লক্ষ-কণ্ঠ-উত্থিত হরিধ্বনির কোলাহল হইতেছে।

প্রভু ক্রমে যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুরে বহু দেবমন্দির ও সে সব অতি পবিত্র-স্থান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস। প্রধান লোক সকল "কৈ প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়?" বলিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাব ছিল,—সহজ-ভাব, আবেশ-ভাব ও শ্রীভগবদ্-ভাব। মধ্যে-মধ্যে সহজ-ভাব ও মধ্যে-মধ্যে ভগবদ্ ভাব হইত, কিন্তু আবেশ-ভাব প্রায় সর্ব্বদা থাকিয়া যাইত। প্রভুর বদনের দিকে চাহিলেই জানা যাইত যে, তিনি আপনাতে আপনি নাই। যেন তাঁহার চিত্ত কে চুরি করিয়া লইয়াছে। প্রভু চক্ষু মেলিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিতেছেন, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্যজগৎ তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে প্রভু আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, তবু তিনি কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহা প্রায় তাঁহার কার্য্য দ্বারা জানা যাইতেছে। অন্ততঃ স্বরূপ প্রভৃতি মর্ম্মি-ভক্তগণ উহা বেশ জানিতে পারিতেছেন। প্রভুর এই আবেশ-ভাব আবার তিনরূপ;—উদ্ধবের ভাব, গোপীর ভাব ও রাধার ভাব। যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভু দীন হইতেও দীন;—কিসে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই নিমিত্ত কাঁদিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভাব, তখন বাহিরের জগৎ কিছু দেখিতেছেন না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন। কেবল নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইতেছে। আর যখন রাধাভাব, তখন একেবারে অচেতন। ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধা,—রাধার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রভুর যখন যে ভাব, তাঁহার সঙ্গের ভক্তগণও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইতেছেন।

যখন প্রভুর ভগবান্-ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে শ্রীভগবান্ না ভাবিয়া থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন, প্রভুকে তখন ভগবান্ ভাবিতেই হইবে। সুখের মধ্যে ভক্তগণ এই ভগবান্-ভাবের কথা মুহুর্মুহু ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না ভুলিলে তাঁহারা অধিকক্ষণ প্রভুর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর ভগবান্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। ভক্তগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, ইহা আপনাদের অবশ্য স্মরণ আছে।

শ্রীভগবানের সহজ-ভাব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-শূন্য ভাব সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। যেখানে যতখানি ঐশ্বর্য্য, সেখানে ততখানি মাধুর্য্যের অভাব। শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ-ভাব, তখন তিনি অতি সুন্দর, ভুবনমোহন, যুবাপুরুষ, অতি-লাজুক, অতি-দীন, অতি-স্নেহশীল, অতি-সরল, অতি-অনুগত; আবার এই সমুদায় গুণের মধ্যে অতি-বুদ্ধিমান, অতি-পণ্ডিত, অতি-রসিক, অতি চঞ্চল। যখন প্রভুর সহজ-অবস্থা তখন চাঁদ-বদনে মধুর-হাসি লাগিয়াই আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত আনন্দে ঝলমল করিতেছে। উহাতে নজর পড়িলে নয়নে আপনা-আপনি আনন্দ-জল আইসে। নিমাই তখন সর্ব্বদা হাস্য-কৌতুক করিতেছেন, এমন কি নিমাই তখন ব্রজের কৃষ্ণ।

যখন যামপুরের আচার্য্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়?" তখন প্রভুর সম্পূর্ণ সহজ-ভাব। তাই রসিকশেখর-প্রভু উঠিয়া অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই সমুদায় আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "এই যে প্রভু, ইঁহাকে প্রণাম কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা বলিয়া পরমানন্দপুরীকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। পুরী-গোঁসাই নিতান্ত ভাল-মানুষ; তিনি প্রভুর এই রঙ্গ দেখিয়া দিশেহারা হইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "না-না, আমি প্রভু না।" তখন নিমায়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি আবার আচার্য্য-গণকে বলিতেছেন, "আপনারা উঁহার কথা শুনিবেন না। উনিই প্রভু, সকলে উঁহাকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি।" ইহা বলিয়া প্রভু প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন। পুরী ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমি না, আমি না, উনি। শুন নাই কৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণের ন্যায় পুরুষ। ঐ দেখ সত্য কিনা। উনি লোক-শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণাম করেন।"

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাঁহার গম্ভীর মুখ ও পুরীর দিশেহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা-কলরব করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়, তিন দিবস পূর্ব্বে প্রভু প্রতি-বৃক্ষে প্রতি-গুল্মে, প্রতি-লতায়, শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজ তাঁহার আর এক মনোহর-ভাব দেখুন। প্রভু ও পুরী দুইজনেই দুইজনকে প্রভু বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

এখানে প্রভু, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রভু ছাড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে রহিলেন কেবল রামরায়। প্রভু ও তিনি দুই জনে কৃষ্ণ-কথায় সমুদয় সময় যাপন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলে রেমুণাতে আসিলেন। রাম-রায়ের সীমা এই পর্য্যন্ত; এখান হইতে তাঁহার ফিরিতে হইবে। প্রভু ও রামরায় হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেন না। রামরায় প্রভুর মুখপানে চাহিয়া ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। সেই শত-শত-দাসদাসী-সেবিত-অঙ্গ এখন ধূলায় পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিল। প্রভুর দৃঢ়-মন, কিন্তু রামানন্দের নিকট উহা পরাজিত হইল; তাঁহার নয়নে জল আসিল। তখন রায়কে কোলে করিয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। তারপর আপনাকে সামলাইয়া, প্রভু রায়কে ফেলিয়া চলিলেন; রায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় রায় প্রাণে মরিলেন না,—মর-মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার রক্ষক ও সেবকগণ তাঁহাকে দোলায় করিয়া কটকে আনিলেন। রামানন্দ সেই পথে রাজদর্শনে চলিলেন। রাজা রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রামরায়, আমার প্রভু কোথায় গেলেন? কাহার হাতে আমাদের সেই পরম-ধন, জীবনের জীবনকে দিয়া আসিলে?" রামানন্দও কান্দিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, জানেন আমি প্রভুকে কেন ফেলিয়া আসিলাম? কেবল আপনার ভয়ে। আমি আপনার সেবক, আপনার অন্নে এ দেহ পালিত। তাই যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভাবিলাম যে, আমি কি করি। সেই করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্দ্রকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার ভয় হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরূপে যাইব। তখন প্রভুর পায়ে মনে-মনে এই প্রার্থনা করিলাম যে, এখনি আমার মরণ হউক। কিন্তু মহারাজ! তাহা হইল না। এই দেখুন বাঁচিয়া আছি।" আসল কথা এই, রামরায় আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছেন। তাই বিষয়ী-রাজার ভয়ে হৃদয়ের-রাজা শ্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, রামরায়ের মনের এই বিষম অনুতাপ।

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না; সেই সময় এমন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত ভক্তগণকে এবার "শীঘ্র-শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। পথ বন্ধ, প্রভু কিরূপে গৌড়ে আসিবেন, ইহা সকলের ভয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা মুখেও আনেন নাই। ক্রমে সকলে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানায় আসিলেন। ওপারে মুসলমান-ঘাটরক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক ব্যক্তি।

উড়িষ্যার অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন ; তারপর বলিলেন, "প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি ওপারের মুসলমান-অধিকারীর সহিত সন্ধি করিয়া আপনাকে ওপারে পাঠাইব।" প্রভু সে কথা শুনুন বা না-শুনুন, তাহার উত্তরে হাঁ-কি-না কিছুই বলিলেন না। প্রভু আসিলে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিল। ওপারের অধিকারী এই কলরব শুনিয়া ভাবিল, হয়ত বিপক্ষদের বহুতর নূতন সৈন্য আসিয়াছে। তখন তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া দিল। এই গুপ্তচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ ধরিয়া আসিল। সে বেচারি আসিয়াছিল কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া গেল! সে আসিয়া দেখে যে, চারিদিকেই নৃত্য ও হরিধ্বনি! এইরূপে চারিদিকেই ভক্তির তরঙ্গ। স্বভাবতঃ সেও অভিভূত হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। সেই তরঙ্গে অনেক্ষণ হাবুডুবু খাইয়া, শেষে ভাসিতে-ভাসিতে প্রভুর নিকট আসিল। তাহার তখন পুনর্জন্ম হইয়াছে, সে বাহুতুলে হরিবোল বলে নৃত্য করিতে লাগিল। যাহা একটু বাকি ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহাও গেল। এই অবস্থায় সে মুসলমান-অধিকারীর নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার হাস্য, রোদন, নৃত্য, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি দেখিয়া অধিকারী এত মুগ্ধ হইল যে প্রথমে সে কিছু বলিতেই পারিল না। তবে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিয়া মুসলমান-অধিকারী বিস্মৃত হইল। প্রভুকে যিনি যাহাই ভাবুন, তাঁহার এই অননুভবনীয় শক্তি ছিল যে, কখন তাঁহার দর্শনে, কখন স্পর্শনে, কখন বা তাঁহা কথা শুনিয়া জীব অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কি হরি-হরি বলিত, আর নৃত্য করিত। তাহার কৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি হরি বলিতে আর নৃত্য করিতে অনিচ্ছা থাকিলেও সে আপনাকে সামলাইতে পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, যাহা পাঠ করিলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। তবে লীলালেখকগণ ইহা এতবার ও এতরূপে দর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে যে কোন আশ্চর্য্য আছে তাহা বর্ণনাকালে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শুধু যে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা প্রভু এই শক্তি-সঞ্চার করিতেন তাহা নহে,—লোক-দ্বারাও ইহা প্রেরণ করিতেন। যখন শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে যান, তখন তাঁহার সঙ্গে প্রভু ঐরূপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম যেই শ্রীঅদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রভু এই মুসলমান দ্বারা মুসলমান-অধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসললান-দূতের নৃত্য দেখিয়া, ও তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া, অধিকারী একেবারে বিহ্বল হইলেন। দূত বলিলেন, যাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম, তিনি মনুষ্য নহেন,—তিনি সেই "তিনি," যিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, নূতন যৌবন ও প্রকাণ্ড দেহ, আর পদ্ম-চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা পড়িতেছে; তাঁহাকে দর্শন করিলেই যে আনন্দ হয়, তাহা শত-সমস্র বাদসাহী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভাটমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ শুনিয়া রাধা যেরূপ উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অধিকারীও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। তখন কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। শেষে সরস্বতী ঠাকুরাণী তাহাকে সদ্‌বুদ্ধি দিলেন। মুসলমান-দূত উড়িয়া-অধিকারীকে বলিল যে, তাহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, যদি অনুমতি পান তবে আসিয়া দর্শন করিয়া যান। উড়িয়া-অধিকারী মহাচিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রভুকে গৌড়ে পাঠাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা কোন উপায় না পাইয়া সকলে বসিয়া ভাবিতেছেন। কিন্তু প্রভু গৌড়ে যাইতেছিলেন, পথে আট্‌কা পড়িয়াছেন, এই সমুদায় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন,—তাহার চিহ্নও তাঁহার কথায়, কার্য্যে, কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছিলেন, আর এখন যে মাঝ-পথে,—তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুইচারি দিন কেবল প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া দিবানিশি বিহ্বল রহিয়াছেন। এমন সময় মুসলমান-অধিকারীর চর আসিল। ইহাতে উড়িয়া-অধিকারী ও ভক্তগণ একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদের আবার মনে উদয় হইল,—প্রভু কি বস্তু, এবং ইহা অপেক্ষাও সহস্র-গুণ অসাধ্য কার্য্য তিনি করিতে পারেন। চরের কথায় উড়িয়া-অধিকারী বলিলেন যে, এ অতি উত্তর কথা। প্রভুর উপর সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ-সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আসিতে পারেন। তাঁহার সম্মানের ত্রুটি হইবে না। মুসলমান অধিকারী আসিলেই উড়িষ্যা-অধিকারী বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। মুসলমান-অধিকারী প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্রই বিবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উড়িয়া-অধিকারী তাঁহাকে উঠাইয়া প্রভুর কাছে লইয়া গেলেন। মুসলমান-অধিকারীর মুখে তখন প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম লাগিয়া গিয়াছে। তিনি প্রভুকে জোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু, আমি হিংসা করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, আমাকে অঙ্গীকার করিয়া উদ্ধার কর।" উড়িয়া-অধিকারীও জোড়হস্তে বলিতেছেন, "প্রভু যাহার নাম স্মরণ মাত্র ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাঁহার দর্শনে হিংস্রক-মুসলমান পবিত্র হইবে তাহার বিচিত্র কি?" কিন্তু প্রভু, কে তাঁহাকে প্রণাম করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য না করায়—(যথা চন্দ্রোদয় নাটকে)—

"প্রভুর পার্ষদগণ প্রভু প্রতি কন। ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন।
ভক্ত-বাক্য-অনুরোধে প্রভু তার প্রতি। কৃপা-দৃষ্টিপাত কৈলা গোলেকের পতি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু কৃপা-দৃষ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন। প্রেমে মত্ত হৈল যেন গ্রহগ্রস্ত জন ॥
পুলকে ব্যাপিল সেই যবন শরীর। গদ-গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রুনীর ॥"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "ওহে অধিকারি, প্রভু গণসহ গৌড়ে যাইবেন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর।" অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কতদূর যাইবেন?" গোপীনাথ বলিলেন, "পাণিহাটী পর্যন্ত।" ইহাতে মুসলমান-অধিকারী কৃতার্থস্মন্য হইয়া বলিতেছেন :—

"চৈতন্যদেবেরে আমি সাহায্য করিব। মনুষ্য-জনম আইজ সফল হইব।"

তখন—"এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন। তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন ॥"

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাহার নিজজনকে উহাতে উঠাইলেন। অধিকারীর প্রভুর সঙ্গ-ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাইলেন যে, পথে জল-দস্যুর ভয়, অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ-নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া তিনি প্রভুর নৌকার আগে পাছে চলিলেন; উড়িয়া-অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা গৌড়দেশে ছুটীল। মুসলমান-অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট-নদ পার করাইলেন। শেষে পিছল-দহ পর্যন্ত আসিলেন। সেখান হইতে লোকালয়, সুতরাং আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান-অধিকারীকে ডাকাইলেন! তিনি আসিলে—

"জগন্নাথ-প্রসাদ মোদক-মনোহরা নাম। আপনার হস্তে করি গৌর-ভগবান্।"

তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। ইহাতে মুসলমান-অধিকারী—

"উচ্চৈস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকারিয়া। মহাভাগবৎ হৈল প্রভু-কৃপা পাইয়া ॥"
ছাড়িয়া না যায় প্রভু কান্দিতে লাগিলা।"— (চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

এইরূপে তিনি শুধু যে প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরমভাগবত ও জগন্মান্য বৈষ্ণব হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

শ্যামচাঁদ নেচে নেচে নেচে যায়॥ ধ্রু॥

ব্রজ জুড়াল, দুঃখ গেল, ব্রজ-জনার প্রাণ এল।
তামসী রজনী গেল, শ্যামচাঁদের উদয় হলো, উঠিল প্রেমেরি হিল্লোল।
ফুল ফুটিল, জুটিল পিক শুক অলিকুল॥"

নৌকা চলিয়াছে। যাহারা নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিতেছে। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পাণিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর এক অদ্ভুত শক্তির কথা, অর্থাৎ লোক আকর্ষণ করা, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; পাণিহাটীতে নৌকা লাগিবামাত্র সকলে দেখেন যে, উঠিয়া যাইবার পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে! অবশ্য রাঘব—যাহার বাড়ীতে প্রভু উঠিলেন,—জানিতেন যে, প্রভু বিজয়া-দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে আসিবেন। প্রভু নৌকা-পথে এত দ্রুত আসিতেছেন যে, নৌকার সহিত হাঁটিয়া যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি যে, পিচ্ছলদহ হইতে একদিনে পাণিহাটী আসিলেন। কিন্তু ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র, সেই স্থান অমনি "অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল।"

মনে করুন, প্রভুকে সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু পরিমিত দেহধারী প্রভু বাড়ী-বাড়ী যাইতে পারেন না। তাই তিনি জীবগণের সহিত মিশিবার জন্য একস্থানে বসিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। প্রভুর নীলাচল ত্যাগ করা অবধি পথ লোকারণ্য। যেমন নদী ক্রমে পরিসর হয়, সেইরূপ এই লোক-স্রোতও ক্রমে বাড়িতেছে। পাণিহাটীতে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল তাহা চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গঙ্গাতীর-সীমা প্রভু যেই মাত্র গেল। অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হৈল॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি। এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি॥
ধরণীতে ধুলিরাশি যতেক আছিল। হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল॥

এইরূপে পাণিহাটী হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে লোকসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া, প্রভু আবার নৌকায় চলিলেন। লোকের আকিঞ্চনে প্রভু বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। যথা :—

"সুমধুর কণ্ঠস্বরে, প্রসন্ন বদনে হেরে, কৃষ্ণ বলি গৌর-ভগবান্॥
নৌকাপরে বসি যায় অনিমিখ নেত্রে যায়, দুকূলে যতেক ভাগ্যবান্॥
প্রভু চলে গঙ্গাজলে, লোক সব দুই-কূলে, উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি॥
বাল-বৃদ্ধ নর-নারী, সবে বলে হরি-হরি, ব্যাপিলেক আকাশ-অবনী॥

প্রভু নৌকায় বসিয়া যাইতেছেন, কখন বা দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি বলিতেছেন। দুইধারে লোকের অন্ত নাই নিরপেক্ষ প্রভু তাই পরিসর গঙ্গার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু, প্রভুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের এরূপ গাঢ়-বাসনা হইয়াছে যে, তাহাদের দীপ্তি স্বভাবতঃ অতি-তীক্ষ্ণ হইয়াছে, এবং সকলেই প্রভুর আপাদ-মস্তক অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছেন। কাজেই উভয়কূলের লোকেরাই ভাবিতেছে যে, তাহাদের প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, তাই তিনি তাহাদের কূল দিয়া যাইতেছেন।

ক্রমে কুমারহট্টে আসিয়া প্রভু তীরে নামিলেন ও সেই ভূমিকে প্রণাম করিলেন। শেষে সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া বহির্ব্বাসে ইহাই বলিলে বলিতে বান্ধিতে লাগিলেন যে, "এই কুমারহট্ট অতি পবিত্র-স্থান, এখানকার কুকুর-শৃগালও আমার নমস্য,—এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়। যেহেতু ইহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।" এই সময় শ্রীবাস আসিয়া প্রভুকে লইয়া চলিলেন,—কোথায়? না, যেখানে প্রভু আট-নয় মাস নৃত্য করিয়াছিলেন—যাঁহার বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় তাঁহার লীলার স্থান। শ্রীবাসের ন্যায় তখনকার বহুতর লোকের নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর অন্যত্র এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ীতে, তাঁহার স্ত্রী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি এবং তাঁহাদের পত্নীরা, শ্রীবাসের নয় বৎসরের ভ্রাতৃ-কন্যা (শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের মাতা) নারায়ণী প্রভৃতির মধ্যে কিরূপ হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলে আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ, যথা—

"সেই ত প্রাণনাথ হে। আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারাণ রতনে।"

এই সময় জগদানন্দ, প্রভুকে কি অন্য কাহাকে না বলিয়া, চুপে-চুপে কাঞ্চনপল্লী শ্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ী গেলেন। কুমাহট্ট কাঁচড়াপাড়ার অতি সন্নিকট। শ্রীজগদানন্দ উদাসীন। তিনি গৌড়ে এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার ন্যায় প্রভুর সহিত ইঁহার প্রীতি ছিল। প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন ও আরামে রাখিবেন, ইহাই লইয়া প্রভুর সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেন। কিন্তু প্রভু তাহা শুনিতেন না বলিয়া জগদানন্দ রাগ করিয়া উপবাসী হইয়া পড়িয়া থাকিতেন; আর প্রভু যাইয়া তাঁহাকে সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এখানে একটি কাহিনী বলিব। প্রভু পূর্ব্বে যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সার্ব্বভৌমের অনুরোধে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সংকল্পের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেখানে ছিলেন। কথা এই, ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসে চলিয়া আসিলে, শ্রীকান্ত আরও কিছুদিন নীলাচলে ছিলেন। শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে আসেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, আর যাইয়া জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন। শ্রীকান্ত এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে প্রভু শিবানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেনের বাড়ী যাইবেন, কারণ জগদানন্দ সেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুঝিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তিনি গৌড়ে ছুটিয়া আসিয়া মাতুল শিবানন্দকে এই শুভসংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস। এই সংবাদ শুনিয়া শিবানন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই দিন হইতে প্রভুর সেবা-বস্তু আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তশাক ভালবাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা হয় না। প্রভু গর্ভ-থোড় ভালবাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবু শিবানন্দ নানাস্থানে বাস্তু শাকের বীজ রোপণ করিয়া উহাতে জল সিঞ্চন করিতে এবং গর্ভ-থোড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলে "সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর। ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর॥"

এদিকে প্রভু আসিবেন-আসিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু রামানন্দ রায় নানা-ছলে নানা-উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন; কাজেই প্রভু আসিতে পারিলেন না। ইহাতে শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইলেন? নীলাচলের বাস্তু শাক ও গর্ভ-থোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক তিনি আশ্বাসিত হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত। কথিত আছে, ইঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহঠাকুর ইহার সহিত সাক্ষাৎরূপে কথা কহিতেন। এদিকে, তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গের পরমভক্ত। তাঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, কিন্তু প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবানন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে প্রেমডোরে বান্ধিয়া সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ত সমুদয় সামগ্রী ভুঞ্জাইলেন। ইহাই বলিয়া ব্রহ্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারাদিন সারারাত্রি এইরূপে গেল, পরদিবস তিনি ভোগ দিলেন। কিছুক্ষণ কান্দিলেন, হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন যে, গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। আর প্রভু যে আসিয়া সেবা করিয়াছেন, তাহারও কিছু প্রমাণ পাইলেন না; ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিল। শিবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পূজা করেন, তাঁহার ওরূপ মনে-মনে ভোগে তৃপ্তি হইবে কেন? কাজেই ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই প্রভুকে আনিয়াছিলেন আর তাঁহাকে খাওইয়াছিলেন ইহা শিবানন্দের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ইহার পরে ভক্তগণ যখন নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন তখন ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভুর সম্মুখে সকলে বসিয়া; শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ বলিলেন, "এইবার পৌষমাসে আমি কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহানন্দের হাতে অপরূপ বাস্তশাক খাইয়াছি।" এইকথা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের মনের সন্দেহ গেল। প্রভু যে তাঁহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস হইল।

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যভামা, প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ; অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের এতই প্রীতি। জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া, তাঁহার নিকট নিজের যে ঋণ তাহার কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমারহট্টে আসিলে, জগদানন্দ গোপনে-গোপনে শিবানন্দের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি নৌকা লইয়া কুমারহট্টে যাও এবং প্রভুকে নিবেদন কর, যেন তিনি তোমার বাড়ী পদার্পণ করেন; আর আমি এদিকে বাড়ী সুসজ্জিত করি।" শিবানন্দ তাই প্রভুকে আনিতে চলিলেন। কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নিকট মস্তক রাখিয়া শিবানন্দ কান্দিতে-কান্দিতে বলিলেন, "হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন-ভক্তের চিরদিনের মনের সাধ এইবার পূর্ণ কর।" প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্দের কি প্রার্থনা। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার যাহা অভিরুচি।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ দ্রুতগামী দূত দ্বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন। এই লীলাটি শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর চন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

শিবানন্দ সুখী হৈল, ঘাটে নৌকা আনাইল, শেষ-রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি-হরি রব, চতুর্দ্দিকে ধাইতে লাগিল॥
কেহলা প্রাচীর পরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে, কেহ নাচে কেহ গায় পথে।
পৃথ্বি হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়, মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে॥

মনে ভাবুন, প্রভু লোকের ভয়ে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া যাইতেছিলেন। আবার শুনুন :—

মহাপ্রভু কুতুহলে, কাঞ্চনপাড়াতে চলে, শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গার দুকূল ভরি, সবে বলে হরি-হরি, গঙ্গায় উজান নৌকা বয়॥

কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের ঘাটে নৌকা লাগিল, প্রভু উঠিলেন। দেখেন যে, পথ সুসজ্জিত হইয়াছে! প্রথমে পথের দুইধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা ও আম্রের পল্লব এবং ঘাট হইতে সেনের বাটি পর্য্যন্ত সমস্ত পথ বস্ত্রদ্বারা সুমণ্ডিত। প্রভু সেই পথে চলিয়াছেন; পশ্চাতে ভক্তগণ, দুইধারে অসংখ্য লোক। পথের সুরচনা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া শিবানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ সমুদয় জগাইয়ের কাজ, না?" তাহা হউক, জগাই আমার (গ্রন্থকারের) মনের মত মানুষ। প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে-দেখিতে চলিয়াছেন।

"কতদূর দিয়া আগে, দুইপথ দুইদিকে, সমান মণ্ডিত সুরচন।"

দুই দিকে দুইপথ দেখিয়া, প্রভু সেখানে দাঁড়াইলেন। তখন মুকুন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা বাসুদেব দত্ত তাঁহার চরণতলে পড়িয়া বলিলেন, "এই পথে অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ সেনের বাড়ী গমন করুন, পরে কৃপা করিয়া এ অধমের বাড়ীতে চরণধুলি দিবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চলিলেন এবং বহির্ব্বাটিতে মন্দিরের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের সমস্ত রমণীগণ অভ্যন্তরে আসিয়াছেন। তাঁহারা গগন-ভেদি হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঝাঁঝরধ্বনি করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তর আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া প্রভুর পদ ধৌত করিলেন; এবং তাঁহার চরণামৃত লইয়া সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগিলেন। প্রভু কিয়ৎকাল শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। বসুদেব যদিও গৃহী, তবু প্রভুর বড় প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদয় পাপ লইবেন এই রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু বাসুদেবের বাড়ী কিছুকাল বসিয়া নৌকায় উঠিতে গেলেন। ইহাতে—

"শিবানন্দ বাসুদেবে, সগোষ্ঠিতে উচ্চৈস্বরে, কান্দেন নৌকা পানে চাঞা।"

প্রভু যে পথে হাঁটিয়া শিবানন্দের ও বাসুদেবের বাটী যান,—

"সে স্থানের ধূলি নিতে, লোক যায় শতে-শতে, গর্ত্তময় হয় ক্রমে-ক্রমে।"

প্রভুর নৌকা চলিয়াছে, আর দুইধারে অসংখ্য লোক হরি হরি বলে প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছে। যথা—

"প্রভুর চরণ-জল লইবার তরে। সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে।
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হঞা। পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া॥
লোকের ব্যগ্রতা দেখি করুণা জন্মিল। প্রভুর ইচ্ছায় পাদোদক সর্ব্বলোকে পাইল"

তবু লোক ফিরিতেছে না, জনতা ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে। শেষে প্রভু কোনক্রমে শান্তিপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে থাকিতে পারিলেন না, নদীয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমুখে চলিলেন। প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায় লইবেন। কিন্তু সেখানে দিবানিশি লোকারণ্য। যাহারা আসিতেছে তাহারা নাচিয়া গাহিয়া সুখে ভাসিতেছে, ভক্তি হইতে উত্থিত এই অভিনব অতি সুস্বাদু স্ফূর্ত্তিকর আনন্দ পাইয়া আর গৃহে যাইতেছে না; সুতরাং প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক সর্ব্বদা রহিয়া যাইতেছে। তাহাদের অবশ্য দেহধর্ম্মের প্রয়োজন; ভক্তির শক্তিতে তাহারা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বলেন যে, এইরূপে কেহ কেহ ভক্তি-সুখে উন্মত্ত হইয়া এক মাস পর্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্লিষ্ট হন নাই। প্রভু কিছুকাল নির্জ্জনে একটু আরাম করিবার আশায়, শ্রীনবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে বাস করিবেন সংকল্প করিলেন, এবং লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অতি গোপনে গভীর রজনীতে নৌকায় উঠিয়া অতি-প্রত্যুষে আঁধার থাকিতে বাচস্পতির বাড়ীতে আসিলেন। তিনি তখন নিদ্রিত। মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি চক্ষু মুছিতে-মুছিতে আসিয়া দেখেন যে, দ্বারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন!! তখন আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, "আমরা দিন কয়েক গোপনে তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিব।" বাচস্পতি বলিলেন, "আমার বাড়ী কি ছার, আমরা গোষ্ঠিসমেত আপনাকে মন-প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি। আপনাকে গোপনে রাখিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব।"*

শ্রীনবদ্বীপের যে কোন অংশে প্রভুর লুকাইয়া থাকা সম্ভবপর নহে।

* প্রভুর উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর পর্য্যন্ত আগমন-লীলা প্রধানতঃ কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে গৃহীত হইল। পরবর্ত্তী লীলাসমূহের নিমিত্ত আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাচস্পতির বাড়ীতে প্রভু আসিবামাত্র এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কারণ ইহাতে ভক্ত-অভক্ত শত্রু-মিত্র, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। যাহারা বিদ্বেষী, তাহারা নিমাইকে হঠাৎ সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, তাঁহার ন্যায় ভক্ত জগতে কস্মিন্‌কালে হয় নাই। ভক্তির নিমিত্ত মাধবেন্দ্র ভারতপূজ্য ছিলেন। কিন্তু প্রভুর যশে পুরী-গোসাঞির মহিমা মলিন হইয়া গেল। প্রভুকে যাঁহারা পূর্ব্বে নিন্দা করিতেন, প্রভুর কঠোর তপস্যা দেখিয়া তাহাদের কিরূপ ভাব হইল, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটি গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়। এইবার নদীয়া এলে ধরিব তাঁর পায়॥
না জানি মহিমা গুণ, কহিয়াছি কত। এবার নাগালি পেলে হব অনুগত॥
দেশে-দেশে যত জীব তরাইল শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ। তারা সব শুনিয়াছি পতিত-পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ। কান্দিতে-কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥"

প্রভু, বাচস্পতির বাড়ী আসিয়াছেন, একথা মুখে-মুখে সমস্ত নবদ্বীপে প্রচার হইয়া পড়িল। শ্রীনবদ্বীপ-নগরীতে অন্ততঃ দশ-বিশ-লক্ষ-লোকের বাস। ইহাদের সকলেরই প্রভুকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। আবার ইহার নিকটস্থ গ্রামসমূহও এক একটি বৃহৎ নগর বিশেষ। সে সকল স্থানের লোকও আসিতে প্রস্তুত হইল। প্রথমে ২।১ জন করিয়া লোক বাচস্পতির গৃহে আসিতে লাগিল; কিন্তু শীঘ্রই বাড়ী লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদয় বিদ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল। নদীর অপর পারেও অনেক বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম আছে, সেগুলিও এক একটি নগর বিশেষ। ওপারেও অসংখ্য লোক পার হইতে না পারিয়া জমা হইল। ওপারে লক্ষ-লোক হরিধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে; আবার এপারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ-লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। এপারে ওপারে মুহুর্মুহু এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। প্রভু যে গোপনে থাকিবেন, সে কথা তখন আর কাহারও মনে নাই। এদিকে প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাচস্পতির গৌরবের সীমা নাই, সকলেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "বাচস্পতি ঠাকুর! একবার প্রভুকে দেখাও। বাচস্পতি প্রভুকে দেখাইবেন কি, তিনি তখন শুনিলেন, ওপারের সহস্র-সহস্র লোক নৌকা না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া গঙ্গায় ঝাপ দিয়া এপারে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়া মরিতেছে। তখন তিনি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন যে, ওপারে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে, আরো অসংখ্য লোক অনবরত আসিতেছে। আরও দেখিলেন, গঙ্গা জুড়িয়া লোকে সাঁতার দিয়া এপারে আসিতেছে। কেহ-কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ-কেহ আবার কলসী কি কলাগাছের সাহায্য লইয়াছে। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে।

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা আপনা-আপনি জুটিয়া গিয়াছে। পারের কড়ি পাঁচ-গণ্ডা অর্থাৎ সিকি-পয়সা ছিল; এক রাত্রে উহা এক তঙ্কা (টাকা) হইয়াছে। আবার বহু লোকে একসঙ্গে নৌকায় উঠিতে যাইয়া, কখন নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; আবার কখন তাহা কূলে, কখন বা মাঝখানে ডুবিয়া যাইতেছে; কিন্তু তবু প্রভুর কৃপায় লোক মরিতেছে না। যখন যে নৌকা ডুবিতেছে, তখন সেই নৌকার লোক হরিধ্বনি করিতেছে। আবার অন্যান্য লোকেরাও তাহাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। শত-শত নৌকা ডুবিতেছে দেখিয়াও কেহ সাবধান হইতেছে না। ভরা নৌকা ডুবিয়া যাওয়াও এক আমোদ। সমুদয় গঙ্গায় মানুষের মাথা ভাসিতেছে, তবুও আরও লক্ষ-লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বাচস্পতি ভাবিলেন যে, প্রভুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে সমস্ত লোক তাঁহার বাটিতেই আসিতেছে, সুতরাং ইহাদিগের পারের সুবিধা করে দেওয়া তাঁহার উচিত। তাই তিনি যত্ন করিয়া বহু-লোক দ্বারা বহু-নৌকা আনাইতে লাগিলেন। বাচস্পতি প্রভুকে গোপনে রাখিবার ভার লইয়াছিলেন; এখন সে আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে প্রভু লোকের দর্শন-সুলভ হন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাচস্পতির নিজের দেহধর্ম্মের চেষ্টা নাই, আবার গ্রামের লোকদিগের অবস্থাও সেইরূপ। গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনি হইতেছে, নৃত্যও হইতেছে।

"পথ নাহি পাই কেহ লোকের গমনে। বন জঙ্গল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম। নগর প্রান্তরেও নাহিক কিছু স্থান॥
সহস্র লোক এক বৃক্ষের উপরে। গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে॥"

প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাহিরের লোকে, "দর্শন দাও" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে। লোকে জানিতেছে যে, প্রভু সম্মুখের ঘরে লুকাইয়া আছেন, তাহাদের আর্ত্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম দয়াময়। ভক্তগণ প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর প্রতিজ্ঞা-শক্তি হ্রাস হইল, তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, শ্রীভগবান্ লুকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও দয়ার্দ্র জানিয়া যদি প্রাণের সহিত ডাকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন না,—তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য।

যখন প্রভু দেখিলেন, বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম, আর বাচস্পতির গৃহ দ্বার বাগান কিছুই থাকে না, তখন স্থির করিয়া, শ্রীনবদ্বীপের ওপারে ফুলিয়ায় মাধবদাসের গৃহে গোপনে স্বগণে উপস্থিত হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা বাচস্পতি জানিতেও পারিলেন না। তিনি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে লুকাইয়া প্রভুর চলিয়া আসা কঠিন হইল না। বাচস্পতি, প্রভু গিয়াছেন এই দুঃখে, ও লোকের ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন; কিন্তু তাহাও অধিক ক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলেন না। "দর্শন দাও" বলিয়া লোকের হুঙ্কার-শব্দ তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচস্পতি অগত্যা বাহিরে আসিলেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলিল, "প্রভু কিছু পূর্ব্বে এখানে দর্শন দিয়াছিলেন, অতএব এখানেই আছেন।" বাচস্পতি বলিলেন, "প্রভু দর্শন দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পরেই চলিয়া গিয়াছেন।" লোকে ভাবিল, বাচস্পতি ফাঁকি দিতেছেন। তখন ভাবিল প্রভু হরিধ্বনিতে তুষ্ট, হরিধ্বনি করিলে তিনি নিশ্চয় বাহিরে আসিবেন। তাই লক্ষাধিক লোক হরি-হরিবোল' 'হরি-হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহার বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহা প্রত্যয় করিল না। তাহারা ভাবিল বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাই বাচস্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল; "বাচস্পতিঠাকুর! প্রভুকে ঘরে পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা যদি ভবসাগর পার হইতে পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি?" যথা :—

"আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ। আপনি মাত্র তরি এই কোন সুখ।
কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয়। সবারে উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥"

বাচস্পতি মহাবিপদে পড়িয়া কান্দিতে-কান্দিতে তখন প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! অন্তকার বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর" ইহা বলিতে-বলিতে, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কানে কানে যে প্রভু ফুলিয়ায় মাদবদাসের বাড়ী গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি আনন্দিত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল লোককে বলিলেন, "প্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছেন, চল তোমাদের আমি সেখানে লইয়া যাই।" এইকথা শুনিয়া, সকলে তাঁহার কথা প্রত্যয় করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে আসিয়া দেখিল ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়াছে। এমন কি বাচস্পতির সঙ্গে যাহারা আসিতেছে তাহাদের যাইবার পথ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বলিতেছেন,—প্রভুর ফুলিয়ার জীবের আকর্ষণ এত প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, বোধ হইতে লাগিল পৃথিবীর সমস্ত লোক যেন ফুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে! আবার অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, পৃথিবীতে কখনই এত লোক নাই, কাজেই তেত্রিশকোটি দেবতা মনুষ্য-আকার ধারণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে,—প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ তাহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন করে না, এই লোকসংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বিশেষতঃ ইচ্ছামাত্র এত লোক একত্র করিতে কি মনুষ্যে পারে? কে ইহাদের সংবাদ দিল? আর কেনই বা এত লোকে সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, বিষয়-কর্ম্ম, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল? বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন—যিনি এইরূপে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

ইহার কিছুকাল পরে, প্রভু যখন লক্ষাধিক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন পাতশাহ ওপারে লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিয়া সেখান হইতে এই লোকসমুদ্র দেখিয়া ও তাহাদের হরিধ্বনি ও আনন্দসূচক কলরব শুনিয়া ভাবিলেন কেহ বুঝি তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তাই ভয় পাইয়া তাঁহার মন্ত্রী খান কেশবল্লাল বসুকে ডাকাইয়া ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "একজন ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী বইত নয়।" পাতশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লক্ষ-কোটি লোক তাহার সঙ্গে কেন?" কেশব বলিলেন, "ভবসাগর পার হইবার জন্য।" তখন পাতশাহ বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী আমা অপেক্ষা শক্তিধর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহ নাই। এতলোক সংগ্রহ করার শক্তি আমার নাই; আর যদি কেহ এইরূপ সংগ্রহ করিতে পারে, তবে সে নিজের স্বার্থের জন্য তাঁহার সেবা করিবে। যিনি বিনা বেতনে লক্ষাধিক লোকের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।" অতএব পাতশাহও বৃন্দাবনদাসের মীমাংসার অনুমোদন করিলেন।

এই যে লক্ষ-কোটি লোক আসিতেছে, ইহারা প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে না। ইহারা কি করিতেছে অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। তাহার পরে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর ও পাতশাহ যে তত্ত্বকথা বলিলেন তাহার বিচার করিব। এই সমস্ত কাণ্ড বৃন্দাবনদাস স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শ্রীবাসের ভাইঝির পুত্র ও শ্রীনদীয়ায় তাঁহার বাড়ী। সুতরাং এই সমুদয় এক প্রকার তাঁহার স্বচক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। কারণ শত-শত সাধু লোক, যাঁহারা এই সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

বাচস্পতি গ্রামেতে যত লোক ছিল। তার কোটি-কোটি গুণে সকল বাড়িল॥
ফুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন। কেবল বর্ণিতে পারে সহস্রবদন॥
লক্ষ-লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন। কত হাটবাজার বসায় কত জন॥
সহস্র-সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়। স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥

মাধবদাস প্রভুকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন; কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে শুনিয়া প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে। ভাবে, ধান্য-ক্ষেত্রে এক আঙ্গুল জল আসিয়াছে বই তো নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাঁটু-পরিমান জল হইল। শেষে, ধান্য-রক্ষা ত পাছের কথা, নিজের বাড়ী ও প্রাণ রক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। জনকয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আসিলেন। মাধবদাস কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভাবিলেন, প্রভু আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এক-দণ্ডের মধ্যে সহস্র-লোক, দুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ্য-লোক হইল! যখন সন্ধ্যা হইল, তখন মাধবদাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মহা-ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পশ্চাৎ হইতে লোকসঙ্ঘ অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য এরূপ চেষ্টা করিতেছে যে, বাসগৃহের নিকট যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৃহের উপর যাইয়া পড়িতেছেন। প্রভু যে গৃহে রহিয়াছেন, উহা রক্ষা করিতে পারেন না দেখিয়া, মাধবদাস সন্ধ্যার সময় সহস্র লোক লইয়া বাঁশ কাটাইয়া প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃঢ় করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতে দেখা গেল দুর্গ চুরমার হইয়া গিয়াছে! যথা—

সহস্র-সহস্র নৌকা শুনিয়া আইল। তথাপি মনুষ্যে পার করিতে নারিল ॥
কেহ বলে জন প্রতি কাহনেক দিব। মোরে পার করি দেহ প্রভুকে দেখিব ॥
বড়-বড় ধনী-লোক যত ছিল তায়। জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হইয়া যায় ॥
কেহ কলাগাছ বান্ধি গঙ্গা পার হয়। কেহ ঘট ধরি যায়, না করয়ে ভয় ॥
আর খেলার সঙ্গী পড়ুয়া সকল। দেখিতে আইলা সবে আনন্দে বিহ্বল ॥
ন্যায়শাস্ত্র-অধ্যাপক নবদ্বীপে যত। লোক-দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য-মহত্ব ॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়-টীকাকার। তার মত লঞা ত'রা করে ব্যবহার ॥
হেন সার্ব্বভৌমে প্রভু বৈষ্ণব করিলা। ষড়ভুজ ঈশ্বর-মূর্ত্তি তারে দেখাইলা ॥
পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী-গর্ব্ব খণ্ডি নদীয়ায়। নবদ্বীপ-মর্য্যাদা রাখিলা গৌররায় ॥
হেন প্রভু আইলেন ফুলিয়া-নগরে। সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে ॥
ফুলিয়া-নগরে সংঘট্টের অন্ত নাই। বাল-বৃদ্ধ নর-নারী হৈলা এক ঠাঁই ॥
নিশায় মাধবদাস বহু লোক লঞা। বড়-বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধে যাঞা ॥
প্রাতঃকালে বাঁশ-গড় সব চূর্ণ হয়। লোক-ঘটা নিবারিতে কারো শক্তি নয় ॥

যাহারা আসিতেছে তাহারা আর যাইতেছে না; তাহাদের আহার নিদ্রা নাই; তাহারা নৃত্যগীত করিতেছে, আবার কখন কান্দিতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন হাসিতেছে। তাহাদের নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে, সকলে পরমানন্দে উন্মাদ হইয়াছে। এরূপ শত-কোটি জীবকে, একটি বস্তুর এরূপ ভাবে আশ্রয় লইতে কোন কালে শুনা যায় নাই। মনে ভাবুন, এই যে সমুদায় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে সহস্র-সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন! কোন-কোনও সাধুর পশ্চাৎ কখন-কখনও বহু-সংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত। কেহ ঔষধ লইতে, কেহ পুত্র কামনা করিতে, কেহ-বা লৌহকে সোনা করিতে শিখিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ বেড়াইতেছে।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত-কোটী লোক ফিরিতেছে, ইহা কি নিমিত্ত? ইহাতে স্বার্থসাধনের ইচ্ছা লেশমাত্র নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে আছে,—কখন জাগ্রত ভাবে, কখন সুষুপ্ত ভাবে থাকে। যখন শ্রীভগবদ্ভক্তি আছে, তখন শ্রীভগবান্‌ও আছেন। কারণ স্বভাব কখন নিষ্ফল কিছু করেন না। স্বভাব যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বস্তুও দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে সেই ভগবদ্ভক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে। যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে জল পায় সেখানে দৌড়ায়; সেইরূপ লোকের হৃদয়ে ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায়, উহা নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে দৌড়িয়া আসিতেছে। হৃদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় কুজ্‌ঝটিকারূপে অজ্ঞানতা ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়া জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কেহ বলেন জ্ঞান হইতে ভক্তি, ও ভক্তি হইতে জ্ঞান। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে অন্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তির উদয় হইয়াছে। তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্জ্বল্যমান সিদ্ধান্ত আসিয়াছে। তাহা এই যে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায়, এই আছে, এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্য বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম-ধন ভুলিয়া আছি। শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা জীবের পরম-ধর্ম্ম। তাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি? হে শ্রীভগবান্। এ অধম তোমাকে-ত ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাই বলিয়া কি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? ছি! আমি এ কি করিতেছি! নিজের দোষ তোমার ঘাড়ে দিতেছি! সমুদয় দোষ না আমার? তোমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব; কিন্তু এখন আমি তোমাকে ভুলিয়া, নানা অফল বিষয়ে মত্ত হইয়া, নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি!

এইরূপ মনের ভাব হওয়ায়, ভক্তি-মুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে আর নাই। তিনি আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন—আর করিবেন না। তাঁহার দিন প্রায় ফুরাইয়াছে, আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলরবের মাঝে, হয় চীৎকার করিয়া, না হয় মনে-মনে, বলিতেছেন, "হে প্রভু! আমি অপরাধী, আমার দিন ফুরাইয়াছে। তুমি কৃপাময়, দীনজনের বন্ধু, এখন আমাকে কৃপা কর।" মনে ভাবুন যে, একজন অকুল-পাথারে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে, একবার ভাসিতেছে; চারিদিক চাহিয়া দেখে কুল-কিনারা নাই, আর তাহার সাঁতার দিবার শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে পড়িয়া সেই ভবকাণ্ডারীকে উর্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমি ডুবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণতরী দিয়া আশ্রয় দাও।" আবার বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারি। নৌকা পাইলেও আমার উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমার চুলের মুঠা ধরিয়া তোমার নৌকায় উঠাইয়া প্রাণ-দান কর।" এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে-ডাকিতে যেন শুনিতে পাইল যে, ভগবান্ অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, এই যে আমি আসিতেছি।" তখন আশার সঞ্চার হইল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাশ হইয়া লোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশভাব বহুক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই, তাহার পরে আনন্দ আপনা-আপনি উদয় হইতেছে। তখন আপনার দুর্ম্মতির কথা ভুলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার কথা ভাবিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে সকলের শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে। শ্রীভগবান্ আমাদের দুর্ম্মতি দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, তাঁহার বংশী ও পীতাম্বর দূরে ফেলিয়া ডোর-কৌপীন পরিয়া, আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। শ্রীভগবান্ এরূপ দীন-অবস্থায় কেন আসিতেছেন? তাহার কারণ এই যে, এবার তাঁহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অবতার। এবার তাঁহার চূড়া ও বংশী শোভা পাইবে কেন? তাই কৌপীন পরিয়াছেন, তাই করোয়া লইয়াছেন, তাই বংশী-বাদন ছাড়িয়া হরিধ্বনি অবলম্বন করিয়াছেন। তাই হাস্য-কৌতুক ও ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া, একমাত্র রোদন সম্বল করিয়াছেন। এই অবস্থায় সেই তিনি আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কিনা, —"ভয় কি? এই যে আমি? যম তোমাদের কি করিবে? যম ত আমারি ভৃত্য? তোমরা অপরাধ করিয়াছ? তাহাতে ব্যস্ত কি? আমি তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। মুখে কৃষ্ণ বল সমুদয় অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, তোমরা দুর্ব্বল, সাধন-ভজন করিতে পারিবে না। তাই আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত 'হরিনাম' লইয়া আসিয়াছি। ইহা মুখে বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।"

যাঁহারা শ্রীভগবানের দয়ার-সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন, যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাহাদিগকে গোলকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে; দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, না,—যে ভাবে প্রভু স্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া তাল-ঠুকিয়া ছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছে, "বড়ই আনন্দ!" সহস্র-সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকে দুই বাহু তুলিয়া "আর ভয় নাই," "পেয়েছি",—এই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছে।

পাঠক মহাশয়, আপনি স্থির হইয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীলার কাণ্ডটি দৈবাৎ হয় নাই, ইহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং পাতাইয়াছেন। এদেশে ব্রহ্মণ তিন-শ্রেণীভুক্ত,—যথা বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী; প্রভু স্বয়ং বৈদিক, নিতাই রাঢ়ী, অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক! এইরূপ আগাগোড়া দেখিবেন যে, এই লীলাটি সেই সর্ব্বশক্তিমান, আপনি পাতাইয়া ইহা চালাইয়াছেন। তখন বুঝিবেন যে এই খেলার দ্বারা শ্রীভগবান্ জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, (১) শ্রীভগবান্ আছেন; (২) পরকালও আছে; আর, (৩) শ্রীভগবানের প্রিয় জীব, ও জীবের প্রিয় শ্রীভগবান্।

এখন শ্রীভগবান্, অর্থাৎ একজন সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা, যে আছেন ইহা সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায়। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির বস্তু, ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্ধায় ফেলিয়াছেন। তবে যিনি মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনি যে দয়াময় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এইরূপে বিচারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা সর্পের বিষ কেন দিলেন? তিনি মনুষ্যকে আর এক ধান্ধায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা মরিলে কি তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে? যদি থাকে তবে কিরূপে? আর এক ধান্ধা এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধান্ধায় পড়িয়া জীব নিরাশ-সাগরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসিতেছিল। মহম্মদকে মুসলমানগণ "রসুল" বলেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সংবাদ আনিয়াছেন। সেইরূপ যীশুও "সুসমাচার" আনিয়াছেন ইহা খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন। ঠিক সেইরূপ ফুলিয়ার অনন্ত-কোটি লোক,—শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল যে সুসমাচার আনিয়াছেন তাহা নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া—আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।

মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাঁচিবে, ও যাহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করে, তাহারা সুখে ও যাঁহারা পালন না করে তাহারা দুঃখে থাকিবে। মহম্মদ যে সংবাদ আনিয়াছেন, ইহা কাল্পনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া যে সমস্ত জীব নিরাশ-সাগরে ভাসিতেছিল তাহারা কূল পাইল, পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

জীব মাত্রে অকূল-পাথরে ভাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া যে, তাহারা তাহাদের নিজের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। যাহার শ্বাস-রোগ আছে, তাহার ক্রমে-ক্রমে বোধ হইবে যে, তাহার পীড়াজনিত বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার শ্বাস-রোগ আরাম হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে এ যাবৎ কিরূপ দুঃখে কাল কাটাইতেছিল। সেইজন্য মনুষ্য হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার কোন দুঃখ নাই। তাহার যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহা তাহার বোধও নাই। যে-কোন জীবের যে-কোন মুহূর্ত্তে দারিদ্র, অপমান, পীড়া ও শোক হইতে পারে। কিন্তু লোক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া,—যেন তাহার কোন দুঃখ কি চিন্তার বিষয় নাই এইরূপে—জগতে বিচরণ করিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য-স্থানে, হা-হুতাশরূপ দুঃখের লহরী সর্ব্বদা,—অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে,—চলিতেছে। এই অবস্থায় যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও বাঁচিবে, ও তাহার অতি-শক্তি-সম্পন্ন একজন পরম-সুহৃদ্ আছেন, যিনি তাহার সমুদয় দুঃখ মোচন ও সমুদয় আশা পুরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত,—তখন তাহার পূর্ব্বকার উপায়-হীন অবস্থা সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, যে ব্যক্তি অকূলে ভাসিতেছিল, এখন সে কূল পাইয়াছে,—এই আনন্দে উন্মত্ত হয়।

সেইরূপ যীশুখ্রীষ্ট "সুসমাচার" আনিলে, তাঁহার গণ ঐরূপ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইলেন। এই সমস্ত "রসুল" অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের নিকট সুসমাচার পাইয়া, উহা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত জয়-পতাকা উঠাইয়া, দেশে-দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভক্তিতে গদ্গদ্ বলিয়া, অন্য জীবগণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইলেন। তাঁহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, যে সমস্ত জীব অকূলে ভাসিতেছিলেন, তাঁহারাও পালে-পালে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

মনুষ্য-হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপার সহিত গুটীকয়েক শত্রু প্রবেশ করে,—যথা দম্ভ ও অহঙ্কার। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। তিনিও পরম-পুরুষের স্কন্ধে চড়িতে গিয়াছিলেন। অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানেরা কৃপা পাইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রিয়-পুত্র; নতুবা তিনি তাঁহাদের নিকট সুসমাচার কেন পাঠাইবেন? তাঁহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহারা শ্রীভগবানের বিদ্রোহী। সুতরাং তাহাদিগকে বধ করিলে পাপ ত নাই-ই, বরং শ্রীভগবানকে তুষ্ট করা হইবে। তাঁহারা ইহা ভাবিলেন না যে, যদি শ্রীভগবান্ কোন রসুল পাঠান, তবে তিনি সকল স্থানেই পাঠাইবেন; কারণ সকলেই তাঁহার সন্তান, আর তিনি অতি-মহাশয় লোক।

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগ্-বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জগৎ ওলট-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাল্‌টে করেন, ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণেরও সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, আর বৈষ্ণবগণ জীবমাত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ "রসুল" পাইয়াছেন যে, ইনিও গোলক হইতে সুসমাচার আনিয়াছেন। সে সুসমাচার এই যে,—শ্রীভগবান্ আছেন, তোমরাও চিরদিন থাকিবে, আর তিনি মনুষ্যের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের ন্যায় বিচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুসমাচার আনিলেন, তাহাও লোকে বিশ্বাস করিল। অধিকন্তু তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্ ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া, জীবগণের পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, শ্রীভগবান্ অতি-সুন্দর নবীন-পুরুষ, রসিক-চূড়ামণি, বংশীধারী ও নৃত্যকারী। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্তু বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীভগবান্ অতি প্রেমময়! যথা পদ—"জানি জানি তার মন জানি, প্রেমে গড়া তনুখানি। আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী॥" কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন; আর বৈষ্ণবগণ জীবগণকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার দেখুন, যীশু সুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান্ আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গেল যে, তিনি এবার কাহাকেও প্রেরণ করেন নাই, স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতরাং ফুলিয়াবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা অকূলে ভাসিতেছিলেন, এখন কূল পাইলেন। লোকের আনন্দের কারণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। এক জন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার আশার লেশ মাত্র নাই। এইরূপে তিনি রাত্রি আসিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন দিন হইবে ভাবেন, আর দিন হইলে কখন রাত্রি আসিবে ভাবেন। এক দিন তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধন কিছু নয়। তাঁহার পিতা রাজরাজেশ্বর; তিনি বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য পুত্রকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি যুবরাজ, পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী। সেই যুবরাজের অবস্থা একবার অনুভব করুন; তাহা হইলে ফুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের আনন্দের পরিমাণ কতক বুঝিতে পারিবেন। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকূলে ভাসিতেছে। যাহার উপস্থিত কোন বলবৎ দুঃখ নাই, তিনি হয়ত ভাবিতে পারেন যে, "কই, আমি ত বেশ সুখে আছি।" হয়ত তিনি বড়-জ্ঞানী, মনে ভাবেন তিনি শান্ত, বেশ আছেন। কিন্তু তিনি যে বেশ আছেন, এই জ্ঞানই তাঁহার পতনের মূল। যেই তাঁহার জ্ঞান হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তিনি বেশ নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই তাঁহার রোগ শোক ও অন্যান্য তাপের সময় জানিবেন যে, তিনি বেশ নাই। যে ব্যক্তির ঘোর বিয়োগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র্য চাপিয়াছে, কি কারাগারের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি বেশ নাই। তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই; তিনি এখন বেশ আছেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে হয়ত তাহার কিছুই না থাকিতে পারে; তখন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিবানিশি অকূল-পাথারে ভাসিতেছেন।

"আমি বেশ আছি," "আমি শান্ত, অতএব অন্য অপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছি,"—মনে এইরূপ গৌরব করিওনা। ইহা তোমার গৌরবের কথা নয়। যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত, আর সেই দুঃখ ভাবিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্কুর হইয়াছে। ফুলিয়ার উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন,—"সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। গোলকধামে ল'য়ে যেতে এসেছেন পতিত-পাবন॥"—কাজেই উন্মত্ত হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন। এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট যাইতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার আগমন ও দুঃখ জানিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া শ্লোকবন্ধে প্রভুকে স্তুতি করিলেন; যথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবনদাসের ব্যাখ্যা—"সংসার-উদ্ধার লাগি যে চৈতন্যরূপে। তারিলেন যতেক পতিত ভবকূপে॥ সেই গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।"

বাচস্পতি বলিলেন, "প্রভু, তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়; ফুলিয়ায় আসিবে ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ব্রাহ্মণ যে মারা যায়। আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছে। আপনি একবার বাহির হউন।" প্রভু হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ফল কথা, প্রভু অবশ্য বাহির হইবেন, তবে কখন বাহির হওয়া কর্ত্তব্য তাহা তিনিই ভাল জানেন। এই কথা হইতে-হইতে পণ্ডিত দেবানন্দ আসিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইনি সর্ব্বপ্রকারে, বিশেষতঃ ভাগবতে, অদ্বিতীয় পণ্ডিত; অতি-স্বচ্চরিত্র ও মহাজ্ঞানী; তবে ভক্তি মানিতেন না, সুতরাং প্রভুর আশ্রয় লয়েন নাই। ভাগ্যবশে বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন রহিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের ভক্তির উদয় হয়। এখন ফুলিয়া আসিয়া, পূর্ব্বে শ্রীবাসের নিকট যে অপরাধ করেন তাহা মনে করিয়া, ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরে আছেন। অন্তর্যযামী প্রভু তাঁহাকেও নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কি মধুর আলাপ হইল, তাহা মনে করিলে শরীর আনন্দে টলমল করিয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু বলিলেন, "দেবানন্দ! তোমার সমুদয় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" অমনি দেবানন্দ চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বড় দিউন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই ফুলিয়ায় আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ-ভঞ্জনের প্রর্থনা করিবে, আপনি তাঁহারই অপরাধ-ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন, "তথাস্তু'। এই ফুলিয়ায় এইরূপে 'অপরাধ-ভঞ্জন' পাটের সৃষ্টি হইল। সেখানে সেই অবধি লোকে অপরাধ-ভঞ্জনের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা চিরদিনই জীবের দুঃখে ব্যথিত।

বাহিরে কোটি-কোটি লোক কলরব করিতেছে। সহস্র-সহস্র সম্প্রদায় গঠিত হইয়া নৃত্য-গীত করিতেছে। লক্ষ-লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। চকিতের মধ্যে শত সহস্র দোকান বসিয়া গিয়াছে। দোকান হইতে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে,—কিছু প্রভুর জন্য, কিছু বিতরণের জন্য। কেহ মিষ্টান্ন কিনিয়া হরিধ্বনি করিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন, আর লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া উহা কুড়াইতেছে; কেহ কাঙ্গালী খাওয়াইতেছেন; কেহ কম্বল বা বস্ত্র কিনিয়া বিতরণ করিতেছেন; কেহ আপন মনে নৃত্য করিতেছেন; কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন; কেহ প্রণাম কি কোলাকুলি করিয়া, কি পদধূলি লুটিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতেছেন। এইরূপে ফুলিয়ায় প্রভাস-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে গুরুজন বহস্য শিষ্য কুটুম্ব প্রতিবেশী নিজজন ভক্ত প্রভৃতির সহিত প্রভু মিলিত হইলেন। প্রভু প্রায় জন্মাবধিই শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি অন্যান্য মানুষের ন্যায় ছিল না। সুতরাং শিশুবেলায় তাঁহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে হইত,—এটি নরশিশু না দেবশিশু? নিমাই যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট পরিচিত ও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কি শত্রু, কি মিত্র সকলেরই মনের ভাব এই যে,—এই বস্তুটি কেহ একজন হইবেন। এমন কি, একটি প্রবাদ ছিল যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ-রাজা হইবেন। ইহা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেন যে, সেই ব্রাহ্মণটী এই জগন্নাথের পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যদি কাহারও কোন কথা হইত, তাহা লইয়া আলোচনা হইত, এবং সে কথাটি সে গোষ্ঠিতে রহিয়া যাইত। এইরূপ অনেকগুলি কথা অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। কখন কখন এরূপ হইয়াছে যে কাহার সহিত গ্রন্থকারের কথা হইতেছে, হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উঠিল। অমনি সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আমাদের গোষ্ঠীর প্রতি বড় করুণা ছিল। কারণ ইনি আমাদের বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, কি গোষ্ঠীর কোন একজনকে এই কথা বলিয়াছিলেন।" নিমাই যখন পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সমধ্যায়িগণ সকলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত কাহার কোন রকম পাল্লাপাল্লি চলিবে না। তখনকার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দীধিতি-গ্রন্থকার রঘুনাথ। রঘুনাথের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বাল্যকালের প্রীতি ও বচসা সম্বন্ধে আমি প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনকালে আভাস দিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে একটী কথা চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহা আমরা পণ্ডিত শ্রীল মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীরঘুনাথের তর্ক চলিতেছে। সে কখন না যখন প্রভু কিছুকাল ন্যায় পাঠ করিতেছিলেন। সামান্য লক্ষণা সম্বন্ধে রঘুনাথের মুখে অন্যায় তর্ক শুনিয়া প্রভু বিদ্রূপ করিয়া রঘুনাথকে এই শ্লোকটি বলিলেন,—

বক্ষোজপানকৃৎ-কাল-সংশয়ো জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্য লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

বলা বাহুল্য যে, এই তর্কে রঘুনাথের অন্যায়। এইরূপে প্রভু তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No. ....
...mayee Ashram

জন্মাবধি নবদ্বীপবাসিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। যদিচ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দ্বেষ করিতেন, তবু তিনি যে, শ্রীনবদ্বীপের, কি ভারতবর্ষের, কি কলিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। তাহার পর, প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে তাঁহার প্রতি বিপক্ষদিগের আর দ্বেষ রহিল না। এমন কি, এরূপও ঘটনা হইয়াছিল যে, প্রভু সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে যিনি যতখানি দ্বেষ করিতেন তিনি ততখানি কান্দিয়াছিলেন। কাজেই প্রভু যখন ফুলিয়ায় গমন করিলেন, তখন শ্রীনবদ্বীপে আর কেহই রহিলেন না, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। এখানে প্রভু সাত দিন থাকিয়া সকলের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিলেন এবং এই সাত দিন দিবানিশি প্রভুর সহিত এই কোটী-কোটী লোক কেবল নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন। প্রভু এই সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন এবং প্রত্যেকেই বোধ করিলেন যে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিলেন, তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা দেখাইলেন। তখন শ্রীনবদ্বীপে পুরুষ মানুষ প্রায় শূন্য—সকলেই এপারে; আর ওপারে সারি দিয়া লক্ষ-লক্ষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা এপারের কোটী কোটী লোকের নৃত্য দেখিতেছেন, আর কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না। এপারের লোকদিগের যেরূপ আনন্দ, ওপারের স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রভুর বড় ঘনিষ্ঠ দুইজন আছেন —শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে গঙ্গা যেরূপ কম পরিসর, তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকের সমুদয় কাণ্ড স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেছেন। এমন কি, একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এক পারের লোক অপর পারের লোক চিনিতেও পারিতেছেন। আর অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষত্ব ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাঁড়াইলেও, সকলের মস্তকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ততঃ এক-বিঘৎ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শন-সুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ-ধারণ করেন; প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের স্থায় সাড়ে-চারি হস্ত দীর্ঘ ছিল। সুতরাং লক্ষ-লোকের মাঝে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিলেও দূর হইতে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও ওপার হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছিলেন। শেষে প্রভু এই ফুলিয়ার তিনজনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন।

দশম অধ্যায়

আসিবে আমার, গৌরাঙ্গ-সুন্দর, নদীয়া-নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, সচকিত হঞা, করব মঙ্গল-কাজ॥
জলঘট ভরি, আম্র-শাখা ধরি; রাখি সারি-সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী আওব দেখিবার তরে।
হরি-হরি ধ্বনি, জয়-জয় বাণী, উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম-আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা, পড়িবে লোটাঞা, লইবে চরণারবিন্দ॥

প্রবাসে প্রিয় বহুদিন অদর্শনে আছেন। তিনি গৃহে আসিতেছেন জানিলে, প্রিয়ার যে আনন্দ তাহাকে ভাবোল্লাস বলে। এই ভাবোল্লাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়ার মনে যে সমুদয় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তাহার বর্ণনা-মূলক শ্রীবিদ্যাপতির দুইটি পদ পাওয়া যায়। একটি পদের প্রথম চরণ—"আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। ধ্রু।" অর্থাৎ প্রিয়া আপনার সখীকে বলিতেছেন, "সখি। আমার প্রিয় যখন আমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি?" সখী বলিবেন, "তুমি বল, আমি কি বলিব?" তখন প্রিয়া বলিতেছেন, শুনিবে কি করিব?

"অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥"

অর্থাৎ "হে সখি, প্রিয় আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলে, আমি মুখ ফিরাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইব।"

হে পাঠক মহাশয়, তুমি প্রবাসী হও, আর তোমার প্রণয়িনীকে বিরহিণী-প্রিয়া কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, উপরি উক্ত প্রিয়-প্রিয়ার প্রীতির খেলা কত মধুর। কিন্তু তবু ইহাতে একটু তিক্তরস থাকিবে, যেহেতু এখানে প্রিয় ও প্রিয়া উভয়েই মলিনবস্তু। এই যে মধু-হইতে-মধুর প্রীতির খেলাটি ইহা এখন শ্রীভগবানে অর্পণ কর। শ্রীভগবান্ এমন সুন্দর এরূপ মধুর; তিনি তোমার এত প্রিয়, তাঁহার তুমি এত প্রিয়;—তোমার কি উচিৎ নহে যে, যত ভাল দ্রব্য সমুদয় তাঁহাকে অর্পণ কর? অতএব এই যে উপরি-উক্ত মধু-হইতে-মধুর প্রীতির খেলা-রূপ রস ইহা দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজা কর। তাহা হইলে উহা পবিত্রী-কৃত হইবে, উহার আস্বাদ অনন্তগুণে বাড়িবে, আর তুমিও সেই মধু-হইতে-মধুর-রসের প্রসাদ পাইবে। এই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গদাস-বৈষ্ণবের চরম ভজন। এই রসটি কিরূপে শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করা যায় বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায়। শ্রীমতীর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে তিনি আসিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "ললিতে! শুনিতেছি, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু আসিলে আমি প্রথমে কি করিব শুনিবে? যথা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ—

"যব হরি আওব গোকুলপুর। ঘরে-ঘরে বাজাওব জয়-তুর॥

অর্থাৎ "ললিতে, বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি জয়-তুরি দ্বারা ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইব যে, আমার বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত ভাবোল্লাস পদটী এখন সম্পূর্ণ দিতেছি। যথা—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটী চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে। যাওব হাম যতন পঁহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি। মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ ভঁওরা। চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মঝু চেতনে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥

বৈষ্ণবগণ এইরূপ গোপী-অনুগত হইয়া রস দ্বারা শ্রীভগবানকে পূজন কি আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাকে বলে ব্রজের নিগূঢ় রসাস্বাদন। যথা —"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস-আস্বাদন।"

এখন শ্রীকৃষ্ণ বা কোথা? আর, শ্রীমতী রাধা বা কোথা? জীবের ভাগ্যক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে। অতএব হে পাঠক মহাশয়! আসুন, এই যে ভাবোল্লাস-রস, ইহা দ্বারা আমরা শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রকে সেবা করি। তিনি এখন নদীয়া আসিয়াছেন; শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়ন গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবহেলা করিও না। যদি তুমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে না পার, তবু তোমাকে বলিতে হইবে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ আনিয়া জীবগণকে আশ্বস্ত আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সন্ন্যাসরূপ কঠোর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ মহম্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, যীশুর নিমিত্ত খ্রীষ্টানগণ কি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজের নিগূঢ়-রস পূর্ব্বে জীবে "অনর্পিত" ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়! যদি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা বলিতেই হইবে। সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এখন আমাদের নদীয়ায় আসিয়াছেন, আসুন আমরা সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগররূপে স্থাপিত করিয়া মহাজন-কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাইয়াছি; কিন্তু একটিও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না। অতএব মহাজনগণের দ্রব্য লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিম্নের ভাবোল্লাসের মালাটি প্রস্তুত করিলাম। বিজয়া-দশমী-দিবসে প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিন গণিতেছেন। তাঁহার বল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা মধ্যে-মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান। তাঁহার মনের স্বাভাবিক ভাব এই যে, পতি প্রবাসে গিয়াছিলেন, এখন গৃহে আসিতেছেন; মনের সমস্ত দুঃখ উঘাড়িয়া, সেই ভাবের কথা তাঁহার প্রিয়-সখী কাঞ্চনাকে বলিয়া আপনার মনকে শান্ত করেন। যথা:—

সখি! কি লাগি বলনা, আনন্দ ধরে না, অঙ্গ কাঁপে থর-থর।
চারি-দিকে সখি, শুভ চিহ্ন দেখি, বুঝি এল প্রাণেশ্বর॥
আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি। ধ্রু।
ঘোমটা টানিব, দ্রুত ঘরে যাব, রুণু-ঝুনু রব করি॥
ঘরে লুকাইয়া, শ্রীমুখে চাহিয়া, দেখিব পরাণ ভরি।
দেখিবারে মোরে, উঁকি বারে-বারে, মারিবেন গৌরহরি॥
নয়নে-নয়ন, হইলে মিলন, বল কি করিব সখি।
বলরাম বলে, হইবে তাহ'লে, লজ্জায় নমিত-মুখী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু বাচস্পতি-গৃহে আসিলে, শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। কিন্তু যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, কাজেই যাইতে পারিলেন না। প্রভু ফুলিয়া আসিলেন, মধ্যে একটি নদী। সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। তাই প্রভু হঠাৎ সদলে নবদ্বীপ আসিলেন। অমনি ঘোষণা পড়িয়া গেল। লক্ষ-লক্ষ লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার ঘাটে নৌকা হইতে নামিলেন,—সেই ঘাটটিতে, যাহা তাঁহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত হাস্য-কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে-ধীরে নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাম্বর আসিয়া প্রণাম করিবেন। প্রভু নিজ পরিচিত বৃক্ষ লতা ঘর প্রভৃতি দেখিতে-দেখিতে চলিলেন; ক্রমে নিজ-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—সেখানে, না যেখানে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম বর্ণনা করিতে-করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রভুর পরে অন্য স্থানে দেখাশুনা হইয়াছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই একবার মাত্র দেখা। তিনি কি স্বামীর কাছে যাইবেন? প্রভু স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না, স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন,—তিনি কোন্ সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন? বিশেষতঃ সেখানে লক্ষ লোক; তাঁহার বয়ঃক্রম উনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধূ, সূর্য্যের মুখ দেখেন না। প্রভু প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ-লক্ষ-লোক পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া। সেখানে হিন্দু-মহিলা পূর্ণ-যৌবনা গৌরাঙ্গের ঘরণী কিরূপে যাইবেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বেণী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই, কারণ তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে। শ্রীমতী পতির নিকট গমন করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অন্তরালে দাঁড়াইয়া পতির মুখখানি দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। কিন্তু মুখখানি জন্মের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া লইবেন মনে এইরূপ বাসনা। আবার ভাবিলেন, তাঁহার পতি, তাঁহার ইহকাল-পরকালের আশ্রয়, তাঁহার নিকট যাইবেন তাহাতে আবার লোকাপেক্ষা কি? ইহা ভাবিতে-ভাবিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তখন সেই মলিনবেশে, আপাদমস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া, দ্রুত-গমনে যাইয়া, তাঁহার গৃহের সম্মুখে রাজপথে, গলায় বসন দিয়া, প্রভুর চরণে একটী কাতর-ধ্বনি করিয়া পড়িলেন।

প্রভু স্ত্রীলোক দেখিয়া, "কে তুমি?" বলিয়া দুইপদ পশ্চাৎ হটিলেন; প্রভুর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না। প্রভু যখন নিজ-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রাচীন পরিচিত সমস্ত দ্রব্য এ জন্মের মত দেখিয়া লইতেছেন, তখন সকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছিলেন। এখন হঠাৎ সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন, এবং একচিত্তে পলকহারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই সাড়ে-চারি হস্ত পরিমিত সুন্দর সুগঠিত মনুষ্যটি এবং তাঁহার পদতলে মলিন-বস্ত্র পরিধান করিয়া ভূপতিতা পরমা-সুন্দরী যুবতী-স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিলেন। কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা কহিলেন। তিনি রুদ্ধ-কণ্ঠে আবেগভরে বলিলেন, "আমি, তোমার দাসীর দাসী।" এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুঃখ কষ্টে প্রভুর বদন ম্লান হইয়া গেল। তিনি কষ্টে-স্রষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "প্রভু, ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া-দাসী ভবকূলে পড়িয়া রহিল!" এই কথা শুনিবা মাত্র ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলেই কান্দিতে লাগিলেন,—কেবল প্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিতেছেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর,—তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু আবার চুপ করিলেন, এবং পায়ের দুই খানি খড়ম খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই। আমার এই খড়ম লও, ইহা দ্বারা আমাজনিত তোমার যে বিরহ তাহার শান্তি করিও।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন স্বামীর খড়ম দুই খানিকে প্রণাম করিলেন এবং উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। তৎপরে উহা চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তখন লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Sh... mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত (৬য় খণ্ড) প্রত্যেক খণ্ড	৩৲
শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৬ষ্ঠ সংস্করণ	৩৲
শ্রীনিমাই সন্ন্যাস (নাটক) ২য় সংস্করণ	২৲
শ্রীনরোত্তম চরিত ৩য় সংস্করণ	২৲
শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট	১৷০
বাজারের লড়াই ও নয়শো রূপিয়া (নাটক)	২৲
সর্পাঘাতের চিকিৎসা অষ্টম সংস্করণ	১৷০
Lord Gouranga 2 Vols. 3rd Ed. (Each Vol.)	Rs. 3/-
Indian Sketches (Humorous and Comical) 2nd Ed.	Rs. 3/-
Snake Bites and their Treatment	Rs. 1/8/-
Life of Sisir Kumar Ghosh De-Luxe Ed.	Rs. 6/8/-
Life of Sisir Kumar Ghosh Popular Ed.	Rs. 5/8/-

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত

পরলোকের কথা ৫ম সংস্করণ	৬৲
পরলোক-কী-বাত (হিন্দী)	৪৲
Life Beyond Death	Rs. 6/-
গোবিন্দদাসের করচা রহস্য	১৷০

অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্য ভাগবত (শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত) ৬ষ্ঠ সংস্করণ	৯৲
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (শ্রীলোচনদাস ঠাকুর) ৩য় সংস্করণ	৫৲
শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ (ঈশান নাগর) ৩য় সংস্করণ	১৷০
শ্রীঅনুরাগ-বল্লী (শ্রীমনোহর দাস) ৩য় সংস্করণ	১৷০
শ্রীমুরারী গুপ্তের করচা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ ৪র্থ সংস্করণ (অনুবাদ ও বিস্তৃত আলোচনাসহ)	৩৲

প্রাপ্তিস্থান—"পত্রিকা হাউস", বাগবাজার,
কলিকাতা এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi